১৯শ সপ্তাহ

রবিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ রাজা ৪:৩৮-৪৪; ৬:১-৭

এলিসেয় দ্বারা সাধিত নানা আশ্চর্য কাজ

এলিসেয় গিল্‌গালে ফিরে গেলেন; সেই অঞ্চলে তখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিচ্ছিল। নবী-সঙ্ঘের কয়েকজন সদস্য তখন তাঁর সামনে বসে ছিল; তিনি নিজ চাকরকে বললেন, 'বড় হাঁড়ি চড়িয়ে নবী-সঙ্ঘের এই লোকদের জন্য শুরুয়া রান্না কর।' তাদের একজন মাঠে শাকসবজি কুড়তে গেল, এবং একটা বুনো লতা পেয়ে তার বুনো লাউফলে চাদর ভরে আনল। ফিরে এসে তা কুটে রান্নার হাঁড়িতে দিল; কিন্তু সেগুলো কি, তা তারা জানত না। লোকদের খাওয়া-দাওয়ার জন্য শুরুয়া ঢেলে দিলে তারা তা মুখে দেওয়ামাত্র চিৎকার করে বলল, 'হে পরমেশ্বরের মানুষ, হাঁড়ির মধ্যে রয়েছে মৃত্যু!' আর তারা তা খেতে পারছিল না। এলিসেয় বললেন, 'খানিকটা ময়দা আন।' তা হাঁড়িতে ফেলে তিনি বললেন, 'লোকদের জন্য ঢেলে দাও, তারা খেয়ে নিক।' হাঁড়িতে মন্দ কিছুই আর রইল না!

বায়াল-শালিশা থেকে একজন লোক এল, সে পরমেশ্বরের মানুষের কাছে ফসলের প্রথমাংশ হিসাবে কুড়িখানা যবের রুটি নিয়ে এল; সেই সঙ্গে নিয়ে এল থলিতে করে নতুন গমের শস্য। এলিসেয় বললেন, 'ওগুলো লোকদের দিয়ে দাও, তারা খেয়ে নিক।' কিন্তু যে লোক খাবার পরিবেশন করছিল, সে বলল, 'একশ' লোকের সামনে আমি তা কী করে দেব?' এলিসেয় আবার বললেন, 'ওগুলো লোকদের দিয়ে দাও, তারা খেয়ে নিক; কারণ প্রভু একথা বলছেন: তারা খাবে আর কিছু খাবার পড়েও থাকবে।' তাই চাকরটি লোকদের পরিবেশন করতে লাগল। সকলে খেল আর কিছু খাবার পড়েও থাকল, ঠিক যেমনটি প্রভু বলেছিলেন।

নবী-সঙ্ঘের সদস্যেরা এলিসেয়কে বলল, 'দেখুন, যে জায়গায় আমরা আপনার সামনে আসন গ্রহণ করি, তা আমাদের পক্ষে বেশি সঙ্কীর্ণ এক জায়গা। অনুমতি দিন, আমরা যর্দনে গিয়ে প্রত্যেকে সেখান থেকে একটা কড়িকাঠ তুলে নিয়ে আমাদের জন্য একটা বাসস্থান তৈরি করি।' তিনি উত্তর দিলেন, 'যাও।' আর একজন বলল, 'প্রসন্ন হয়ে আপনিও আপনার দাসদের সঙ্গে চলুন।' তিনি উত্তরে বললেন, 'যাব,' আর তাদের সঙ্গে গেলেন। যর্দনে এসে পৌঁছে তারা কাঠ কাটতে লাগল। তখন এমনটি ঘটল যে, একজন কাঠ কাটছিল, এমন সময় কুড়ালের ফলা জলে পড়ে গেল। সে চিৎকার করে বলল, 'হায় হায়, প্রভু আমার! কুড়ালটাকে ধার করেই নেওয়া হয়েছিল!' পরমেশ্বরের মানুষ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কুড়াল কোথায় পড়েছে?' সে তাঁকে জায়গা দেখাল। তখন এলিসেয় এক টুকরো কাঠ কেটে সেই জায়গায় ফেললেন আর লোহাটা ভেসে উঠল। তিনি বললেন, 'কুড়ালটা তুলে নাও।' সে হাত বাড়িয়ে তা তুলে নিল।

শ্লোক সিরা ২:১৩,১৫; যোহন ৪:৪৮

প্র ধিক্ সেই অলস হৃদয়কে, যা বিশ্বাসহীন! এজন্যই সে রক্ষা পাবে না;
উ যারা প্রভুকে ভয় করে, তারা তাঁর কোন বাণী অমান্য করে না।
প্র চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ না দেখে তোমরা বিশ্বাস করবে না!
উ যারা প্রভুকে ভয় করে, তারা তাঁর কোন বাণী অমান্য করে না।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু ইরেনেউস-লিখিত 'ভ্রান্তমতের বিরুদ্ধে' ৫ম পুস্তক ১৭:৩-৪

যিনি আমাদের কাছে গুপ্ত ছিলেন
ক্রুশ-ব্যবস্থা আমাদের কাছে তাঁকে প্রকাশ করেছে

সুখী সেই মানুষ, যাকে প্রভু দোষ আরোপ করেন না: এ বাণীতে সেই পাপমোচনই পূর্বপ্রদর্শিত, যা তাঁর

আগমনে পূর্ণতা লাভ করবে—সেই যে পাপমোচন দ্বারা তিনি *আমাদের লিখিত ঋণপত্র মুছে ফেলেছেন, এবং ক্রুশে বিঁধিয়ে দিয়ে তা বাতিল করেছেন,* যার ফলে এক বৃক্ষের কারণে আমাদের যেমন ঈশ্বরের কাছে ঋণী করা হয়েছিল, তেমনি এক বৃক্ষ দ্বারাই আমরা যেন সেই ঋণের ক্ষমা পেতে পারি।

একথা আরও অনেকের মধ্য দিয়েও সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছিল, যেমন নবী এলিসেয়ের মধ্য দিয়ে, কেননা তাঁর সঙ্গে যে অন্যান্য নবীরা ছিল, তারা থাকার ঘর তৈরি করার জন্য কাঠ কাটতে কাটতে হাতল থেকে কুড়াল খুলে গেলে ও যর্দনে পড়লে তারা তা আর খুঁজে পেতে পারছিল না। এলিসেয় এসে ব্যাপারটা শুনে কাঠটা জলে ফেলে দিলেন; কাঠ ফেলা মাত্রই কুড়ালটা ভেসে উঠল, তাতে যারা তা হারিয়ে ফেলেছিল তারা তা আবার ফিরে পেল। এঘটনা দ্বারা নবী দেখাচ্ছিলেন, যে অবিচল ঐশবাণীকে আমরা শিথিলতাবশত এক বৃক্ষের কারণে হারিয়ে ফেলে আর খুঁজে পাচ্ছিলাম না, সেই ঐশবাণীকে একদিন এক বৃক্ষ দ্বারাই আমাদের আবার ফিরে পাবার কথা।

ঈশ্বরের বাণী সত্যিই কুড়ালের মত; এবিষয়ে দীক্ষাগুরু যোহন বলেন, *এখনই তো গাছগুলোর শিকড়ে কুড়ালটা লাগানো রয়েছে।* একইভাবে যেরেমিয়া বলেন, ঈশ্বরের বাণী *এমন এক হাতুড়ির মত, যা শৈল চূর্ণ করে।*

সুতরাং আমরা যেমন বলেছি, যিনি আমাদের চোখে গুপ্ত ছিলেন, এক বৃক্ষই আমাদের কাছে সেই ঐশবাণীকে আবার প্রকাশ করল। কেননা আমরা যেমন এক বৃক্ষের কারণে তাঁকে হারিয়ে ফেলেছিলাম, তেমনি এক বৃক্ষ দ্বারা সকলের কাছে প্রকাশিত হয়ে তিনি নিজের মধ্যে উচ্চতা, বিস্তার ও দৈর্ঘ্য দেখিয়ে দিলেন; এবং—একজন প্রেরিতদূত যেমন বলেছেন—তিনি হাত দু'টো বাড়িয়ে জাতি দু'টোকে ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত করলেন: হাত ছিল দু'টোই, আবার পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত জাতিও ছিল দু'টো; কিন্তু তাদের যা সম্মিলিত করে, সেই মাথা এক, কারণ *সকলের পিতা সেই ঈশ্বর এক, যিনি সকলের উর্ধ্বে, সকলের দ্বারা [সক্রিয়], ও সকলের অন্তরে [বিদ্যমান]।*

শ্লোক প্রজ্ঞা ১৪:৫,৭; ১ পি ২:২৪

প্র মানবকুল ক্ষুদ্র একটা কাষ্ঠের উপরে রাখে নিজের প্রাণের নির্ভর।
উ ধন্য সেই কাষ্ঠ যা ধর্মময়তা উৎপন্ন করে।
প্র তিনি নিজের দেহে আমাদের সমস্ত পাপ ক্রুশকাষ্ঠের উপরে তুলে বহন করলেন।
উ ধন্য সেই কাষ্ঠ যা ধর্মময়তা উৎপন্ন করে।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যোনা ১:১–২:১,১১

যোনাকে আহ্বান, তাঁর পলায়ন ও নৌকাডুবি

প্রভুর বাণী আমিত্তাইয়ের সন্তান যোনার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল, 'ওঠ, ওই মহানগরী নিনিভেতে যাও, ও তার মধ্যে একথা ঘোষণা কর যে, তাদের দুরাচার আমার চোখের সামনেও এসে উপস্থিত হয়েছে।' কিন্তু যোনা প্রভুর কাছ থেকে দূরে পালাবার চেষ্টায় তার্সিসে যাবার জন্য রওনা দিলেন; যাফা বন্দরে নেমে গিয়ে তিনি একটা জাহাজ পেলেন, যা তার্সিসে যাবে; প্রভুর কাছ থেকে দূরে যাবার চেষ্টায় তিনি যাত্রার ভাড়া দিয়ে নাবিকদের সঙ্গে তার্সিসের দিকে সেই জাহাজে গিয়ে উঠলেন। কিন্তু প্রভু সমুদ্রের উপরে প্রচন্ড বাতাস নিক্ষেপ করলেন; ফলে সমুদ্র এমন সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠল যে, জাহাজটা ভেঙে যাবার উপক্রম হল। নাবিকেরা অভিভূত হয়ে পড়ল, প্রত্যেকে নিজ নিজ দেবতার কাছে চিৎকার করতে লাগল, এবং জাহাজ হালকা করে দেবার জন্য যত মালমত্র জলে ফেলে দিতে লাগল। এদিকে যোনা জাহাজের খোলে নেমে গেছিলেন, আর সেখানে শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছিলেন। তখন জাহাজের সারেঙ তাঁর কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'ওহে, ব্যাপারটা কি যে, তুমি এতই ঘুমোচ্ছ? ওঠ, তোমার পরমেশ্বরকে ডাক; হয় তো পরমেশ্বর আমাদের কথা চিন্তা করবেন আর আমাদের সর্বনাশ হবে না।' পরে নাবিকেরা নিজেদের মধ্যে বলল, 'এসো, কার্ দোষেই বা আমাদের প্রতি এই অমঙ্গল

ঘটছে, তা জানবার জন্য গুলিবাঁট করি।' তারা গুলিবাঁট করলে যোনার নামে গুলি উঠল; তাই তারা তাঁকে বলল, 'আমাদের একটু বুঝিয়ে দাও, কার্ দোষে আমাদের প্রতি এই অমঙ্গল ঘটছে? তোমার যাত্রার উদ্দেশ্য কী? কোথা থেকে আসছ? তোমার দেশ কোথায়? তুমি কোন্ জাতির মানুষ?' উত্তরে তিনি বললেন, 'আমি হিব্রু; আমি স্বর্গের পরমেশ্বর সেই প্রভুকে উপাসনা করি, যিনি সমুদ্র ও স্থলভূমির নির্মাণকর্তা।' তখন সেই লোকেরা ভীষণ ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়ল, তাঁকে বলল, 'তবে তুমি কেনই বা এমন কাজ করেছ?' কেননা তিনি যে প্রভুর কাছ থেকে দূরে পালিয়ে যাচ্ছিলেন, একথা তারা জানতে পেরেছিল, যেহেতু তিনিই তাদের তা বলে দিয়েছিলেন। তারা তাঁকে বলল, 'তবে সমুদ্র যেন আমাদের প্রতি আবার ক্ষান্ত হয়, বল, তোমাকে নিয়ে আমাদের কী করা উচিত?' কারণ সমুদ্র উত্তরোত্তর ক্ষুব্ধ-সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিল। তিনি উত্তরে তাদের বললেন, 'আমাকে ধরে সমুদ্রে ফেলে দাও, তবেই সমুদ্র, যা এখন তোমাদের বিপক্ষে, আবার ক্ষান্ত হবে; আমি তো জানি, আমারই দোষে এই ভীষণ ঝঞ্ঝা তোমাদের উপর নেমে পড়েছে।' সেই নাবিকেরা জাহাজটা ফিরিয়ে কূলে নিয়ে যাবার জন্য ঢেউ কাটতে খুবই চেষ্টা করছিল, কিন্তু পারছিল না, কারণ সমুদ্র তাদের বিরুদ্ধে আরও প্রচন্ড হয়ে উঠছিল। তাই তারা অবশেষে প্রভুকে ডাকতে লাগল; তারা বলল: 'দোহাই তোমার, প্রভু, মিনতি করি, এই মানুষের প্রাণের কারণে আমাদের সর্বনাশ যেন না হয়; নির্দোষীর মৃত্যুর ব্যাপারে আমাদের দায়ী করো না; কেননা, হে প্রভু, তোমার মঙ্গল-ইচ্ছা অনুসারেই তুমি কাজ করেছ।' এবং যোনাকে ধরে তারা তাঁকে সমুদ্রে ফেলে দিল, তাতে সমুদ্র ক্ষান্ত হল, আর ক্ষুব্ধ হল না। তাই সেই লোকদের অন্তরে প্রভুর প্রতি ভীষণ ভয় জাগল: প্রভুর উদ্দেশে তারা বলি উৎসর্গ করল, নানা মানতও করল।

এদিকে প্রভু এব্যাপারে স্থির করেছিলেন যে, প্রকান্ড একটা মাছ যোনাকে গিলে ফেলবে; তাই যোনা সেই মাছের পেটের মধ্যে তিন দিন তিন রাত ধরে রইলেন। পরে প্রভু সেই মাছকে আজ্ঞা দিলেন, আর মাছ যোনাকে শুষ্ক চরের উপরে উদ্গিরণ করল।

শ্লোক যোনা ১:১-৩; মথি ১২:৩৯

প্র প্রভুর বাণী যোনার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ওঠ, মহানগরী নিনিভেতে যাও, ও তার মধ্যে একথা ঘোষণা কর যে,

উ তাদের দুরাচার আমার চোখের সামনেও এসে উপস্থিত হয়েছে।

প্র এই প্রজন্মের অসৎ ও ব্যভিচারী মানুষ একটা চিহ্ন দেখবার দাবি করে, কিন্তু নবী যোনার চিহ্ন ছাড়া আর কোন চিহ্ন এদের দেখানো হবে না:

উ তাদের দুরাচার আমার চোখের সামনেও এসে উপস্থিত হয়েছে।

দ্বিতীয় পাঠ - সামসঙ্গীত-মালায় সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা **সাম ৪৩:৮৩-৮৫**

যোনার চিহ্ন

লক্ষ কর, যোনার কাহিনীতে আমরা যা পড়ে থাকি, তা সুসমাচারের কথা থেকে ভিন্ন কিনা: যোনা জাহাজের গর্ভস্থলে ঘোর নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন, এতে পবিত্র যন্ত্রণাভোগের পূর্বদৃষ্টান্ত প্রদর্শিত। কেননা ধরা পড়ার ভয় না থাকায় যোনা যেমন জাহাজের গর্ভস্থলে ঘুমাচ্ছিলেন ও শান্ত মনে নাক ডাকছিলেন, তেমনি যিনি সেই পূর্বদৃষ্টান্ত নিজের মৃত্যু-রহস্যে পূর্ণ করলেন, আমাদের প্রভু সেই যীশুখ্রীষ্ট সুসমাচার-প্রচারের সময়ে একটি নৌকায় ঘুমালেন। আর যেমন যোনা প্রকান্ড একটা মাছের পেটে তিন দিন তিন রাত যাপন করেছিলেন, তেমনি যন্ত্রণাভোগের সময়ে মানবপুত্র পৃথিবীর মাটিগর্ভে তিন দিন তিন রাত যাপন করলেন। আর যখন তিনি সকলের পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে পুনরুত্থান করার জন্য নিদ্রা থেকে দেহ নিদ্রাভঙ্গ করে মৃত্যু থেকে জেগে উঠলেন, তখন শিষ্যদের কাছে দেখা দিলেন। সুতরাং তিনিই সেই প্রকৃত যোনা, যিনি আমাদের মুক্তির জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করলেন। আর তাঁকে এই উদ্দেশ্যেই তুলে নেওয়া হয়েছিল ও সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, যাতে সেই প্রকান্ড মাছ দ্বারা ধরা পড়লে ও কবলিত হলে তিনি তার ভিতরে থেকে নিজের অন্তর শোধন করতে পারেন। মাছটা যে কী, একথা জানবার জন্য যোবের এ বাণী শোন: *আমি কি কোন সমুদ্র-দানব যে তুমি আমাকে প্রহরীর অধীনে রাখবে?*

তিনি কে? তুমি একথা তখন জানবে, যখন এ বাণী পড়বে যে, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট *বন্দিদশাকে বন্দি করে স্বর্গে চালিত করলেন;* বাস্তবিকই খ্রীষ্ট সেই প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রুকে পরাজিত করলে আমরা যারা বন্দি ছিলাম তাঁর দ্বারা মুক্তি পেতে শুরু করলাম।

উপরন্তু, ধন্য যোনার প্রার্থনা আমাদের শেখায় যে, এখানে প্রভুর যন্ত্রণাভোগের কথা ইঙ্গিত করা হচ্ছে; কারণ যোনা বলেছিলেন, *আমার সঙ্কটে আমি প্রভুকে ডাকলাম আর তিনি সাড়া দিলেন; পাতাল-গর্ভ থেকেই আমি ডাকছিলাম।* তুমি কি লক্ষ করেছ, কেমন করে মাছের পেটের কথা নয়, পাতালের গর্ভই উল্লিখিত? আর আসলে প্রভু একটা মাছের পেটে নয়, পাতালেই নেমে গেলেন, যারা পাতালে ছিল তারাও যেন চিরন্তন শেকল থেকে মুক্তি পায়। তাহলে যিনি প্রভুর প্রশংসা ও স্তুতিবাদের কণ্ঠে আত্মোৎসর্গ করলেন, তিনি কেইবা হতে পারেন, সকল যাজকের সেই প্রধান ছাড়া যিনি সকলের জন্য ব্রতী হয়ে ব্রত উদ্‌যাপনও করলেন? বস্তুত কেবল তিনিই তেমন কার্যক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। কারণ যোনা সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হলেই সমুদ্র প্রশমিত হল, তেমনি আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট এ জগতে এলেন যেন জগতের মুক্তি সাধন করতে পারেন ও নিজের রক্ত দ্বারা স্বর্গীয় কি পার্থিব সমস্ত কিছুই শান্তি-সম্পর্কে স্থাপন করতে পারেন। অতএব, আপন আগমনে তিনি সকল মানুষের মুক্তিকর্ম সাধন করলেন, ও মৃতদের পুনরুজ্জীবিত করে, রোগপীড়িতদের নিরাময় করে ও মানুষের হৃদয়ে প্রভুভয় সঞ্চার করে নিজের কর্মকাণ্ডে সকল মানুষকে ঈশ্বরের উপাসনার প্রতি আকর্ষণ করলেন। তিনিই আমাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে পরিত্রাণদায়ী যজ্ঞ উৎসর্গ করলেন, ও আমাদের মনপরিবর্তনের জন্য যোগ্য বলি নিবেদন করলেন। তিনিই নিদ্রাগত হলেন ও সর্বকালের মতই জেগে উঠলেন।

শ্লোক মথি ১২:৪০; ২০:১৯; যোনা ২:২,১১

প্র যোনা যেমন তিন দিন তিন রাত ধরে সেই অতিকায় মাছের পেটে থাকলেন, তেমনি
উ মানবপুত্র তিন দিন তিন রাত ধরে পৃথিবী-গর্ভে থাকবেন, কিন্তু তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান করবেন।
প্র সেই মাছের পেটের ভিতর থেকে যোনা তাঁর পরমেশ্বর প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন; তাই প্রভু সেই মাছকে আজ্ঞা দিলেন, আর মাছ যোনাকে শুষ্ক চরের উপরে উদ্গিরণ করল।
উ মানবপুত্র তিন দিন তিন রাত ধরে পৃথিবী-গর্ভে থাকবেন, কিন্তু তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান করবেন।

সোমবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ রাজা ৫:১-১৯

এলিসেয় দ্বারা নামানের সুস্থতা-লাভ

আরাম-রাজার সেনাপতি নামান তাঁর প্রভুর দৃষ্টিতে বিশেষ সম্মান ও অনুগ্রহের পাত্র ছিলেন, কারণ তাঁরই দ্বারা প্রভু আরামীয়দের জয়ী করে তুলেছিলেন। কিন্তু এই বীরপুরুষ সংক্রামক চর্মরোগে আক্রান্ত ছিলেন। আরামীয়েরা দলে দলে লুট করার জন্য হানা দিয়ে একসময়ে ইস্রায়েল দেশ থেকে একটি ছোট মেয়েকে বন্দি করে এনেছিল, আর মেয়েটি ওই নামানের স্ত্রীর সেবায় নিযুক্ত হয়েছিল। সে তার কর্ত্রীকে বলল, 'আহা, আমার প্রভু সামারিয়ার নবীর সঙ্গে যদি একবার দেখা করতেন, তিনি নিশ্চয়ই চর্মরোগ থেকে তাঁকে মুক্ত করতেন!' নামান তাঁর প্রভুকে গিয়ে বললেন, 'ইস্রায়েল দেশের সেই মেয়ে এই এই কথা বলছে।' আরাম-রাজা বললেন, 'তাহলে তুমি সেখানে যাও। আমি ইস্রায়েলের রাজার কাছে একটা পত্র পাঠাচ্ছি।' তখন নামান রওনা হলেন। সঙ্গে তিনি দশটা রুপোর বাট, ছ'হাজার সোনার মোহর আর দশটা পোশাক নিলেন। তিনি গিয়ে ইস্রায়েলের রাজার হাতে পত্রটা দিলেন; পত্রে লেখা ছিল: 'দেখুন, এই পত্রের সঙ্গে আমি আমার কর্মচারী নামানকে পাঠালাম, আপনি যেন তাকে চর্মরোগ থেকে মুক্ত করে দেন।' পত্রটা পড়ে ইস্রায়েলের রাজা পোশাক ছিঁড়ে ফেলে বলে উঠলেন, 'মৃত্যু দেওয়া ও জীবনে বাঁচিয়ে রাখার দেবতাই কি আমি যে, লোকটা একটা চর্মরোগীকে সারিয়ে তোলার জন্য আমার কাছে পাঠাবে! দেখ, তোমরা এবার স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছ: লোকটা আমার সঙ্গে বিবাদ

বাধাবার সুযোগ খুঁজছে।’

ইস্রায়েলের রাজা নিজের পোশাক ছিঁড়ে ফেলেছেন, একথা শুনে পরমেশ্বরের মানুষ এলিসেয় রাজার কাছে একথা বলে পাঠালেন: ‘আপনি কেন পোশাক ছিঁড়ে ফেলেছেন? লোকটা আমার কাছেই আসুক; তবে সে জানতে পারবে যে, ইস্রায়েলে একজন নবী আছে।’

তাই নামান তাঁর যত ঘোড়া ও রথ নিয়ে এলিসেয়ের বাড়ির দরজায় এসে উপস্থিত হলেন। এলিসেয় দূতের মধ্য দিয়ে তাঁকে বলে পাঠালেন, ‘আপনি গিয়ে যর্দনে সাতবার স্নান করুন। তাহলে আপনার গায়ের চামড়া নতুন হবে, আর আপনি শুচি হয়ে উঠবেন।’ নামান ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গেলেন; যেতে যেতে মনের অসন্তোষে তিনি বলছিলেন, ‘দেখ, আমি ভাবছিলাম, তিনি নিশ্চয় বেরিয়ে আসবেন, এবং আমার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর পরমেশ্বর প্রভুর নাম করবেন; দূষিত জায়গার উপরে হাত বুলিয়ে তিনি আমার চর্মরোগ সারিয়ে তুলবেন। দামাস্কাসের আবানা ও পারপার নদীর জল কি ইস্রায়েলের সমস্ত জলাশয়ের চেয়ে ভাল নয়? শুচি হবার জন্য আমি কি সেগুলিতেই স্নান করতে পারি না?’ আর মুখ ফিরিয়ে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গেলেন। কিন্তু তাঁর দাসেরা তাঁর কাছে এসে বলল, ‘পিতা আমার, ওই নবী যদি আপনাকে কঠিন কোন কাজ করতে বলতেন, আপনি কি তা করতেন না? তবে তিনি যখন শুধু বলেন, স্নান কর, তুমি শুচি হয়ে উঠবে, তখন তাঁর এই কথা মেনে নেওয়াই কি আরও উচিত নয়?’ তাই তিনি পরমেশ্বরের মানুষের বাণীমত যর্দনের ধারে নেমে গিয়ে সাতবার ডুব দিলেন, আর তাঁর গায়ের চামড়া আবার একটা শিশুর গায়ের চামড়ার মত হয়ে উঠল—তিনি শুচি ছিলেন!

তিনি তাঁর অনুগামীদের সমস্ত দল নিয়ে পরমেশ্বরের মানুষের কাছে ফিরে ঘরের ভিতরে গেলেন; তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘এবার আমি জানতে পেরেছি, কেবল ইস্রায়েলে ছাড়া সারা পৃথিবীতে আর কোথাও ঈশ্বর নেই! এখন, দয়া ক’রে, আপনি আপনার এই দাসের হাত থেকে কিছু উপহার গ্রহণ করে নিন।’ কিন্তু এলিসেয় বলে উঠলেন, ‘আমি যাঁর সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে আছি, সেই জীবনময় প্রভুর দিব্যি! আমি কিছুই গ্রহণ করে নেব না।’ নামান তা গ্রহণ করে নিতে সাধাসাধি করছিলেন, তবু এলিসেয় তা নিতে রাজি হলেন না। তখন নামান বললেন, ‘যখন আপনি বলছেন “না,” তখন অন্তত এমনটি দেওয়া হোক, যেন আপনার এই দাস এই দেশের কিছুটা মাটি নিয়ে যেতে পারে—দু’টো খচ্চর যতটা বইতে পারে, ততটা। কেননা আজ থেকে আপনার এই দাস প্রভুর উদ্দেশে ছাড়া অন্য কোন দেবতার উদ্দেশে কোন আহুতি বা যজ্ঞবলি আর কখনও উৎসর্গ করবে না। তবে কেবল এই বিষয়েই প্রভু আপনার এই দাসকে ক্ষমা করুন: আমার প্রভু প্রণিপাত করার জন্য যখন রিম্মোন-দেবের মন্দিরে প্রবেশ করেন ও আমার হাতে ভর দেন, তখন আমাকেও রিম্মোন-দেবের মন্দিরে প্রণিপাত করতে হবে; তবে রিম্মোন-দেবের মন্দিরে এই প্রণিপাত বিষয়ে প্রভু আপনার এই দাসকে যেন ক্ষমা করেন।’ এলিসেয় তাঁকে বললেন, ‘শান্তিতে যান।’

শ্লোক ২ রাজা ৫:১৪,১৫; লুক ৪:২৭

℟ সেই চর্মরোগীর গায়ের চামড়া আবার একটা শিশুর গায়ের চামড়ার মত হয়ে উঠল—তিনি শুচি ছিলেন!
℣ তখন নামান বললেন, কেবল ইস্রায়েলে ছাড়া সারা পৃথিবীতে আর কোথাও ঈশ্বর নেই!
℟ নবী এলিসেয়ের সময়ে ইস্রায়েলের মধ্যে অনেক চর্মরোগী ছিল, কিন্তু তাদের কেউই শুচীকৃত হয়নি, কেবল সিরিয়ার সেই নামান-ই হয়েছিল।
℣ তখন নামান বললেন, কেবল ইস্রায়েলে ছাড়া সারা পৃথিবীতে আর কোথাও ঈশ্বর নেই!

দ্বিতীয় পাঠ - তুরিনের ধর্মপাল সাধু মাক্সিমের উপদেশাবলি **উপদেশ ১৩:১-৪**

খ্রীষ্ট যা, তা হবার জন্য,
তিনি যে জলকুন্ড থেকে জল তুললেন,
আমাদেরও সেই জলকুন্ড থেকে জল তুলতে হবে

যেহেতু যীশুখ্রীষ্ট নিজের জন্য নয়, আমাদেরই জন্য দীক্ষাস্নাত হলেন, সেজন্য, হে দীক্ষাপ্রার্থী প্রিয়তম ভাইবোনেরা, এ একান্ত প্রয়োজন যে, আমরা তাঁর দীক্ষাস্নানের অনুগ্রহ তৎপরতার সঙ্গেই গ্রহণ করব, ও তিনি যা আশীর্বাদ করলেন, যর্দনের সেই জলকুন্ড থেকে তাঁর অভিষেকের আশীর্বাদ তুলে আনব, যেন যে জলে তিনি

নিজে নিমজ্জিত হলেন, সেই জলে আমাদের পাপরাশিও নিমজ্জিত হয়; অর্থাৎ কিনা, যে জল প্রভুকে ঘিরেছিল, সেই একই জল যেন তাঁর দাসদেরও ঘিরে ফেলে; খ্রীষ্টের পুণ্য প্রক্ষালন থেকে যে পবিত্র জল প্রবাহিত হয়েছিল, সেই জল যেন আমাদের উপকার করে; যে উপস্থিতি দ্বারা ত্রাণকর্তা সেই জল অনুগ্রহপূর্ণ করেছিলেন, সেই পুণ্য উপস্থিতির ফলে সেই জল যেন ধন্য কার্যকারিতা গুণে আমাদের শুচিশুদ্ধ করে, ও খ্রীষ্ট থেকে জল যে অনুগ্রহ পেয়েছিল, তা যেন খ্রীষ্টভক্তদের অন্তরে সঞ্চার করে।

এজন্য, ভাইবোনেরা, খ্রীষ্ট যা, তা হবার জন্য, তিনি যে জলকুন্ড থেকে জল তুলে এনেছিলেন, সেই জলকুন্ড থেকে আমাদেরও জল তুলতে হবে। কেননা—বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রেখে—আমি একথা বলি যে, দীক্ষাস্নান দু'টো যদিও প্রভুরই, তবু আমি মনে করি যে, যে দীক্ষাস্নানে ত্রাণকর্তা স্নাত হয়েছিলেন, তার চেয়ে যে দীক্ষাস্নানে আমরা ধৌত, সেটাই অনুগ্রহ ক্ষেত্রে ধনশালী। কেননা এ দীক্ষাস্নান খ্রীষ্ট দ্বারা সম্পাদিত, সেটা যোহন দ্বারা; সেটায় সদ্‌গুরু নিজেকে দীক্ষিত করেন, এটায় ত্রাণকর্তা আমাদের পরিত্রাণের দিকে আহ্বান করেন; সেটায় ধর্মময়তা অসমাপ্ত রয়েছিল, এটায় ঐশত্রিত্ব সম্পূর্ণরূপে উপস্থিত; সেটার কাছে পবিত্রতাপ্রাপ্ত এক ব্যক্তি এগিয়ে এসে পবিত্র হয়ে বেরিয়ে যান, এটার কাছে পাপী এক ব্যক্তি এগিয়ে এসে পবিত্রিত হয়ে বেরিয়ে যায়; সেটায় পরিত্রাণের রহস্যই আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়, এটায় সাক্রামেন্ত দ্বারা অপরাধের মার্জনা হয়।

অতএব, ভাইবোনেরা, যে জলে ত্রাণকর্তা স্নাত হয়েছিলেন, সেই একই জলে আমাদের দীক্ষাস্নাত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু একই জলকুণ্ডে নিমজ্জিত হবার উদ্দেশ্যে আমরা সেই প্রাচ্য অঞ্চল বা যুদা দেশের সেই নদীর সন্ধানে যাব, এমন প্রয়োজন নেই; কেননা যেমন খ্রীষ্ট এখন সর্বস্থানে, তেমনি যর্দনও সর্বস্থানে। যে অভিষেক প্রাচ্য নদীকে আশীর্বাদপূত করেছিল, সেই একই অভিষেক পাশ্চাত্য নদনদীকে পবিত্রিত করে। ফলত বাহ্যিক দিক থেকে নদীগুলোর নাম ভিন্ন হলেও তবু যর্দন থেকে নির্গত রহস্য সবগুলোতে বর্তমান।

সুতরাং এসো, আমরা যা দেখেছি প্রভু আমাদের জন্য করলেন, তা আমরা নিজেদের জন্য করি! নিজের জন্য যোহন যা বাসনা করলেন, এসো, আমরাও তা বাসনা করি! তিনি নবী, গুরু ও পুণ্যবান হয়েও যখন ত্রাণকর্তার দীক্ষাস্নান বাসনা করলেন, তখন পাপী, দীনহীন ও অবোধ যে আমরা, এই আমাদের পক্ষে আর কতই না বাসনার সঙ্গে তেমন অনুগ্রহ পাবার বাসনা করা উচিত! ত্রাণকর্তার দয়া লক্ষ কর: নবী প্রার্থনা ক'রে যা পাবার যোগ্য হননি, আমাদের কাছে স্বচ্ছন্দেই মঞ্জুর করা হচ্ছে! তবু আমাদের সেই কারণেরই অনুসন্ধান করা দরকার, যে কারণে যোহন প্রার্থনা করলেও খ্রীষ্টের দীক্ষাস্নান পাননি। তাঁর প্রার্থনায় প্রভু এ উত্তর দিয়েছিলেন: *এখনকার মত সম্মত হও, কেননা এভাবেই সমস্ত ধর্মময়তা সাধন করা আমাদের পক্ষে সমীচীন।* আমরা তো জানি, দীক্ষাগুরু যোহন বিধানের প্রতীক বহন করছিলেন; ফলে এ উপযুক্ত ছিল যে, তিনি প্রভুকে দীক্ষাস্নাত করবেন; কেননা ত্রাণকর্তা যেমন মাংস অনুসারে ইহুদী জাতির মধ্য থেকে জন্ম নিয়েছিলেন, তেমনি আত্মা অনুযায়ী সুসমাচারের পক্ষেও বিধানের মধ্য থেকে জন্ম নেওয়া উচিত ছিল, তিনি যেন যেখান থেকে মানব-উদ্ভব গ্রহণ করেছিলেন, সেখান থেকে অভিষেকও গ্রহণ করতে পারতেন। *এভাবেই সমস্ত ধর্মময়তা সাধন করা আমাদের পক্ষে সমীচীন* উক্তিটার অর্থ ঠিক তাই। কেননা এ সত্যিই ন্যায়সঙ্গত ছিল যে, বিধানের যে আদেশগুলো তিনি নিজে প্রবর্তন করেছিলেন, আবার তিনি নিজেই সেগুলোর সিদ্ধি সাধন করবেন—যেমনটি অন্যত্র তিনি বলেন, *আমি বিধান বাতিল করতে আসিনি, পূর্ণই করতে এসেছি।*

শ্লোক গা ৩:২৬-২৭; ১ করি ৬:১৫

প্র তোমরা সকলেই খ্রীষ্টযীশুতে বিশ্বাস দ্বারা ঈশ্বরের সন্তান,
উ কারণ তোমরা যারা খ্রীষ্টের উদ্দেশে দীক্ষাস্নাত হয়েছ, সকলে স্বয়ং খ্রীষ্টকেই পরিধান করেছ।
প্র তোমাদের দেহ খ্রীষ্টের অঙ্গ,
উ কারণ তোমরা যারা খ্রীষ্টের উদ্দেশে দীক্ষাস্নাত হয়েছ, সকলে স্বয়ং খ্রীষ্টকেই পরিধান করেছ।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যোনা ৩:১–৪:১১

নিনিভের মনপরিবর্তন ও যোনার ক্ষোভ

প্রভুর বাণী দ্বিতীয়বারের মত যোনার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'ওঠ, ওই মহানগরী নিনিভেতে যাও, আর আমি তোমাকে যা ঘোষণা করতে বলব, তা সেই নগরীর কাছে ঘোষণা কর।' যোনা উঠে প্রভুর বাণীমত নিনিভের দিকে রওনা হলেন। সেই নিনিভে তুলনার অতীত এক বিরাট নগরী ছিল, নগরীকে পায়ে হেঁটে পার হতে তিন দিন লাগত! যোনা নগরীর মধ্যে প্রবেশ করে এক দিনের পথ এগিয়ে গেলেন; পরে একথা ঘোষণা করলেন, 'এখনও চল্লিশ দিন, তারপর নিনিভে উৎপাটিত হবে।' নিনিভের লোকেরা পরমেশ্বরে বিশ্বাস করল; তারা উপবাস ঘোষণা করল, এবং মহামান্য ব্যক্তি থেকে সাধারণ লোক পর্যন্ত সকলেই চটের কাপড় পরল। খবরটা নিনিভে-রাজের কাছে পৌঁছলে তিনি সিংহাসন থেকে উঠে ও রাজসজ্জা খুলে চটের কাপড় পরলেন ও ছাইয়ের উপরে বসলেন। পরে রাজার ও তাঁর পরিষদদের নির্দেশে নিনিভেতে একথা ঘোষণা করা হল: 'মানুষ ও পশু, গবাদি ও মেষ-ছাগ কেউই কিছু মুখে দেবে না, চরে বেড়াবে না, জল পান করবে না। মানুষ ও পশু চটের কাপড় পরে সমস্ত শক্তি দিয়ে পরমেশ্বরকে ডাকবে; প্রত্যেকেই নিজ নিজ কুপথ ও হিংসার পথ ত্যাগ করুক। কি জানি, পরমেশ্বর হয় তো মন ফেরাবেন, এবং দয়া দেখিয়ে তাঁর জ্বলন্ত ক্রোধ প্রশমিত করবেন, যেন আমাদের বিনাশ না হয়।' পরমেশ্বর তাদের প্রচেষ্টা দেখলেন, হ্যাঁ, তিনি দেখলেন যে, তারা তাদের কুপথ ত্যাগ করছিল; তাই তিনি তাদের প্রতি যে অমঙ্গল ঘটাবেন বলে হুমকি দিয়েছিলেন, সেই বিষয়ে দয়াবোধ করে সেই অমঙ্গল ঘটালেন না।

এতে যোনা খুবই ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। তিনি এই বলে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন, 'দোহাই তোমার, প্রভু; কিন্তু দেশে থাকতেই আমি কি ঠিক একথা বলছিলাম না? সেজন্যই শীঘ্র করে তার্সিসে পালাতে চেষ্টা করেছিলাম; কারণ আমি জানতাম, তুমি দয়াবান স্নেহশীল ঈশ্বর, ক্রোধে ধীর ও কৃপায় ধনবান, এবং অমঙ্গল সাধন করে দুঃখই পাও। তাই এখন, প্রভু, দোহাই তোমার, আমার প্রাণ নাও, কারণ আমার পক্ষে জীবনের চেয়ে মৃত্যুই ভাল!' উত্তরে প্রভু তাঁকে বললেন, 'এত ক্রোধ দেখানো তুমি কি ঠিক মনে করছ?'

তখন যোনা নগরীর বাইরে গিয়ে নগরীর পুবদিকে বসে রইলেন; সেখানে নিজের জন্য একটা কুটির বেঁধে তার নিচে ছায়াতে বসে বসে নগরীর কি দশা হয়, তা দেখবার অপেক্ষা করতে লাগলেন। তখন প্রভু পরমেশ্বরের আজ্ঞামত যোনার উপরে একটা রেড়িগাছ বেড়ে উঠতে লাগল, যেন তাঁর মাথার উপরে ছায়া পড়ে, ফলে তিনি যেন তাঁর অসন্তোষ থেকে উদ্ধার পান। সেই রেড়িগাছের জন্য যোনা বড়ই আনন্দ পেলেন; কিন্তু পরদিন ভোরে পরমেশ্বরের আজ্ঞামত একটা পোকা সেই রেড়িগাছে দাঁত বসালে গাছটা শুকিয়ে গেল। আর সূর্য উঠলে পরমেশ্বরের আজ্ঞামত পুব থেকে একটা উত্তপ্ত বাতাস বইতে লাগল; তখন যোনার মাথার উপরে রোদের এমন চাপ পড়ল যে, তিনি শ্রান্ত হয়ে পড়ে এই বলে মৃত্যু প্রার্থনা করলেন, 'আমার পক্ষে জীবনের চেয়ে মৃত্যুই ভাল!'

পরমেশ্বর যোনাকে বললেন, 'সেই রেড়িগাছের ব্যাপারে এত ক্রোধ দেখানো তুমি কি ঠিক মনে করছ?' তিনি উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, আমি তা ঠিক মনে করছি। আমি এতই ক্রুদ্ধ যে, মৃত্যু প্রার্থনা করি!' প্রভু বললেন, 'তুমি এই রেড়িগাছের জন্য শ্রমও করনি, গাছটা বাড়াওওনি; গাছটা একরাতে উৎপন্ন হল, একরাতে উচ্ছিন্ন হল, তথাপি তুমি তার প্রতি দয়াবোধ করেছ। তবে আমি কি নিনিভের প্রতি, ওই মহানগরীর প্রতি দয়াবোধ করব না? সেখানে এমন এক লক্ষ বিশ হাজারের অধিক মানুষ আছে, যারা ডান হাত থেকে বাঁ হাতের প্রভেদ জানে না। তাছাড়া সেখানে পশুও আছে।'

শ্লোক মথি ১২:৪১; যোনা ৩:৫,১০ দ্রঃ

℣ নিনিভের লোকেরা বিচারে এই প্রজন্মের মানুষদের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে এদের দোষী সাব্যস্ত করবে,
℟ কেননা যোনার প্রচারে তারা মনপরিবর্তন করেছিল।
℣ তারা পরমেশ্বরে বিশ্বাস করল, চটের কাপড় পরল, ও কুপথ ত্যাগ করল;

℟ কেননা যোনার প্রচারে তারা মনপরিবর্তন করেছিল।

দ্বিতীয় পাঠ - যোনার পুস্তকে আলেক্‌জান্দ্রিয়ার ধর্মপাল সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা **৩:২৩–৪:২৯**

প্রভু দয়া দেখাতে প্রস্তুত,
যে তপস্যা করে, তিনি তাকে ত্রাণ করেন

পরমেশ্বর তাদের প্রচেষ্টা দেখলেন, হ্যাঁ, তিনি দেখলেন যে, তারা তাদের কুপথ ত্যাগ করছিল। প্রভু দয়া দেখাতে প্রস্তুত, ও যে তপস্যা করে, তিনি তাকে ত্রাণ করেন, প্রাচীন যত পাপ সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষমা করেন, ও মানুষ পাপ থেকে বিরত হলেই তিনিও ক্রোধ থেকে বিরত হন, আর শুধু তা নয়, শ্রেয় সমস্ত কিছুই প্রদান করেন। আর যেহেতু তিনি শুভ সঙ্কল্পে ব্যস্ত আত্মাকে দেখেন, সেজন্য তিনি কোমলতা দেখান, দণ্ড দূর করে দেন ও ক্ষমা মঞ্জুর করেন। স্বয়ং সত্য এবাণী বলেন: *হে ইস্রায়েলকুল, তোমরা কেন মরতে চাও? আমি তো কারও মৃত্যুতে প্রীত নই; বরং দুর্জন যে নিজের পথ থেকে ফিরে বাঁচে, এতেই আমি প্রীত।*

কিন্তু তিনি যখন সেই অমঙ্গলেরই কথা বলেন যা বিষয়ে হুমকি দিয়েছিলেন, তখন অনিষ্ট নয় ক্রোধেরই কথা ভাবেন—এই ক্রোধ থেকেই তো প্রতিশ্রুত যন্ত্রণা উদ্গত হবে। কেননা পুণ্যকর্মের প্রেমিক হওয়ায় আমাদের ঈশ্বর কোন অনিষ্ট সাধন করেন না।

আহা, এ করুণা কতই না অপরূপ—যদিও মানুষ তা উপলব্ধি করে না! তেমন করুণার উপযুক্ত প্রশংসা করতে গিয়ে ভাষা আছে কি? ঈশ্বরের দয়া ও মঙ্গলময়তার উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কোন্ গুণকীর্তন করব? তিনি তো *আমাদের কাছ থেকে দূরে ফেলে দেন আমাদের সমস্ত অপরাধ,* আর সেই অপরাধের সঙ্গে দণ্ডও দূরে ফেলে দেন। লক্ষ কর কেমন করে যোনা বিনা যুক্তিতে ও বিনা কারণে এমন সময়ই অবসন্নতা দেখান, যখন পুণ্যবান ব্যক্তির পক্ষে ঈশ্বরের কাজে সম্মতি দেখানো ও তার প্রশংসাবাদ করাই উচিত ছিল! ঈশ্বর বললেন, *সেই রেড়িগাছের ব্যাপারে এত ক্রোধ দেখানো তুমি কি ঠিক মনে করছ? গাছটা একরাতে উৎপন্ন হল, একরাতে উচ্ছিন্ন হল, তথাপি তুমি তার প্রতি দয়াবোধ করেছ। তবে আমি কি নিনিভের প্রতি, ওই মহানগরীর প্রতি দয়াবোধ করব না? সেখানে এমন এক লক্ষ বিশ হাজারের অধিক মানুষ আছে, যারা ডান হাত থেকে বাঁ হাতের প্রভেদ জানে না। তাছাড়া সেখানে পশুও আছে।*

বস্তুতপক্ষে বালকেরা এ সমস্ত বিষয় নির্ণয় করতে অক্ষম, ফলে নিরপরাধী হওয়ায় তাদের প্রতি অধিক করুণা দেখানো ন্যায়সঙ্গত: যারা এখনও নিজেদের হাত দু'টো নির্ণয় করতে অক্ষম, তাদের কী পাপ আরোপ করা যেতে পারে?

আর যখন তিনি পশুদের কথা উত্থাপন করে এমনটি বলেন যে তাদেরও বাঁচানো উচিত, তখন এতেও তিনি মহাকরুণার পরিচয় দেন। ধার্মিক মানুষ যখন পশুদের প্রাণের জন্য চিন্তিত হওয়ায় প্রশংসার পাত্র, তখন বিশ্বপ্রভু যে ধার্মিকদের প্রতি করুণা ও মমতা দেখান, এতে আশ্চর্য হওয়ার কী আছে? এভাবে খ্রীষ্ট মুক্তিমূল্য রূপে নিজেকে দান করে সকলকেই পরিত্রাণ করলেন: ছোট কি বড়, জ্ঞানবান কি নির্বোধ, ধনী কি নির্ধন, ইহুদী কি গ্রীক সকলেরই তিনি মুক্তিমূল্য। তাই আমরা সত্যিই ন্যায়সঙ্গত ভাবে গান করি: *মানুষ কি পশু সকলকেই তুমি ত্রাণ কর, প্রভু। ওগো পরমেশ্বর, তোমার কৃপা কত মূল্যবান! তোমার পক্ষ-ছায়ায় আশ্রয় পায় আদমসন্তান।*

শ্লোক এজে ৩৩:১১ দ্রঃ

℣ প্রভু, তোমার করুণার কথা যদি না জানতাম, তবে আমি মহা সঙ্কট বোধ করতাম; তুমি বলেছ: দুর্জনের মৃত্যুতে আমি প্রীত নই; বরং এতেই আমি প্রীত, সে যদি আপন পথ থেকে ফিরে বাঁচে।
℟ তুমি যে সেই কানানীয় নারী ও সেই কর-আদায়কারীকে মনপরিবর্তনের দিকে আহ্বান করেছ, আমাদের দয়া কর।
℣ হে দয়াময় প্রভু, তুমি অশ্রুসিক্ত পিতরকে গ্রহণ করেছ!
℟ তুমি যে সেই কানানীয় নারী ও সেই কর-আদায়কারীকে মনপরিবর্তনের দিকে আহ্বান করেছ, আমাদের

দয়া কর।

মঙ্গলবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ রাজা ৬:৮-২৩

এলিসেয় অলৌকিকভাবে শত্রুদের বন্দি করেন

আরাম-রাজ সেসময়ে ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলেন; তিনি তাঁর সেনানায়কদের সঙ্গে মন্ত্রণাসভায় বসে বললেন, 'আক্রমণের জন্য আমার শিবির অমুক অমুক জায়গায় স্থাপন করা হোক।' কিন্তু পরমেশ্বরের মানুষ ইস্রায়েলের রাজাকে বলে পাঠালেন, 'সাবধান, অমুক জায়গা রক্ষা করতে অবহেলা করবেন না, কারণ সেইখানে আরামীয়েরা আক্রমণ চালাবে।' এলিসেয় যে জায়গা উল্লেখ করলেন, রাজা সেই অনুসারে সেখানে লোক পাঠিয়ে জায়গাটা রক্ষা করলেন। তাই এলিসেয় খবর পাঠাতেন, এবং রাজা সাবধান থাকতেন; আর তেমনটি শুধু দু' একবার ঘটেনি!

এই ব্যাপারে আরাম-রাজ অন্তরে যথেষ্ট বিরক্ত হলেন; তিনি তাঁর সেনানায়কদের কাছে ডেকে বললেন, 'আমাদের মধ্যে যে কেইবা ইস্রায়েলের রাজার পক্ষে, তা তোমরা কি আমাকে বলতে পার না?' তাঁর সেনানায়কদের মধ্যে একজন বলল, 'হে আমার প্রভু মহারাজ, তা নয়; কেননা আপনি আপনার শোয়ার ঘরে যা কিছু বলেন, ইস্রায়েলের নবী সেই এলিসেয় ইস্রায়েলের রাজাকে তা সবই বলে দেন।' রাজা বললেন, 'যাও; দেখ লোকটা কোথায়; আমি লোক পাঠিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করব।' পরে তাঁকে বলা হল, 'দেখুন, তিনি দোথানে আছেন।' রাজা বহু বহু ঘোড়া, রথ ও বিপুল সৈন্যদল সেখানে পাঠালেন। তারা রাত্রিবেলায় সেখানে এসে পৌঁছে শহরটাকে ঘিরে ফেলল। পরদিন পরমেশ্বরের মানুষ খুব সকালে উঠে বাইরে গেলেন, তখন দেখ, বহু বহু ঘোড়া ও রথসহ এক সৈন্যদল শহরটাকে ঘিরে ফেলে আছে। তাঁর চাকর তাঁকে বলল, 'হায় হায়, প্রভু আমার! আমরা কী করব?' তিনি উত্তর দিলেন, 'ভয় করো না, কারণ ওদের পক্ষে যারা, তাদের চেয়ে আমাদের পক্ষে যারা, তারাই বেশি।' তখন এলিসেয় এই বলে প্রার্থনা করলেন, 'প্রভু, এর চোখ খুলে দাও, এ যেন দেখতে পায়।' প্রভু দাসের চোখ খুলে দিলেন, এবং দাস দেখতে পেল: দেখ, এলিসেয়ের চারপাশে অগ্নিঘোড়ায় ও অগ্নিরথে পর্বত পরিপূর্ণ!

আরামীয়েরা তাঁর দিকে এগিয়ে আসছিল বিধায় এলিসেয় এই বলে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন, 'বিনয় করি, এই লোকদের সূর্যের আলোয় ধাঁধিয়ে দাও!' আর প্রভু এলিসেয়ের কথামত তাদের সূর্যের আলোয় ধাঁধিয়ে দিলেন। এলিসেয় তাদের বললেন, 'এ তো সেই পথ নয়, এ সেই শহর নয়! আমার পিছু পিছু এসো, তোমরা যার খোঁজ করছ, আমি তোমাদের তার কাছে নিয়ে যাব।' আর তিনি তাদের সামারিয়ায় নিয়ে গেলেন। তারা সামারিয়ায় প্রবেশ করলেই এলিসেয় বললেন, 'প্রভু, এদের চোখ খুলে দাও, এরা যেন দেখতে পায়।' প্রভু তাদের চোখ খুলে দিলেন আর তারা দেখতে পেল; আর দেখ, তারা সামারিয়ার মধ্যেই রয়েছে! তাদের দেখতে পেয়ে ইস্রায়েলের রাজা এলিসেয়কে বললেন, 'পিতা আমার, এদের কি প্রাণে মারব?' তিনি উত্তর দিলেন, 'না, এদের প্রাণে মারবেন না। আপনি কি খড়্গ ও ধনুক দ্বারা বন্দিদের প্রাণে মেরে থাকেন? এদের সামনে বরং রুটি ও জল রাখুন; এরা খাওয়া-দাওয়া করুক, তারপর এদের প্রভুর কাছে ফিরে যাক।' তাই তাদের জন্য এক মহাভোজের আয়োজন করা হল; তারা খাওয়া-দাওয়া করার পর তিনি তাদের বিদায় দিলেন আর তারা তাদের প্রভুর কাছে ফিরে গেল। লুট করার জন্য আরামীয়দের কোন দল ইস্রায়েলে আর কখনও আসল না।

শ্লোক লুক ৬:৩৫,৩৬; ২ রাজা ৬:২২ দ্রঃ

℟ তোমাদের শত্রুদের ভালবাস, কিছু ফেরত পাবার কোন আশা না রেখেই তাদের উপকার কর;
℣ তোমাদের পিতা যেমন দয়াবান, তোমরাও তেমনি দয়াবান হও।
℟ তাদের প্রাণে মেরো না, তাদের সামনে বরং রুটি ও জল রাখ, তারা যেন খেতে ও পান করতে পারে।

℣ তোমাদের পিতা যেমন দয়াবান, তোমরাও তেমনি দয়াবান হও।

দ্বিতীয় পাঠ - নোলার সাধু পাউলিনুসের পত্রাবলি **পত্র ৩২:২৩,২৪,২৫**

আমরা শঠতার সমস্ত খামির থেকে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো বিশুদ্ধ করলে আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট সানন্দেই আমাদের অন্তরে বাস করবেন

এসো, প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি, আমরা তাঁর জন্য বাইরে দৃশ্য মন্দির নির্মাণ করতে করতে তিনি যেন আমাদের অন্তরে সেই অদৃশ্য আবাস নির্মাণ করেন *যা মানুষের হাতে গড়া নয়,* ও যার মধ্যে, আমরা জানি, সেই শেষযুগেই প্রবেশ করব যখন প্রত্যক্ষভাবে তা দেখতে পাব যা এখন দর্পণেই যেন দেখি ও অস্পষ্টভাবে জানি।

এখন কিন্তু, এ দেহ-তাঁবুতে থাকাকালে,—প্রান্তরে ও তাঁবুর নিচে কেমন যেন সেই প্রাচীন তাঁবুর চামড়ার নিচেই তথা এসংসারের নির্জনতায় থাকাকালে, সংগ্রামের দিনে আমাদের মাথা লুকিয়ে রাখবার জন্য অগ্নিময় মেঘের প্রতীকাকারে পূর্বপ্রদর্শিত ঐশবাণী আমাদের আগে আগে চলতে থাকে, আমরা যেন এ পৃথিবীতে তাঁর সেই পথ জানতে পারি যা স্বর্গে আমাদের চালিত করবে। তবে এসো, প্রার্থনা করি, যেন মণ্ডলীর এ তাঁবুগুলির মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের সেই গৃহে পৌঁছতে পারি, যেখানে পর্বত থেকে বিচ্ছিন্ন কিন্তু একাধারে পর্বতে গড়া সেই উচ্চ শৈলরূপে স্বয়ং প্রভু বিশ্রাম করেন: *এ কাজ স্বয়ং প্রভুরই কাজ—আমাদের চোখে তা আশ্চর্যময়!*

আদি ও অন্ত হওয়ায় তিনি নিজেই যেন আমাদের নির্মাণকর্মের ভিত্তি ও শীর্ষস্থান হন। আর নির্মাণকাজ করতে করতে, এসো, লক্ষ করি, আমাদের ভঙ্গুর ও পার্থিব পদার্থের মধ্যে দিব্য ভিত্তির উপরে দেওয়ার মত যোগ্য কী কী আছে, যেন সংযোগপ্রস্তর দ্বারা সঞ্জীবিত হয়ে আমরা স্বর্গীয় মন্দিরের নির্মাণকাজে উপযোগী প্রস্তর হতে পারি। এসো, আমাদের মনোভাবের সোনা ও আমাদের কথার রুপো খ্রীষ্টেই যাচাই করি। তাঁর গ্রহণীয় আত্মাকে তলিয়ে দেখেন যে তিনি, এসংসারের চুল্লিতে আমাদের শোধন করে তিনিই আমাদের অগ্নিময় সোনায় ও এমন মুদ্রায় রূপান্তরিত করুন যা তাঁর ছবি বহন করতে যোগ্য। আমাদের পক্ষ থেকে, এসো, তাঁর কাছে এমন পাথরের মতই নিজেদের নিবেদন করি, যে পাথর আলোর কাজকর্ম দ্বারা মূল্যবান হয়ে উঠেছে।

এসো, সতর্ক থাকি, পাছে কাঠের মত শক্ত হই, বা কাজকর্মে শুষ্ক খড়ের মত অনুর্বর হই, কিংবা বিশ্বাস ও ভালবাসায় টলমান, হ্যাঁ, তুষেরই মত দুর্বল ও অসার হই। বরং আমাদের ইচ্ছার সঙ্কল্প যেন সঙ্গে সঙ্গে নিবে না যায়, কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে শান্তিতে বাস্তবায়িত হয়, এজন্য এসো, আমাদের নির্মাণের জন্য সেই গভীর শান্তি প্রার্থনা করি যে শান্তিতে মন্দির নির্মিত হয়েছিল; সেই শান্তি এমন ছিল যে, *হাতুড়ি, বাটালি বা আর কোন লৌহজাতীয় যন্ত্রের শব্দ শোনা গেল না।* শত্রুর হস্তক্ষেপও যেন নতুন নির্মাণকর্মে বাধা সৃষ্টি করতে বা কাজ বন্ধ করতে না পারে, যেমন মন্দির-সংস্কারের সময়ে পারসীদের হিংসাজনিত শত্রুতার কারণে দেখা দিয়েছিল।

দৈহিক কোন চিন্তা আমাদের উপর এসে না পড়লে ও সংসারের কোন আলোড়ন আমাদের আন্তরিক শান্তি সংক্ষুব্ধ না করলে তবেই আমরা প্রার্থনা-গৃহ হয়ে উঠব। ফলে এ অত্যন্ত বাঞ্ছনীয় যে, আমরা একবার নির্মিত হলে প্রভু যেন বারবার আমাদের হৃদয়-মন্দিরে এসে উপস্থিত হন; তিনি তখন ভয়ের কশা সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন যেন আমাদের অন্তর থেকে পোদ্দারদের টেবিল আর বলদ ও ঘুঘু-বিক্রেতাদের বের করে দেন, যাতে করে আমাদের অন্তর কৃপণতা ব্যবসার অনুশীলন না করে, ও আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিতে বলদের মন্থরতা প্রবেশ না করে; আরও, আমরা যেন আমাদের পবিত্রতা বা ঈশ্বরের স্বয়ং অনুগ্রহই বিক্রি না করি, বা প্রার্থনা-গৃহকে যেন দস্যুর আস্তানায় পরিণত না করি। আমরা শঠতার সমস্ত খামির থেকে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো বিশুদ্ধ করলে, তবেই আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট আমাদের অন্তরে সানন্দেই হেঁটে বেড়াবেন।

শ্লোক ১ পি ২:৪,৫; শিষ্য ৪:১১

℟ মহামূল্যবান জীবন্ত প্রস্তর সেই প্রভুর কাছে এগিয়ে এসে
℣ তোমরাও, জীবন্ত প্রস্তরেরই মত, এক পবিত্র যাজকত্বের উদ্দেশে এক আত্মিক গৃহরূপে নির্মিত হচ্ছ, যেন যীশুখ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য আত্মিক বলি উৎসর্গ করতে পার।
℟ এ প্রস্তরই সংযোগপ্রস্তর হয়ে উঠেছে।

৫ তোমরাও, জীবন্ত প্রস্তরেরই মত, এক পবিত্র যাজকত্বের উদ্দেশে এক আত্মিক গৃহরূপে নির্মিত হচ্ছ, যেন যীশুখ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য আত্মিক বলি উৎসর্গ করতে পার।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - জাখা ৯:১–১০:২

সিয়োনের জন্য পরিত্রাণের প্রতিশ্রুতি

প্রভুর বাণী হাদ্রাকের বিরুদ্ধে;
তা দামাস্কাসের উপরে অধিষ্ঠিত,
কারণ আরামের মণি প্রভুরই, ইস্রায়েলের সমস্ত গোষ্ঠীও তাঁরই;
তার পার্শ্ববর্তী হামাৎ
ও তত বুদ্ধিমতী সেই সিদোনও তাঁরই।
তুরস নিজের জন্য একটা দৃঢ়দুর্গ গাঁথছে,
সেখানে ধূলিকণার মত রুপো
ও পথের কাদামাটির মত সোনা জমিয়ে রেখেছে।
দেখ, প্রভু সেই সবকিছু থেকে তাকে অধিকারচ্যুত করতে যাচ্ছেন,
সমুদ্রে তার শক্তিতে আঘাত হানবেন,
আর সে আগুনে কবলিত হবে।
তা দেখে আস্কালোন ভীত হবে,
গাজাও তা দেখে তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করবে,
এক্রোনও সেইমত হবে, কারণ তার আশা মিলিয়ে যাবে;
গাজার রাজা নিশ্চিহ্ন হবে,
এবং আস্কালোন জনহীন হয়ে পড়বে।
আস্‌দোদ হবে জারজ বংশের বসতি,
এভাবে আমি ফিলিস্তীনিদের দর্প খর্ব করব।
আমি তার মুখ থেকে তার পানীয় রক্ত,
ও দাঁতের মধ্য থেকে তার যত ঘৃণ্য বস্তু ছিনিয়ে নেব;
কিন্তু তার অবশিষ্ট অংশও আমাদের পরমেশ্বরেরই হবে,
যুদার মধ্যে সে গোত্র হয়ে উঠবে,
এবং এক্রোন হবে যেবুসীয়দের সদৃশ।
আমি নিজে আমার বাড়ির প্রহরীরূপে দাঁড়াব
যাতায়াত করে যারা, তাদের প্রতিরোধ করার জন্য;
কোন অত্যাচারী তার মধ্যে আর পা বাড়াবে না,
কারণ আমি নিজের চোখেই লক্ষ রাখছি।

সিয়োন কন্যা, মহা উল্লাসে মেতে ওঠ;
সানন্দে চিৎকার কর, যেরুসালেম কন্যা।
এই দেখ! তোমার রাজা তোমার কাছে আসছেন।
তিনি ধর্মময়, তিনি বিজয়ভূষিত।
তিনি বিনম্র, একটা গাধার পিঠে আসীন,
একটা বাচ্চা, গাধীর একটা বাচ্চারই পিঠে আসীন।
তিনি এফ্রাইম থেকে যত রথ,
ও যেরুসালেম থেকে যত রণ-অশ্ব বাতিল করে দেবেন,

রণ-ধনুকও বাতিল করা হবে;
তিনি সর্বদেশের কাছে বলবেন 'শান্তি!'
তাঁর কর্তৃত্ব এক সাগর থেকে অন্য সাগরে,
মহানদী থেকে পৃথিবীর প্রান্তসীমায় ব্যাপ্ত হবে।
আর তোমার বিষয়ে আমি বলছি:
তোমার সন্ধির রক্তের খাতিরে
আমি তোমার বন্দিদের জলহীন সেই কুয়ো থেকে মুক্ত করব।
হে আশায় ভরা বন্দিসকল, দৃঢ়দুর্গে ফিরে এসো,
আজই আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি:
আমি তোমাদের দ্বিগুণ প্রতিদান দেব;
কারণ আমি যুদাকে টেনে নিয়েছি আমার নিজের ধনুকরূপে,
এফ্রাইমকে ছিলায় লাগিয়েছি তীরেরই মত;
আমি তোমার সন্তানদের, হে সিয়োন,
তোমার সন্তানদেরই বিরুদ্ধে, হে যাবান, উত্তেজিত করেছি,
তোমাকে করেছি বীরের খড়্গের মত!
তখন প্রভু তাদের উপরে দেখা দেবেন,
তাঁর তীর বিদ্যুতের মত চারদিকে ছুটাছুটি করবে;
স্বয়ং প্রভু পরমেশ্বর তুরি বাজাবেন,
দক্ষিণা ঝড়ো-বাতাসের মধ্যে এগিয়ে আসবেন।
সেনাবাহিনীর প্রভু তাদের রক্ষা করবেন;
তারা সবই গ্রাস করবে,
ফিঙের পাথরগুলি পায়ের নিচে মাড়িয়ে দেবে;
আঙুররসের মত রক্ত পান করবে,
ভরে উঠবে বড় পূর্ণ বাটির মত,
বেদির শৃঙ্গগুলোর মত।
সেইদিন তাদের পরমেশ্বর প্রভু তাদের সকলকে
নিজের জনগণ রূপে মেষপালেরই মত বিজয়ভূষিত করবেন,
হ্যাঁ, তাঁর দেশের মাটির উপরে
মুকুটের রত্নমণির মতই হবে তাদের উজ্জ্বল উদ্ভাস!
আহা, কেমন মঙ্গল, কেমন শোভা!
গম যুবকদের, ও নতুন আঙুররস যুবতীদের সতেজ করে তুলবে।

তোমরা বসন্তকালেই প্রভুর কাছে বর্ষা যাচ্‌না কর;
প্রভুই তো মেঘপুঞ্জ গড়ে তোলেন।
তিনি প্রচুর বৃষ্টি মঞ্জুর করেন,
প্রত্যেকজনের জমিতে ঘাস দান করেন।
যেহেতু গৃহদেবতারা অসার কথা বলে,
মন্ত্রপাঠকেরা মায়া-দর্শন পায়,
মিথ্যা স্বপ্নের কথা বলে,
অসার সান্ত্বনা দেয়,
সেজন্যই লোকেরা মেষপালের মত উদ্দেশবিহীন ভাবে ঘুরে বেড়ায়,
পালক না থাকায় তারা দুঃখার্ত।

শ্লোক জাখা ৯:৯; যোহন ১২:১৪

℟ এই দেখ! তোমার রাজা তোমার কাছে আসছেন। তিনি ধর্মময়, তিনি বিজয়ভূষিত। তিনি বিনম্র, একটা গাধার পিঠে আসীন, একটা বাচ্চা, গাধীর একটা বাচ্চারই পিঠে আসীন।
℣ সিয়োন কন্যা, মহা উল্লাসে মেতে ওঠ; সানন্দে চিৎকার কর, যেরুসালেম কন্যা।
℟ যীশু একটা গাধার বাচ্চা খুঁজে পেয়ে তার পিঠে আসন নিলেন, যেমনটি লেখা আছে:
℣ সিয়োন কন্যা, মহা উল্লাসে মেতে ওঠ; সানন্দে চিৎকার কর, যেরুসালেম কন্যা।

দ্বিতীয় পাঠ - ক্রীতের ধর্মপাল সাধু আন্দ্রিয়ের উপদেশাবলি **তালপত্র, উপদেশ ৯**

এই দেখ! তোমার রাজা তোমার কাছে আসছেন: তিনি ধর্মময়, তিনি ত্রাণকর্তা

এসো, আমরাও বারবার খ্রীষ্টকে বলি: *যিনি প্রভুর নামে আসছেন, তিনি ধন্য, তিনি ইস্রায়েলের রাজা!* এসো, ক্রুশ থেকে ধ্বনিত সেই শেষ বাণী খেজুর পাতাই যেন তাঁর দিকে উত্তোলন করি। আনন্দের সঙ্গে তাঁর অনুসরণ করে, এসো, খেজুর পাতা দ্বারা নয়, আমাদের পারস্পরিক দয়াধর্ম দ্বারাই তাঁর গৌরবগান করি।

এসো, তাঁর গমনের জন্য চাদরের মতই যেন আমাদের ইচ্ছা-অভিলাষ পেতে দিই, যেন আমাদের অন্তরে পদার্পণ করে তিনি আমাদের হৃদয়ে সম্পূর্ণরূপেই উপস্থিত হন ও আমাদের নিজেতে সম্পূর্ণরূপেই রূপান্তরিত করে আমাদের অন্তরে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করেন। এসো, সিয়োনকে নবীর এই বাণী ঘোষণা করি: *সিয়োন কন্যা, ভয় করো না। এই দেখ! তোমার রাজা তোমার কাছে আসছেন, তিনি বিনম্র, একটা গাধার পিঠে আসীন।*

যিনি সর্বস্থানে বিদ্যমান ও সমস্ত কিছু পরিপূর্ণ করেন, তিনি তোমার মধ্যে সকলের পরিত্রাণ সাধন করার জন্যই আসছেন। যিনি *ধার্মিকদের নয়, পাপীদেরই মনপরিবর্তনের দিকে আহ্বান করতে* এসেছেন, তিনি কুপথ থেকে তাদের ডাকতে আসছেন। সুতরাং ভয় করো না। তোমার অন্তঃস্থলে ঈশ্বর আছেন, তুমি টলমল হবে না। যিনি স্বহস্তে তোমার প্রাচীর চিহ্নিত করলেন, হাত বাড়িয়ে তাঁকে বরণ কর।

যিনি স্বহস্তে তোমার ভিত স্থাপন করলেন, তাঁকে বরণ কর। যিনি পাপ ব্যতীত আমাদের স্বরূপের সমস্ত কিছুই নিজের মধ্যে আপন করে ধারণ করলেন, তাঁকে বরণ কর। হে মাতৃনগরী সিয়োন, আনন্দ কর, ভয় করো না: *তোমার সমস্ত পর্বোৎসব পালন কর।* যিনি আমাদের কাছে আসছেন, তাঁর দয়ার জন্য তাঁকে গৌরবান্বিত কর। হে যেরুসালেম কন্যা, তুমিও মহা আনন্দ কর, গুণকীর্তন কর, মেতে ওঠ। এসো, ইসাইয়ার সঙ্গে আমরাও চিৎকার করে বলে উঠি, *ওঠ, আলোমণ্ডিতা হও, কারণ তোমার আলো আসছে, তোমার উপর প্রভুর গৌরব উদিত হল।*

কোন্ আলো? সেই আলো, যে আলো সেই সমস্ত মানুষকে উদ্ভাসিত করে, যারা জগতে প্রবেশ করে। আমি বলছি, এমন আলো যা সনাতন, অনাদিকালীন সেই আলো যা কালের শেষ সীমায় আবির্ভূত হল, যে আলো মাংসে প্রকাশিত কিন্তু প্রকৃতির কাছে গুপ্ত, সেই আলো যা রাখালদের ঘিরে রাখল ও হল পণ্ডিতদের পথ-দিশারী। সেই আলো যা আদিতে জগতে ছিল, যা দ্বারা জগৎ গড়ে উঠল, জগৎ কিন্তু যাকে চিনল না; সেই আলো যা আপনজনদের মাঝে এল, তার আপনজনেরা কিন্তু যাকে গ্রহণ করল না।

'প্রভুর গৌরব,' কিন্তু কোন্ গৌরব? অবশ্যই সেই ক্রুশ যার উপরে যিনি পিতার গৌরবের প্রভা, সেই খ্রীষ্ট গৌরবান্বিত হলেন, যেভাবে যন্ত্রণাভোগের প্রারম্ভে তিনি নিজে বলেছিলেন: *এখন মানবপুত্র গৌরবান্বিত হলেন, ও ঈশ্বর তাঁর মধ্যে গৌরবান্বিত হলেন, তাঁকে এখনই গৌরবান্বিত করবেন।* এ পদে তিনি নিজের ক্রুশোত্তোলনকে গৌরব বলে অভিহিত করেন। বাস্তবিকই ক্রুশ হল খ্রীষ্টের গৌরব, ও মহিমায় তাঁর চরম উত্তোলন। এজন্যই তিনি বলেছিলেন, *আমাকে যখন ভূলোক থেকে উত্তোলন করা হবে, তখন সকলকে নিজের কাছে আকর্ষণ করব।*

শ্লোক সাম ১১৮:২৬,২৭,২৩

℟ যিনি প্রভুর নামে আসছেন, তিনি ধন্য;

ধ্ব প্রভুই ঈশ্বর, তিনিই আমাদের আলো।
প্স এ কাজ স্বয়ং প্রভুরই কাজ, আমাদের দৃষ্টিতে তা আশ্চর্যময়।
ধ্ব প্রভুই ঈশ্বর, তিনিই আমাদের আলো।

বুধবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ রাজা ৬:২৪-২৫,৩২–৭:১৬

অবরোধ থেকে সামারিয়ার অলৌকিক মুক্তিলাভ

[ইস্রায়েল থেকে চলে যাওয়ার পর] আরাম-রাজ বেন্‌-হাদাদ তাঁর সমস্ত সৈন্যদল জড় করে রণ-অভিযানে বেরিয়ে পড়ে সামারিয়া অবরোধ করলেন। সামারিয়ায় অসাধারণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিচ্ছিল; আর অবরোধ এত কঠোর ছিল যে, শেষে একটা গাধার মাথার দাম ছিল আশি রুপোর টাকা, এবং এক পোয়া বুনো পিঁয়াজের দাম ছিল পাঁচ রুপোর টাকা।

সেসময় এলিসেয় নিজের বাড়িতে বসে ছিলেন; তাঁর সঙ্গে প্রবীণেরাও বসে ছিলেন। রাজা আগে আগে একজন লোক পাঠালেন; দূত আসবার আগে এলিসেয় প্রবীণদের বললেন, 'দেখেছ? সেই খুনীর সন্তান আমার মাথা কেটে ফেলার হুকুম দিয়েছে! সাবধান, সেই দূত এলে দরজা বন্ধ কর; তার সামনে দরজা আটকে রাখ! তার পিছনে কি তার প্রভুর পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে না?' তিনি তখন কথা বলছেন, এমন সময় রাজা নিজেই তাঁর কাছে এসে পৌঁছলেন; এলিসেয়কে তিনি বললেন, 'এই অমঙ্গল নিশ্চয়ই প্রভুর কাছ থেকে আসছে। আমি প্রভুতে আর প্রত্যাশা রাখব কেন?'

এলিসেয় বললেন, 'তোমরা প্রভুর বাণী শোন। প্রভু একথা বলছেন: আগামীকাল ঠিক এই সময়ে সামারিয়ার নগরদ্বারে পাঁচ কিলো ময়দা দশ টাকা ও পাঁচ কিলো যব দশ টাকায় বিক্রি হবে!' কিন্তু রাজা যে অশ্বপালের বাহুতে ভর করছিলেন, সে প্রতিবাদ করে পরমেশ্বরের মানুষকে বলল, 'অবশ্য, প্রভু না কি আকাশের জানালাগুলো খুলে দিচ্ছেন! এমন কিছু কি হতে পারবে?' তিনি বললেন, 'দেখ, তুমি নিজের চোখে তা দেখতে পাবে, কিন্তু তার কিছুই খেতে পারবে না!'

সেসময় নগরদ্বারের সামনে সংক্রামক চর্মরোগে আক্রান্ত চারজন লোক ছিল। তারা নিজেদের মধ্যে বলছিল, 'আমরা এখানে বসে বসে মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকব কেন? যদি বলি, শহরের ভিতরে যাব, কৈ, শহরের মধ্যে দুর্ভিক্ষ আছে, সেখানে মরব। যদি এখানে বসে থাকি, তবুও মরব। তাহলে, এসো, আমরা আরামীয়দের শিবিরে যাই; তারা আমাদের বাঁচায় তো বাঁচব, মেরে ফেলে তো মরব!' তাই তারা আরামীয়দের শিবিরে যাবার জন্য সন্ধ্যায় রওনা হল। যখন তারা আরামীয়দের শিবিরের সীমানায় এসে পৌঁছল, তখন দেখ, সেখানে কেউ নেই! কেননা প্রভু আরামীয়দের সৈন্যদলকে রথ ও ঘোড়ার শব্দ শুনিয়েছিলেন, বিপুল সৈন্যদলের শব্দও শুনিয়েছিলেন; তাই তারা একে অপরকে বলেছিল, 'দেখ, আমাদের আক্রমণ করার জন্য ইস্রায়েলের রাজা আমাদের বিরুদ্ধে হিত্তীয়দের রাজাদের ও মিশরীয়দের রাজাদের ভাড়া করেছে।' তাই তারা সন্ধ্যাবেলায় পালিয়ে গেছিল; তাদের তাঁবু, ঘোড়া, গাধা, সব শিবিরটাই যেমনটি ছিল, তা সেই অবস্থায় ছেড়ে নিজেদের বাঁচাবার জন্য পালিয়ে গেছিল।

সেই চর্মরোগীরা শিবিরের শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছে একটা তাঁবুর মধ্যে গেল, এবং খাওয়া-দাওয়া করার পর সেখান থেকে রুপো, সোনা ও যত পোশাক লুট করে নিয়ে তা লুকোতে গেল; পরে আবার সেখানে গিয়ে আর এক তাঁবুর মধ্যে গেল এবং সেখান থেকেও সবকিছু লুট করে নিয়ে লুকোতে গেল।

তারা একে অপরকে বলল, 'আমাদের এ ব্যবহার ভাল নয়; আজ তো শুভসংবাদের দিন, অথচ আমরা চুপ করে আছি। কাল ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করলে আমাদের উপরে শাস্তিও নেমে আসতে পারে। এসো, এখনই

শহরের ভিতরে গিয়ে রাজপ্রাসাদে খবরটা দিয়ে যাই।’ তারা গিয়ে শহরের দ্বাররক্ষকদের ডেকে তাদের এই সংবাদ দিল, ‘আমরা আরামীয়দের শিবিরে গিয়েছি; আর দেখ, সেখানে কেউ নেই, কোন মানুষের শব্দও নেই। শুধু ঘোড়াগুলো ও গাধাগুলোই সেখানে বাঁধা, আর তাঁবুগুলো যেমনটি ছিল, সেই অবস্থায় পড়ে আছে।’ তখন দ্বাররক্ষকেরা চিৎকার করল আর সংবাদটা রাজপ্রাসাদের মধ্যে দেওয়া হল।

রাজা রাতে উঠে তাঁর সেনানায়কদের বললেন, ‘আরামীয়েরা আমাদের প্রতি কী করেছে, আমি তা তোমাদের বলি: আমরা যে ক্ষুধার্ত, একথা জেনে তারা খোলা মাঠে লুকিয়ে থাকবার জন্য শিবির থেকে বাইরে গেছে; তারা ভাবছে, ওরা শহর থেকে বেরিয়ে গেলেই আমরা ওদের জিয়ন্তই ধরব, তারপর শহরের মধ্যে প্রবেশ করব।’

তাঁর সেনানায়কদের একজন উত্তরে বলল, ‘তবে শহরে যত ঘোড়া বেঁচে রয়েছে, সেগুলির মধ্যে পাঁচটা নেওয়া হোক; যাই ঘটুক না কেন, ইস্রায়েলের এই বাকি লোকদের যে দশা হবে, ঘোড়াদের একই দশা হবে। তাই আসুন, ওদের পাঠিয়ে দেখি।’ তখন তারা ঘোড়া সহ দু’টো রথ নিল; রাজা এই বলে তাদের আরামীয়দের সৈন্যদলের পিছু পিছু পাঠালেন, ‘দেখে এসো।’ তারা ওদের পিছু পিছু যর্দন পর্যন্ত গেল, আর দেখ, আরামীয়েরা ভয়ে যা কিছু ফেলে গেছিল, সেই সমস্ত কাপড়-চোপড়ে ও জিনিসপত্রে সমস্ত পথ ভরা। দূতেরা ফিরে এসে রাজাকে খবর দিল।

তখন সকলে বেরিয়ে পড়ে আরামীয়দের শিবির লুট করল; আর পাঁচ কিলো ময়দা দশ টাকা ও পাঁচ কিলো যবও দশ টাকায় বিক্রি হল, ঠিক যেমনটি প্রভু বলে গেছিলেন।

শ্লোক ২ রাজা ৭:২; মার্ক ১১:২৩

প্‌ রাজার অশ্বপাল এলিসেয়কে প্রতিবাদ করে বলল, এমন কিছু কি হতে পারবে? তিনি বললেন:
উ‌ তুমি নিজের চোখে তা দেখতে পাবে।
প্‌ যে কেউ মনে মনে সন্দেহ না করে, কিন্তু বিশ্বাস করে যে, সে যা বলে তা ঘটবেই, তবে তার জন্য তা-ই হবে।
উ‌ তুমি নিজের চোখে তা দেখতে পাবে।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি **গির্জা-প্রতিষ্ঠা, উপদেশ ২:১,২,৩**

সিয়োন, তোমার মিলনকক্ষ অলঙ্কৃত কর
কারণ প্রভু তোমাতে প্রসন্ন হলেন

একসময়ে গৌরবময় রাজা ও প্রভুর নবী সেই ধন্য দাউদ ধর্মসম্মত একপ্রকার চিন্তায় ভাবাপন্ন হতে লাগলেন একথা ভেবে যে, নিজে যখন রাজার উপযুক্ত গৃহে বাস করছিলেন, প্রভুর তখনও পৃথিবীতে স্থায়ী একটা আবাস ছিল না। ভ্রাতৃগণ, আমাদের পক্ষেও এবিষয়ে উপযুক্ত চিন্তা-ভাবনা করা ও দৃঢ়তার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। কেননা নবীর সঙ্কল্প নিয়ে প্রভু প্রীত হলেও তবু তার বাস্তবায়নের দায়িত্ব সলোমনকে আরোপ করা হয়েছিল।

প্রাণ, তুমিও তো এমন উৎকৃষ্ট আবাসে বাস কর যা প্রভু নিজেই তোমার জন্য প্রস্তুত করলেন। আহা, ধন্য, পরমধন্যই সেই প্রাণ যে বলতে পারে, *আমরা তো জানি, আমাদের পার্থিব দেহ-আবাসের তাঁবু যখন গুটিয়ে নেওয়া হবে, তখন আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে একটা আবাস পাব—এমন আবাস যা কারও হাতে তৈরী নয় বরং চিরস্থায়ী, যা স্বর্গলোকেই অবস্থিত।* অতএব, হে প্রাণ, ঘুম নামতে দিয়ো না তোমার চোখে, তন্দ্রাচ্ছন্ন হতে দিয়ো না তোমার চোখের পাতা, যতক্ষণ না খুঁজে পাও প্রভুর জন্য একটি স্থান, যাকোবের শক্তিমানের জন্য একটি আবাস।

ভ্রাতৃগণ, এবিষয়ে আমাদের কী চিন্তা? তেমন আবাসের জন্য আমরা স্থান কোথায় পাব, ও তার নির্মাণকর্তা কে হবে? দৃশ্য মন্দির আমাদের গ্রহণ করার উদ্দেশ্যেই গাঁথা হল, পরাৎপর কিন্তু মানুষের হাতে তৈরী গৃহে বসবাস করেন না। যিনি বলেছেন, *আকাশ ও পৃথিবী কি আমাতে পরিপূর্ণ নয়?* তাঁর জন্য আমরা কেমন মন্দির

গাঁথতে পারব?

আমি অত্যন্ত অবসন্ন হতাম ও আমার অন্তর নিঃশেষিত হত যদি প্রভুকে না শুনতাম যিনি বললেন, আমি ও আমার পিতা *তার কাছে আসব ও তার কাছে করব আমাদের নিজেদের বাসস্থান।*

এবার আমি জানি কোথায় তাঁর জন্য বসবাসের মত একটা স্থান প্রস্তুত করতে পারি, কারণ কেবল তাঁর প্রতিমূর্তিই তাঁকে ধারণক্ষমতা রাখে। তাঁর প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট হওয়ায় প্রাণেরই তেমন ধারণক্ষমতা আছে।

সুতরাং, সিয়োন, তোমার মিলনকক্ষ অলঙ্কৃত করতে তৎপর হও, *কারণ প্রভু তোমাতে প্রীত হবেন, ও তোমার দেশ এক বর পাবে। মহোল্লাসে মেতে ওঠ, সিয়োন কন্যা:* তোমার ঈশ্বর তোমাতেই বসবাস করতে আসবেন। এজন্য, ভ্রাতৃগণ, এসো, গভীর মনোবাঞ্ছা ও উপযুক্ত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমাদের অন্তরে প্রভুর জন্য আবাস নির্মাণ করায় রত থাকি।

সর্বাপেক্ষা এবিষয়েই তৎপর হতে হবে, তিনি যেন প্রথম আমাদের নিজ নিজ অন্তরে, তারপরে আমাদের সকলেরও মাঝে বসবাস করেন, কারণ তিনি কাউকেই ফিরিয়ে দেন না, ব্যক্তিগতভাবে যে তাঁর কাছে যায়, তাকেও নয়, লোকের ভিড়ও নয়। এ কথায়ও যথেষ্ট সচেতন হওয়া চাই, কেউই যেন নিজের অন্তরে বিভক্ত না হয়, কারণ *বিবাদে বিভক্ত যে কোন রাজ্যের উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী।* খ্রীষ্টও এমন স্থানে প্রবেশ করবেন না, যে স্থানের দেওয়াল হেলে পড়া ও প্রাচীর পতিত প্রায়।

শ্লোক লেবীয় ২৬:১১,১২; ২ করি ৬:১৬

প্র আমি তোমাদের মাঝে আমার আপন আবাস স্থাপন করব, আমার প্রাণ তোমাদের কখনও ফিরিয়ে দেবে না।
উ আমি তোমাদের মাঝে হেঁটে চলব, হব তোমাদের আপন পরমেশ্বর আর তোমরা হবে আমার আপন জনগণ।
প্র আমরাই জীবনময় ঈশ্বরের মন্দির। ঈশ্বর নিজেই তো বলেছেন:
উ আমি তোমাদের মাঝে হেঁটে চলব, হব তোমাদের আপন পরমেশ্বর আর তোমরা হবে আমার আপন জনগণ।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - জাখা ১০:৩–১১:৩

ইস্রায়েলের মুক্তি ও প্রত্যাগমন

আমার ক্রোধ পালকদের উপরেই প্রজ্বলিত,
আমি ছাগদের উপরেই বর্ষণ করব প্রতিফল,
কারণ সেনাবাহিনীর প্রভু তাঁর আপন পাল সেই যুদাকুলকে দেখতে আসবেন,
তিনি তাকে যেন নিজের রণ-অশ্বের মত করবেন।
যুদা থেকেই উদ্ভূত হবে সংযোগপ্রস্তর ও তাঁবুর গোঁজ,
তা থেকেই রণ-ধনু,
তা থেকে সমস্ত জননায়ক;
তারা মিলে হবে এমন বীরের মত,
যারা যুদ্ধে পথের কাদা মাড়ায়;
তারা যুদ্ধ করবে, কারণ প্রভু তাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন,
আর তখন যত অশ্বারোহী লজ্জিত হয়ে পড়বে।
আমি যুদাকুলকে পরাক্রমী করব,
যোসেফকুলকে বিজয়ভূষিত করব;
তাদের আমি ফিরিয়ে আনব, কারণ তাদের স্নেহ করি;
তারা এমন হবে, যেন আমি তাদের কখনও ত্যাগ করিনি,

কারণ আমিই তাদের পরমেশ্বর প্রভু,
আর আমি তাদের সাড়া দেব।
এফ্রাইম হবে বীরযোদ্ধার মত,
তাদের হৃদয় যেন আঙুররসে মত্ত হয়ে আনন্দিত হবে,
তা দেখে তার সন্তানেরা আনন্দে মেতে উঠবে,
তাদের হৃদয় প্রভুতে উল্লাস করবে।
আমি শিস দিয়ে তাদের জড় করব,
কারণ তাদের মুক্তিকর্ম সাধন করলাম,
আর তারা যেমন বহুসংখ্যক ছিল, তেমনি বহুসংখ্যক হবে।
আমি জাতিসকলের মাঝে তাদের বিক্ষিপ্ত করব,
কিন্তু নানা দূর দেশে থাকলেও তারা আমাকে স্মরণ করবে,
তারা তাদের সন্তানদের উদ্বুদ্ধ করবে, পরে ফিরে আসবে।
আমি মিশর দেশ থেকে তাদের ফিরিয়ে আনব,
আসিরিয়া থেকে তাদের সংগ্রহ করব;
আমি গিলেয়াদ দেশে ও লেবাননে তাদের চালনা করব,
আর সেই স্থানও তাদের পক্ষে কুলোবে না।
তারা মিশরীয় সাগর পেরিয়ে যাবে,
তিনি সাগর-মাঝে আঘাত হানবেন,
তখন নীল নদীর যত গভীর স্থান শুষ্ক হবে।
আসিরিয়ার গর্ব খর্ব হবে,
মিশরের রাজদণ্ড দূর করা হবে।
আমি তাদের সকলকে প্রভুতেই পরাক্রমী করব,
আর তারা তাঁর নামে এগিয়ে চলবে—প্রভুর উক্তি।
হে লেবানন, তোমার তোরণদ্বার খুলে দাও,
আগুন গ্রাস করুক তোমার যত এরসগাছ।
হে দেবদারুগাছ, হাহাকার কর, কারণ এরসগাছ ভূপাতিত,
তরুরাজ সকল এখন বিধ্বস্ত।
হে বাশানের ওক্ গাছ, তোমরা হাহাকার কর,
কারণ ভূমিসাৎ হল অগম্য বন।
মেষপালদের হাহাকারের সুর!
বিধ্বস্ত হল তাদের গৌরব!
যুবসিংহদের গর্জনধ্বনি,
বিধ্বস্ত হল যর্দনের শোভা!

শ্লোক জাখা ১০:৬,৭; ইসা ২৮:৫

℣ আমি তাদের পরাক্রমী করব, স্বদেশে তাদের ফিরিয়ে আনব, কারণ তাদের স্নেহ করি: আমিই তাদের পরমেশ্বর প্রভু:

℟ তখন তাদের হৃদয় প্রভুতে উল্লাস করবে।

℣ সেদিন সেনাবাহিনীর প্রভুই তাঁর আপন জনগণের অবশিষ্টাংশের জন্য হবেন মহিমময় মুকুট ও জ্যোতির্ময় শিরোভূষণ;

℟ তখন তাদের হৃদয় প্রভুতে উল্লাস করবে।

ধার্মিকজন প্রভুতে আনন্দ করবে

ধার্মিকজন প্রভুতে আনন্দ করবে, প্রভুতে আশ্রয় নেবে; সরলহৃদয় সকল মানুষ উৎফুল্ল হবে। একথা আমরা কণ্ঠে শুধু নয়, হৃদয় দিয়েও গান করেছি। একথা খ্রীষ্টপন্থী বিবেক ও জিহ্বাও ঈশ্বরের প্রতি উচ্চারণ করেছে: *ধার্মিকজন* এসংসারে নয়, *প্রভুতেই আনন্দ করবে।* অন্যত্র তিনি বলেন, *ধার্মিকের জন্য এখন আলোর উদয়, সরলহৃদয়ের জন্য আনন্দের আবির্ভাব।* হয় তো তুমি জিজ্ঞাসা করছ, তেমন আনন্দ কোথা থেকে আসে; তাহলে এবাণী শোন: *ধার্মিকজন প্রভুতে আনন্দ করুক,* এবং অন্যত্র লেখা আছে, *প্রভুতে আনন্দ কর, তিনি তোমার মনোবাঞ্ছা পূরণ করবেন।*

আমাদের কী আদেশ দেওয়া হয়? আমাদের কী দান করা হয়? কী আজ্ঞা করা হয়? কী দেওয়া হয়? আমরা যেন প্রভুতে আনন্দ করি। কিন্তু কে তাতেই আনন্দ করবে, সে যা দেখতে পায় না? নাকি আমরা প্রভুকে দেখতে পাচ্ছি? তা তো কেবল প্রতিশ্রুতিরই বস্তু। এখন আমরা তো শুধু *বিশ্বাসে চলি, আর যতদিন এই দেহে বাস করি ততদিন প্রভুর কাছ থেকে প্রবাসী আছি।* বিশ্বাসেই চলি, প্রত্যক্ষ দর্শনে নয়। তবে আমরা কবে প্রত্যক্ষ দর্শনেই চলব? তখনই দর্শনে চলব, যখন যোহনের এবাণী পূর্ণতা লাভ করবে: *প্রিয়তমেরা, আমরা ঈশ্বরের সন্তান; আর কী যে হয়ে উঠব, এখনও তা প্রকাশিত হয়নি। আমরা জানি, প্রকাশিত হলে আমরা তাঁর সদৃশ হব, কারণ তাঁকে দেখতে পাব যেরূপে তিনি আছেন।* তবেই আমরা মহা ও নিখুঁত আনন্দ লাভ করব, তবেই পূর্ণ সুখ পাব, কারণ সেখানে আমরা শিশুর মত প্রত্যাশার দুধ আর চুষে খাব না, কিন্তু যা বাস্তব তা আমাদের পরিপুষ্ট করবে। তথাপি সেই বাস্তবতা আমাদের কাছে না আসা পর্যন্ত, আমরা নিজেরাই তেমন বাস্তবতার নাগাল না পাওয়া পর্যন্ত, এসো, ততক্ষণ আমরা প্রভুতে আনন্দ করি। কেননা যে প্রত্যাশার পরে বাস্তবতা আসবে, সেই প্রত্যাশার আনন্দ তত সামান্য নয়।

তাহলে আমরা প্রত্যাশায় ভালবাসি; এজন্যই শাস্ত্র বলে, *ধার্মিকজন প্রভুতে আনন্দ করুক।* আর যেহেতু ধার্মিকজন এখনও প্রত্যক্ষ দর্শন পায়নি, সেজন্য শাস্ত্র বলে চলে, *ধার্মিকজন প্রভুতে ভরসা রাখবে।*

তাই আমরা আত্মার প্রথমফসল পেয়ে গেছি, এমনকি, হয় তো কিছু বেশিও পেয়ে গেছি, কারণ যাঁকে ভালবাসি, তাঁর কাছাকাছি এগিয়ে চলছি, এবং একদিন আমাদের যা ব্যগ্রতার সঙ্গে খাওয়া ও পান করার কথা, ইতিমধ্যেই একপ্রকারে তার একটা পূর্বাভাস পাচ্ছি ও পূর্বাস্বাদন করছি।

তবু আমরা কেমন করে প্রভুতে আনন্দ করতে পারি, তিনি যখন আমাদের কাছ থেকে তত দূরে আছেন? কেমন কথা, তিনি তো দূরে নন! তুমিই তো এমনটি কর, তিনি যেন দূরে থাকেন। ভালবাস, তবেই তিনি কাছে আসবেন; ভালবাস, তবেই তিনি তোমার অন্তরে বাস করবেন। *প্রভু তো কাছেই এসে গেছেন; কোন বিষয়ে চিন্তিত হয়ো না।* তুমি কি দেখতে চাও, তাঁকে ভালবাসলে তিনি তোমার কত কাছে থাকবেন? *ঈশ্বর ভালবাসা।* তুমি কিন্তু সম্ভবত আমাকে জিজ্ঞাসা করবে: ভালবাসা কী? ভালবাসা এমন কিছু যা দ্বারা আমরা প্রেম করি। কী প্রেম করি? আমরা এমন মঙ্গল প্রেম করি, যা অবর্ণনীয়, যা উপকারী মঙ্গল—যে মঙ্গল সমস্ত মঙ্গলের স্রষ্টা। তিনিই হোন তোমার প্রীতি, কারণ যা কিছু তোমার প্রীতির বস্তু, তা তাঁর কাছ থেকেই তুমি পেয়েছ। পাপের কথা আমি অবশ্য উল্লেখ করি না, কেননা পাপ সেই একমাত্র বস্তু যা তুমি তাঁর কাছ থেকে পাওনি। পাপ ছাড়া তোমার যা কিছু আছে, তা তুমি তাঁরই কাছ থেকে পেয়েছ।

শ্লোক

প্‌ যা দেখতে পার না, তা মনশ্চক্ষুতে দর্শন করার আগে, তুমি যা দেখতে পাও, তাই বিশ্বাস কর।
উ বিশ্বাসে চল, তবেই প্রত্যক্ষ দর্শন পেতে পারবে।
প্‌ সাধারণ পথে যদি বিশ্বাস তোমাকে প্রেরণা না দিয়ে থাকে, তাহলে মাতৃভূমিতেও তুমি প্রত্যক্ষ দর্শনলাভে ধন্য হবে না।
উ বিশ্বাসে চল, তবেই প্রত্যক্ষ দর্শন পেতে পারবে।

বৃহস্পতিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ রাজা ৯:১-১৬,২২-২৭

এলিসেয়ের এক শিষ্য দ্বারা রাজপদে অভিষিক্ত যেহু

নবী এলিসেয় নবী-সঙ্ঘের একজনকে ডেকে বললেন, 'কোমর বেঁধে এই তেলের শিশিটা হাতে নিয়ে রামোৎ-গিলেয়াদে যাও। সেখানে গিয়ে পৌঁছেই নিম্‌শির পৌত্র যোসাফাতের সন্তান যেহুর খোঁজ কর। তাঁর খোঁজ পেয়ে তাঁকে তাঁর বন্ধুদের মধ্য থেকে উঠিয়ে ভিতরের এক ঘরে নিয়ে যাও। তখন তেলের শিশিটা নিয়ে তাঁর মাথায় ঢেলে দিয়ে বলবে, প্রভু একথা বলছেন: আমি তোমাকে ইস্রায়েলের রাজারূপে অভিষিক্ত করলাম। তারপর দরজা খুলে তুমি দেরি না করেই পালিয়ে যাও।' যুবকটি রামোৎ-গিলেয়াদের দিকে রওনা হল। সে সেখানে গিয়ে পৌঁছলেই, দেখ, সেনাপতিরা একত্রে বসে আছেন। সে বলল, 'হে সেনাপতি, আপনার কাছে আমার একটা বাণী আছে।' যেহু বললেন, 'আমাদের সকলের মধ্যে কার্ কাছে?' সে উত্তর দিল, 'হে সেনাপতি, আপনারই কাছে।' যেহু উঠে ভিতরের একটা ঘরে গেলেন; যুবকটি এই বলে তাঁর মাথায় তেল ঢালল, 'ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন: আমি প্রভুর জনগণের উপরে, ইস্রায়েলের উপরেই, তোমাকে রাজপদে অভিষিক্ত করলাম। তুমি তোমার প্রভু আহাবের কুলকে ধ্বংস করবে; আর আমি আমার দাস সেই নবীদের ও প্রভুর সকল দাসের রক্তেরই প্রতিশোধ নেব, যা যেসাবেল ঝরিয়েছে। হ্যাঁ, আহাবের সমস্ত কুলের বিনাশ হবে; আমি আহাব-বংশের প্রতিটি পুরুষমানুষকে—ইস্রায়েলে তারা ক্রীতদাসই হোক বা স্বাধীন মানুষই হোক—তাদের সকলকেই নিশ্চিহ্ন করে দেব। আমি আহাবের কুলের দশা নেবাটের সন্তান যেরবোয়ামের কুলের দশার মত ও আহিয়ার সন্তান বায়াশার কুলের দশার মত করব। আর সেই যেসাবেল সম্বন্ধে, তাকে কুকুরে যেস্রেয়েলের খোলা মাঠে গ্রাস করবে; কেউই তাকে সমাধি দেবে না।' আর যুবকটি সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে পালিয়ে গেল।

যখন যেহু ফিরে এসে তাঁর প্রভুর সেনানায়কদের সামনে উপস্থিত হলেন, তখন তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'সব ঠিক আছে কি? ওই পাগলটা তোমার কাছে কিজন্য আসছিল?' তিনি উত্তরে বললেন, 'তোমরা তো লোকটাকে চেন, ও কি কি বলে, তাও জান।' কিন্তু তারা বলল, 'বাজে কথা! আসল ব্যাপারটা খুলে বল।' তিনি বললেন, 'ও আমাকে এই এই কথা বলল। ও বলল, প্রভু একথা বলছেন, আমি তোমাকে ইস্রায়েলের রাজারূপে অভিষিক্ত করলাম।' তখন সকলে যে যার পোশাক খুলে সিঁড়ির উপরে তাঁর পায়ের নিচে পেতে দিল, এবং তুরি বাজিয়ে বলে উঠল, 'যেহুই রাজা!'

নিম্‌শির পৌত্র যোসাফাতের সন্তান যেহু যোরামের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করলেন। (সেসময়ে যোরাম ও সমস্ত ইস্রায়েল আরাম-রাজ হাজায়েলের সামনে রামোৎ-গিলেয়াদ রক্ষা করেছিলেন; পরে, আরাম-রাজ হাজায়েলের বিরুদ্ধে যোরাম রাজা যুদ্ধ করার সময়ে আরামীয়েরা তাঁকে যে সকল আঘাত করেছিল, তা থেকে সুস্থতা লাভের জন্য তিনি যেস্রেয়েলে ফিরে গেছিলেন)। যেহু বললেন, 'তোমাদের এ অভিমত হলে, তবে যেস্রেয়েলে খবর দেবার জন্য কেউই যেন এই শহর ছেড়ে না যায়।' যেহু রথে চড়ে যেস্রেয়েলের দিকে রওনা হলেন, কারণ সেইখানে যোরাম অসুস্থ অবস্থায় শুয়ে ছিলেন, আর যোরামকে দেখতে যুদা-রাজ আহাজিয়া সেখানে গিয়েছিলেন।

যেহুকে দেখামাত্র যোরাম বললেন, 'যেহু, মঙ্গল কি?' তিনি উত্তর দিলেন, 'নিশ্চয়ই মঙ্গল, অন্তত ততদিন যতদিন না তোমার মা যেসাবেলের এত ব্যভিচার ও অসংখ্য মন্ত্রতন্ত্র থাকে!' তখন যোরাম পিছন ফিরে পালিয়ে গেলেন, আর সেইসঙ্গে আহাজিয়াকে বললেন, 'আহাজিয়া, বিশ্বাসঘাতকতা!' কিন্তু যেহু ইতিমধ্যে ধনুক টেনেছিলেন; তিনি যোরামের কাঁধ দু'টোর মধ্যস্থানে আঘাত করলেন; তীর তাঁর হৃদয় ভেদ করল, আর তিনি নিজের রথে লুটিয়ে পড়লেন। তখন যেহু তাঁর আপন অশ্বপাল বিদ্‌কারকে বললেন, 'ওকে তুলে নিয়ে যেস্রেয়েলীয় নাবোথের মাঠে ফেলে দাও; আমার একথা মনে পড়ে যে, একদিন তুমি ও আমি দু'জনে একই রথে চড়ে ওর পিতা আহাবের পিছনে চলছিলাম, এমন সময় প্রভু তাঁর বিরুদ্ধে এই বাণী দিয়েছিলেন: গতকাল

আমি কি নাবোথের রক্ত ও তার ছেলেদের রক্ত দেখিনি? প্রভুর উক্তি! এই একই মাঠেই আমি তোমাকে প্রতিফল দেব—প্রভুর উক্তি। তাই প্রভুর বাণীমত তুমি ওকে তুলে নিয়ে ওই মাঠে ফেলে দাও।' তা দে'খে যুদা-রাজ আহাজিয়া বেথ্-গানের পথ ধরে পালিয়ে গেলেন কিন্তু যেহু তাঁর পিছনে ধাওয়া করলেন; তিনি হুকুম দিলেন, 'ওকেও নামাও!' তারা ইব্‌লেয়ামের কাছাকাছি সেই গুরের চড়াই পথে তাঁকে তাঁর নিজের রথের মধ্যে আঘাত করল। তিনি মেগিদ্দোতে পালিয়ে গিয়ে সেখানে মারা গেলেন।

শ্লোক ২ রাজা ৯:১৩,১২; লুক ১৯:৩৬,৩৮

প্র সকলে যে যার পোশাক খুলে সিঁড়ির উপরে তাঁর পায়ের নিচে পেতে দিল, এবং তুরি বাজিয়ে বলে উঠল, যেহুই রাজা!

উ প্রভু এই কথা বলছেন, আমি তোমাকে ইস্রায়েলের রাজারূপে অভিষিক্ত করলাম।

প্র তিনি রওনা হলে লোকেরা নিজ নিজ চাদর পথে পেতে দিতে লাগল; তারা বলছিল: যিনি প্রভুর নামে আসছেন, যিনি রাজা, তিনি ধন্য।

উ প্রভু এই কথা বলছেন, আমি তোমাকে ইস্রায়েলের রাজারূপে অভিষিক্ত করলাম।

দ্বিতীয় পাঠ - মহাপ্রাণ সাধু বাসিলের উপদেশাবলি **উপদেশ ২০**

যে কেউ গর্ব করতে চায়, সে প্রভুতেই গর্ব করুক

প্রজ্ঞাবান নিজের প্রজ্ঞায় গর্ব না করুক, বলবান তার বলে গর্ব না করুক, ধনবান তার ধনে গর্ব না করুক; তাহলে কী নিয়ে মানুষ প্রকৃতপক্ষে গর্ব করবে? কিসেতেই মানুষ মহান? শাস্ত্রে বলে: যে কেউ গর্ব করতে চায়, সে এবিষয়েই গর্ব করুক যে, সে বুঝতে ও জানতে পেরেছে যে, আমিই প্রভু।

সুতরাং যা মহৎ, তা জানা, তা আঁকড়ে ধরা, ও গৌরবের প্রভুর কাছে গৌরব যাচ্‌না করা, এই তো মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব, এই তো তার গৌরব ও মহত্ত্ব। বাস্তবিকই প্রেরিতদূত একথা বলেন: *যে কেউ গর্ব করতে চায়, সে প্রভুতেই গর্ব করুক;* আর একথা তিনি সেই একই অধ্যায়ে বলেন, যে অধ্যায়ে এ কথাও আছে: *খ্রীষ্ট আমাদের জন্য হয়ে উঠেছেন ঈশ্বর থেকে আগত প্রজ্ঞা—অর্থাৎ ধর্মময়তা, পবিত্রতা ও মুক্তি, যেন যেমনটি লেখা আছে, যে কেউ গর্ব করতে চায়, সে যেন প্রভুতেই গর্ব করে।* মানুষ যখন নিজের ধর্মময়তা নিয়ে গর্ব করে না, বরং একথা জানে যে, প্রকৃত ধর্মময়তা থেকে সে বঞ্চিত, ও কেবল খ্রীষ্টবিশ্বাসেই সে ধর্মময়তা প্রাপ্ত, তখনই ঈশ্বরে খাঁটি ও প্রকৃত গর্ব করা উপস্থিত। আর ঠিক এতেই পল গর্ব করেন, কারণ তিনি নিজের ধর্মময়তা নিন্দা করেন, ও সেই ধর্মময়তারই অন্বেষণ করেন যা খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে প্রাপ্য, ঈশ্বর থেকেই আগত, তথা বিশ্বাসমূলকই যে ধর্মময়তা, যাতে তিনি তাঁকে, তাঁর পুনরুত্থানের পরাক্রম ও তাঁর দুঃখভোগের সহভাগিতা জানতে পারেন, ফলে যেন তাঁর মৃত্যুর সমরূপ হতে পারেন—কোন মতে যেন মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের অংশী হতে পারেন।

হে মানুষ, এখানেই তো অহঙ্কার সংক্রান্ত সমস্ত উচ্চভাবের পতন, কেননা গর্ব করার মত তোমার আর কিছুই নেই, কারণ তোমার গর্ব ও প্রত্যাশা তাঁরই মধ্যে অবস্থিত, যাতে যা কিছু তোমার, তা নত করে দিয়ে তুমি খ্রীষ্টে ভাবী জীবনেরই অন্বেষণ কর। আর যেহেতু তেমন জীবনের প্রথমফলগুলি আমরা ইতিমধ্যে পেয়েই গেছি, সেজন্য আমরা সেগুলিতে আছি, এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও মঙ্গলদানে সম্পূর্ণরূপে আবিষ্ট হয়ে জীবিত। *তিনি নিজেই আমাদের অন্তরে তাঁর মঙ্গলময় সঙ্কল্প অনুযায়ী ইচ্ছা ও কর্মক্ষমতা কার্যকারী করেন।* আর আমাদের গৌরবের জন্য সঞ্চিত যে প্রজ্ঞা, তাও ঈশ্বর নিজে পবিত্র আত্মা দ্বারা প্রকাশ করেন।

ঈশ্বর সমস্ত বিপদ থেকে আমাদের রক্ষা করে থাকেন, আর তাঁর যে রক্ষা পাই, তা আমাদের প্রত্যাশার অতীত! প্রেরিতদূত আরও বলেন, *আমরা নিজেদের অন্তরে এমন প্রাণদণ্ড বহন করছিলাম, যেন নিজেদের উপরে নির্ভর না করে সেই ঈশ্বরের উপরেই নির্ভর করতে শিখি, যিনি মৃতদের পুনরুত্থিত করে তোলেন। হ্যাঁ, তিনিই তেমন মৃত্যু থেকে আমাদের নিস্তার করেছেন ও নিস্তার করে থাকবেন, যেহেতু আমরা তাঁরই উপর এই প্রত্যাশা রেখেছি যে, ভবিষ্যতেও তিনি আমাদের নিস্তার করবেন।*

শ্লোক প্রজ্ঞা ১৫:৩; যোহন ১৭:৩

℟ তোমাকে জানা-ই সিদ্ধ ধর্মময়তা,

℣ তোমার প্রতাপ স্বীকার করা-ই অমরত্বের মূল।

℟ এটিই অনন্ত জীবন: তারা তোমাকে, অনন্য সত্যকার ঈশ্বরকে, এবং যাঁকে তুমি প্রেরণ করেছ, তাঁকে, সেই যীশুখ্রীষ্টকে জানবে।

℣ তোমার প্রতাপ স্বীকার করা-ই অমরত্বের মূল।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - জাখা ১১:৪–১২:৮

দুই পালকের রূপক-কাহিনী

আমার পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন, 'তুমি জবাইয়ের জন্য রাখা এই মেষপাল চরাও, ক্রেতারা অদণ্ডিত হয়ে যা বধ করে ও যার বিক্রেতারা প্রত্যেকে বলে, "ধন্য প্রভু, আমি ধনী হলাম;" এবং পালকেরা যার প্রতি দয়াটুকুও দেখায় না। আমিও দেশবাসীদের প্রতি দয়াটুকু দেখাব না—প্রভুর উক্তি। বরং দেখ, প্রতিটি মানুষকে যার যার প্রতিবেশীর কবলে ও তার রাজার কবলে তুলে দেব; তারা দেশকে চূর্ণ করবে, কিন্তু আমি তাদের কবল থেকে কাউকে উদ্ধার করব না।'

তাই আমি মেষের ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে সেই বধ্য মেষপালকে চরাতে লাগলাম। আমি দু'টো পাচনি নিলাম: তার একটার নাম মাধুরী, অন্যটার নাম মিলন রাখলাম, আর আমি নিজেই সেই মেষপালকে চরালাম। এক মাসের মধ্যে আমি তিনজন পালককে বাদ দিলাম; কিন্তু মেষগুলির প্রতি আমি অধৈর্য হলাম, মেষগুলিও আমাকে ঘৃণার চোখে দেখত। তখন আমি বললাম, 'আমি তোমাদের আর চরাব না; যার মরার কথা সে মরুক, যার উচ্ছিন্ন হওয়ার, সে উচ্ছিন্ন হোক; আর বাকিগুলো একটা অপরটাকে গ্রাস করুক।' পরে আমি 'মাধুরী' পাচনি নিয়ে তা দু' টুকরো করলাম, এভাবে সর্বজাতির সঙ্গে আমার সেই সন্ধি ভঙ্গ করলাম। যেদিন আমি তা ভেঙে ফেললাম, সেইদিন পালের ব্যবসায়ীরা—তারা আমার দিকে তাকিয়ে ছিল— বুঝতে পারল যে, এ প্রভুরই বাণী।

পরে আমি তাদের বললাম: 'তোমরা যদি ঠিক মনে কর, আমার মজুরি দাও; নইলে থাক্।' তাই আমার মজুরি হিসাবে তারা ত্রিশটা রুপোর শেকেল ওজন করে দিল। কিন্তু প্রভু আমাকে বললেন, 'তা ঢালাইকরের কাছে ফেলে দাও; ওদের গণনায় আমার যে মূল্য, তা সত্যিই বিলক্ষণ!' তাই আমি সেই ত্রিশটা রুপোর শেকেল প্রভুর মন্দিরে, ঢালাইকরের জন্য, ফেলে দিলাম। পরে 'মিলন' সেই দ্বিতীয় পাচনি দু' টুকরো করলাম, এভাবে যুদা ও ইস্রায়েলের ভ্রাতৃসম্পর্ক ভেঙে দিলাম।

পরে প্রভু আমাকে বললেন, 'এবার তুমি নির্বোধ এক মেষপালকের জিনিসপত্র নাও; কেননা দেখ, আমি দেশে এমন এক মেষপালকের উদ্ভব ঘটাতে যাচ্ছি, যে পথভ্রষ্ট মেষগুলির প্রতি চিন্তাটুকু করবে না, বিক্ষিপ্ত মেষগুলির খোঁজে বেড়াবে না, অসুস্থ মেষগুলিকে যত্ন করবে না, ক্ষুধার্ত মেষগুলিকে খেতে দেবে না; কিন্তু হৃষ্টপুষ্ট মেষগুলির মাংস খাবে, এমনকি তাদের ক্ষুরও ছিঁড়বে।

ধিক্ সেই জ্ঞানহীন পালককে, যে পাল ত্যাগ করে!
  তার বাহু ও ডান চোখের উপরে খড়্গ পড়ুক!
  তার বাহু সম্পূর্ণই নুলো হয়ে যাক,
  তার ডান চোখ সম্পূর্ণই অন্ধ হয়ে যাক!'

দৈববাণী। ইস্রায়েলের বিষয়ে প্রভুর বাণী। যিনি আকাশমণ্ডল বিছিয়ে দিলেন ও পৃথিবীর ভিত স্থাপন করলেন, যিনি মানুষের অন্তঃস্থলে আত্মা গড়ে তুললেন, সেই প্রভু একথা বলছেন: 'দেখ, আমি চারপাশের সকল জাতির পক্ষে যেরুসালেমকে এমন পানপাত্র করব যা মাথার টলন ঘটায়, এবং যেরুসালেমের অবরোধকালে যুদারও সঙ্কট হবে। সেইদিন আমি যেরুসালেমকে এমন পাথর করব যা জাগানো সর্বজাতির

পক্ষে অধিক ভারী হবে; যত লোক তা জাগাতে চেষ্টা করবে, তারা সকলে ক্ষতবিক্ষত হবে; তার বিরুদ্ধে পৃথিবীর সর্বজাতিকে জড় করা হবে। সেইদিন—প্রভুর উক্তি—আমি সমস্ত রণ-অশ্বকে স্তব্ধতায় ও সমস্ত অশ্বারোহীকে উন্মাদনে আহত করব; কিন্তু যুদাকুলের প্রতি আমার চোখ উন্মীলিত রাখব, সর্বদেশের রণ-অশ্বকে অন্ধতায় আহত করব। তখন যুদার নেতারা মনে মনে বলবে: "তাদের পরমেশ্বর সেনাবাহিনীর প্রভুতেই রয়েছে যেরুসালেমের অধিবাসীদের শক্তি!" সেইদিন আমি যুদার নেতাদের করব কাঠরাশির মধ্যে আগুনের আঙড়ার মত, আটির মধ্যে জ্বলন্ত মশালের মত; তারা ডান দিকে ও বাঁ দিকে চারদিকেরই সকল জাতিকে গ্রাস করবে। কেবল যেরুসালেমই তার নিজের জায়গায়—সেই যেরুসালেমেই—অক্ষুণ্ন থাকবে।

প্রভু সর্বপ্রথমে যুদার তাঁবুগুলি ত্রাণ করবেন, যেন দাউদকুলের কান্তি ও যেরুসালেম-অধিবাসীদের কান্তি যুদার চেয়ে বেশি বৃদ্ধি না পায়। সেইদিন প্রভু যেরুসালেম-অধিবাসীদের রক্ষা করবেন; আর তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে দুর্বল, সে হবে দাউদেরই মত, এবং দাউদকুল হবে পরমেশ্বরেরই মত, প্রভুর যে দূত তাদের অগ্রগামী, তাঁরই মত!'

শ্লোক জাখা ১১:১২,১৩; মথি ২৬:১৫

℣ আমার মজুরি হিসাবে তারা ত্রিশটা রুপোর শেকেল ওজন করে দিল:
℟ ওদের গণনায় আমার যে মূল্য, তা সত্যিই বিলক্ষণ!
℣ যুদা বললেন, আপনারা কত দিতে ইচ্ছুক? আমি তাঁকে আপনাদের হাতে তুলে দেব। তাঁরা তাঁকে ত্রিশটা রুপোর টাকা ওজন করে দিলেন।
℟ ওদের গণনায় আমার যে মূল্য, তা সত্যিই বিলক্ষণ!

দ্বিতীয় পাঠ - পরম গীতে নিস্যার ধর্মপাল সাধু গ্রেগরির ব্যাখ্যা **২য় অধ্যায়**

উত্তম পালকের কাছে প্রার্থনা

হে উত্তম পালক, তুমি যে নিজের কাঁধে সমস্ত মেষপাল বহন কর, কোথায় পাল চরাতে যাচ্ছ? কেননা সেই একমাত্র মেষ হল সেই সমস্ত মানবস্বরূপের প্রতীক যা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছ। তোমার বিশ্রামস্থান আমাকে দেখাও, পুষ্টিকর ও উত্তম তৃণভূমির কাছে আমাকে চালিত কর, আমাকে নাম ধরেই ডাক, যাতে তোমার মেষশাবক যে আমি তোমার কণ্ঠ শুনে অনন্ত জীবন পেতে পারি: *আমার প্রাণ যাকে ভালবাসে যে তুমি, আমাকে বল!* হ্যাঁ, আমি এভাবেই তোমাকে ডাকি, কারণ তোমার নাম সমস্ত নাম ও সমস্ত ধারণার ঊর্ধ্বে, ও বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণীদের গোটা বিশ্বও তেমন নাম উচ্চারণ করতে ও উপলব্ধি করতে সক্ষম নয়। সুতরাং, যে নামে তোমার মঙ্গলময়তা প্রকাশিত, তোমার সেই নাম হল তোমার প্রতি আমার প্রাণের ভালবাসার প্রতীক। বস্তুতই, আমি কেমন করে তোমাকে ভাল না বেসে পারব, যখন তুমি আমাকে এতই ভালবেসেছ? তুমি আমাকে এমনভাবেই ভালবেসেছ যে, তোমার চারণভূমির মেষপালের জন্য নিজের প্রাণ দিয়েছ। এ ভালবাসার চেয়ে বড় ভালবাসা সত্যিই কল্পনার অতীত। তুমি নিজের প্রাণের মূল্যেই আমার মুক্তি সাধন করেছ।

তাই আমাকে জানাও, তোমার আবাস কোথায়, আমি যেন এ পরিত্রাণদায়ী স্থানের খোঁজ পেয়ে স্বর্গীয় খাদ্যে পরিতৃপ্ত হতে পারি; কেননা সেই খাদ্য যে খায় না, সে অনন্ত জীবনে প্রবেশ করতে পারে না। এমনটি কর, আমি যেন ঠান্ডা জলের উৎসের ধারে ছুটে চলি, ও সেই ধারায় সেই স্বর্গীয় পানীয় পান করতে পারি যা তুমি পিপাসিতদের পান করাও। আমাকে এমনটি দাও, আমি যেন—বর্শার আঘাতে বিদীর্ণ তোমার বুকের উৎস থেকেই যেন—সেই জল পান করতে পারি। এই জল যে পান করে, তার পক্ষে এই জল এমন এক জলের উৎস হবে যা প্রবাহিত হবে অনন্ত জীবনের উদ্দেশে।

তুমি আমাকে এই চারণভূমিতে যেতে দিলে, তবে মধ্যাহ্নে আমাকে অবশ্যই বিশ্রাম করতে দেবে—তখন শান্তিতে নিদ্রাগত হয়ে আমি ছায়াবিহীন আলোতে বিশ্রাম করব। হ্যাঁ, যখন সূর্য মাঝপথেই পেরিয়ে আসে, তখন কোথাও ছায়ার লেশমাত্র থাকে না। যাদের তুমি খাদ্য দান করেছ, সেই দিনেই তুমি মধ্যাহ্নে তাদের বিশ্রাম করাবে যখন তোমার সন্তানদের নিজের সঙ্গে নিজের কক্ষে গ্রহণ করবে। কিন্তু তেমন মধ্যাহ্ন বিশ্রামের কেউই যোগ্য বলে গণ্য নয়, যদি না সে আলোর সন্তান ও দিনেরও সন্তান।

সান্ধ্য ও প্রাতঃ অন্ধকার থেকে, তথা অনিষ্টের সূত্রপাত থেকে শেষ পর্যন্ত যে নিজেকে দূরে রেখেছে, ধর্মময়তার সূর্য দ্বারা তাকেই আধ্যাত্মিক মধ্যাহ্নে রাখা হয়, যাতে সেই মধ্যাহ্নে বিশ্রাম করতে পারে।

তাই তুমি আমাকে শেখাও আমি কেমন করে বিশ্রাম করব ও চারণ করব; সেই মধ্যাহ্নের পথও আমাকে শেখাও, যাতে এমনটি না ঘটে যে, সত্য না জানাতে আমি তোমার হাতের চালনা থেকে সরে গিয়ে অন্য পালে যোগ দিই।

ঈশ্বর থেকে পাওয়া সৌন্দর্য বিষয়ে তৎপর হয়ে ও কেমন করে তার আনন্দ চিরস্থায়ী হতে পারে এমন বিষয় বুঝতে আকাঙ্ক্ষী হয়ে পরম গীতের সেই কনেই এ সমস্ত কথা উচ্চারণ করে।

শ্লোক সাম ২৭:৪,১৩; ফিলি ১:২১

প্র প্রভুর কাছে আমার শুধু এই যাচ্‌না—এইটুকু মাত্র অন্বেষণ করি—আমি প্রভুর গৃহে বাস করতে চাই আমার জীবনের সমস্ত দিন।
উ আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে—প্রভুর মঙ্গলময়তা দেখবই আমি জীবিতের দেশে।
প্র আমার পক্ষে জীবন খ্রীষ্ট, এবং মৃত্যু লাভ।
উ আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে—প্রভুর মঙ্গলময়তা দেখবই আমি জীবিতের দেশে।

শুক্রবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ রাজা ১১:১-২০

আথালিয়া ও যোয়াশ রাজা

আহাজিয়ার মাতা আথালিয়া যখন দেখলেন যে, তাঁর সন্তান মারা গেছেন, তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত রাজবংশকেই বধ করালেন। কিন্তু যোরাম রাজার কন্যা, আহাজিয়ার বোন যেহোশেবা, যাদের হত্যা করার কথা, তাদের মধ্য থেকে আহাজিয়ার সন্তান যোয়াশকে গোপনে সরিয়ে নিয়ে তাঁর ধাইমার সঙ্গে শয্যাগারে রাখলেন। এইভাবে তিনি তাঁকে আথালিয়ার হাত থেকে লুকিয়ে রাখলেন, আর রাজপুত্রকে হত্যা করা হল না। তিনি তাঁর সঙ্গে প্রভুর গৃহে ছ'বছর ধরে লুকিয়ে রইলেন; সেসময়ে আথালিয়াই দেশের উপরে রাজত্ব করছিলেন।

সপ্তম বর্ষে যেহোইয়াদা কারিয়া সৈন্যদলের ও রাজপ্রহরীদের শতপতিদের ডেকে পাঠিয়ে নিজের কাছে প্রভুর গৃহে আনালেন; প্রভুর গৃহে তাদের শপথ করিয়ে তিনি তাদের সঙ্গে একটা চুক্তি স্থির করলেন; তারপর রাজপুত্রকে তাদের দেখালেন। তিনি তাদের এই আজ্ঞা দিলেন, 'তোমরা একাজ করবে: তোমাদের মধ্যে যারা সাব্বাৎ দিনেই পাহারা দিতে আসবে, তাদের তিন ভাগের এক ভাগ রাজপ্রাসাদে, তিন ভাগের এক ভাগ শুরদ্বারে, এবং তিন ভাগের এক ভাগ সৈন্য-দ্বারে পাহারা দেবে; কিন্তু তোমরা মাস্‌সাহ্‌র বাড়িতে পাহারা দেবে, তোমাদের মধ্য থেকে বাকি দুই দল, অর্থাৎ যারা সাব্বাৎ দিনে পাহারা থেকে ছুটি পায়, তারা প্রভুর গৃহে পাহারা দেবে। তোমরা প্রত্যেকে যে যার অস্ত্র হাতে নিয়ে রাজাকে ঘিরে রাখবে, আর যে কেউ সৈন্যসারির ভিতরে আসবার চেষ্টা করবে, তাকে হত্যা করা হবে। রাজা বাইরে যান কিংবা ভিতরে আসুন, তোমরা সবসময়ই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকবে।'

যেহোইয়াদা যাজক যা কিছু করতে আজ্ঞা করেছিলেন, শতপতিরা সেইমত সবই করল। তাদের সৈন্যদের মধ্যে যারা সাব্বাৎ দিনে পাহারা দিতে আসে এবং যারা পাহারা থেকে ছুটি পায়, তাদের সকলকে সঙ্গে নিয়ে তারা যেহোইয়াদা যাজকের কাছে গেল। যাজক তখন দাউদ রাজার যে সমস্ত ঢাল ও বর্শা প্রভুর গৃহে রাখা ছিল, সেগুলিকে শতপতিদের হাতে দিলেন; আর প্রহরীরা যে যার অস্ত্র হাতে নিয়ে গৃহের দক্ষিণ মহল থেকে উত্তর মহল পর্যন্ত যজ্ঞবেদি ও গৃহের সামনে সারি বেঁধে রাজাকে চারপাশে ঘিরে রাখল। পরে যেহোইয়াদা রাজপুত্রকে বাইরে এনে তাঁর মাথায় মুকুট পরিয়ে দিলেন ও তাঁর হাতে রাজসনদ তুলে দিলেন: তাঁকে রাজা বলে ঘোষণা

করা হল ও অভিষিক্ত করা হল, এবং উপস্থিত সকলে হাততালি দিয়ে বলে উঠল, ‘রাজা দীর্ঘজীবী হোন!’

প্রহরীদের ও লোকদের কোলাহল শুনতে পেয়ে আথালিয়া প্রভুর গৃহের দিকে গেলেন। তিনি তাকালেন, আর দেখ, প্রথামত রাজা মঞ্চের উপরে দাঁড়িয়ে আছেন; সেনাপতিরা ও তুরিবাদকের দল রাজার দু'পাশে আছে; একই সময়ে দেশের সমস্ত লোক আনন্দে মেতে উঠছে ও তুরি বাজাচ্ছে। তখন নিজের পোশাক ছিঁড়ে ফেলে আথালিয়া চিৎকার করে বলে উঠলেন, ‘রাজদ্রোহ! রাজদ্রোহ!’ কিন্তু যেহোইয়াদা যাজক সৈন্যদলের অধিনায়কদের হুকুম দিলেন, ‘ওকে সৈন্যসারির মাঝখান দিয়ে বাইরে নিয়ে যাও, আর যে কেউ তার পিছনে যায়, তাকে খড়্গের আঘাতে প্রাণে মার।’ কেননা যাজক আগে থেকে বলে দিয়েছিলেন, যেন ওকে প্রভুর গৃহের মধ্যে হত্যা করা না হয়। তাই তারা আথালিয়াকে ধরল, আর যখন তিনি অশ্বদ্বারের পথ দিয়ে রাজপ্রাসাদে এসে পৌঁছলেন, তখন সেইখানে তাঁকে হত্যা করা হল।

যেহোইয়াদা তখন প্রভু, রাজা ও জনগণের মধ্যে এই সন্ধি সম্পাদন করলেন যে, তারা প্রভুর জনগণ হয়ে থাকবে; রাজা ও জনগণের মধ্যেও সন্ধি সম্পাদন করা হল। পরে দেশের সমস্ত লোক বায়াল-দেবের মন্দিরে গিয়ে তা ভেঙে ফেলল, তার যত যজ্ঞবেদি ও মূর্তি টুকরো টুকরো করে চুরমার করে দিল, এবং বায়াল-দেবের যাজক মাত্তানকে বেদিগুলোর সামনে মেরে ফেলল। যেহোইয়াদা যাজক প্রভুর গৃহে কয়েকজন প্রহরী মোতায়েন রাখলেন। তিনি কারিয়া সৈন্যদলের ও রাজপ্রহরীদের শতপতিদের এবং গোটা জনগণকে সঙ্গে নিলেন; তারা প্রভুর গৃহ থেকে রাজাকে নিয়ে সৈন্য-দ্বারের পথ দিয়ে রাজপ্রাসাদে গেল, সেখানে তিনি রাজাসনে আসন নিলেন; দেশের সমস্ত লোক আনন্দিত ছিল। শহর শান্ত থাকল; আর আথালিয়াকে খড়্গের আঘাতে রাজপ্রাসাদের মধ্যে হত্যা করা হল।

শ্লোক ২ বংশ ২৩:৩; যেরে ২৩:৫

প্র গোটা জনসমাবেশ পরমেশ্বরের গৃহে রাজার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করল। যেহোইয়াদা তাদের বললেন, ‘দেখ, ইনি রাজার পুত্র। তাঁকেই রাজত্ব করতে হবে,
উ যেমনটি প্রভু দাউদের সন্তানদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
প্র দেখ, এমন দিনগুলি আসছে—প্রভুর উক্তি—যখন আমি দাউদের জন্য ধর্মময় এক অঙ্কুর উৎপন্ন করব; তিনি প্রকৃত রাজারূপে রাজত্ব করবেন, হবেন সুবুদ্ধিসম্পন্ন,
উ যেমনটি প্রভু দাউদের সন্তানদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

দ্বিতীয় পাঠ - নিকোলাস কাবাসিলাস-লিখিত ‘খ্রীষ্টে জীবন’ **১ম পুস্তক**

আমি এজন্যই এসেছি, তোমরা যেন জীবন পেতে পার

প্রতীক ও দৃষ্টান্তগুলি যদি আকাঙ্ক্ষিত সুখ এনে দিয়ে থাকে, তাহলে স্বয়ং সত্য ও বাস্তবতা অর্থহীন। খ্রীষ্টের মৃত্যুতে শত্রুতা যে উচ্ছিন্ন হয়েছে, বিচ্ছিন্নতার সেই মধ্যবর্তী প্রাচীর যে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে, শান্তি ও ধর্মময়তা যে ত্রাণকর্তার সময়ে উদিত হয়েছে, এক কথায় এ ধরনের সকল ঘটনার আর কী অর্থ থাকত, যদি সেই বলিদানের আগেও মানুষ ধর্মময় ও ঈশ্বরের বন্ধু হত?

এ প্রসঙ্গে অন্য যুক্তি রয়েছে। সেসময়ে বিধানই ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষকে মিলিত করত, এখন কিন্তু বিশ্বাস, অনুগ্রহ ও এ গুণ দু'টোর সঙ্গে সম্পর্কিতই সেই সমস্ত বিষয়ই মানুষকে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত করে। একথা স্পষ্ট যে, সেসময়ে ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সহভাগিতা একপ্রকার দাসের সম্পর্কই ছিল, এখন কিন্তু দত্তকপুত্রত্ব ও বন্ধুত্বেই সেই সহভাগিতা প্রকাশিত। বাস্তবিকই বিধান দাসের বেলায়ই প্রযোজ্য, কিন্তু অনুগ্রহ, বিশ্বাস ও ভরসা বন্ধুদের ও সন্তানদেরই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। এ সমস্ত কিছু থেকে একথা স্পষ্টভাবেই ফুটে ওঠে যে, ত্রাণকর্তাই *মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত*, এবং খ্রীষ্ট পুনরুত্থিত অবস্থায় জীবনযাপন করতে শুরু করার আগে মৃতদের মধ্যে এমন কেউই ছিল না যে অমর জীবনের উদ্দেশে পুনরুত্থান করতে পারত। একই প্রকারে পবিত্রতা ও ধর্মময়তা ক্ষেত্রেও কেবল তিনিই অন্যান্য সকলের আগে দাঁড়ান। একথা পল তখনই ঘোষণা করেন, যখন বলেন যে খ্রীষ্ট আমাদের অগ্রগামী হয়ে পরম পবিত্রস্থানে প্রবেশ করেছেন। বস্তুতপক্ষে তিনি পিতার কাছে নিজেকে উৎসর্গ করার পরেই সেখানে প্রবেশ করেছেন, ও তাদেরও প্রবেশ করান যারা উৎসুক, অর্থাৎ যারা তাঁর সমাধির

সহভাগী হয়েছে—তাদের তাঁর মত মরতে হবে এমন নয়, তাদের কিন্তু দীক্ষাস্নানের প্রক্ষালনেই তাঁর মৃত্যুর আত্মিক সহভাগিতা করতে হবে, এবং তৈলাভিষিক্ত হলে পর স্বর্গীয় খাদ্যরূপে তাঁকেই গ্রহণ ক'রে যিনি মরলেন ও পুনরুত্থান করলেন, পবিত্র ভোজে সেই মৃত্যুর কথা ঘোষণা করবে। এভাবে তিনি এ সমস্ত দরজার মধ্য দিয়েই যেন ঐশরাজ্যে তাদের প্রবেশ করিয়ে মুকুটভূষিতও করেন।

পরমদেশের দরজাগুলোর তুলনায় এগুলো অধিক উপকারী ও পূজনীয়। কেননা সেগুলো কেবল তাদেরই জন্য খোলা ছিল যারা আগেই প্রবেশ করেছিল, আবার কেবল তাদেরই বেরিয়ে যেতে দিত যারা ইতিমধ্যে ভিতরে ছিল; কিন্তু সেই প্রথম দরজাগুলো বন্ধ হলেও তবু এ নতুনগুলো কেবল গ্রহণই করে, আর কাউকে বেরিয়ে যেতে দেয় না। সেই দরজাগুলো একসময় বন্ধ করা যেতে পারল ও একবার বন্ধ হলে বন্ধ হয়ে থাকল; কিন্তু এগুলোর উপরের পরদা সম্পূর্ণরূপে ছিঁড়ে ফেলা হল ও বিচ্ছেদের সেই প্রাচীর নামিয়ে দেওয়া হল: ধ্বংসাবশেষ পুনর্নির্মাণ করা বা সেই দরজাগুলো পুনরায় বানানো আর সম্ভব নয়, উর্ধ্ব ও নিম্ন জগৎ দু'টোকেও বিচ্ছেদের প্রাচীর দ্বারা বিভক্ত করা আর সম্ভব নয়। কেননা আকাশ যে এমনিই খুলে গেছে তা নয়, কিন্তু বিস্তীর্ণ, এমনকি বিদীর্ণই হয়েছে, যেভাবে মার্ক বর্ণনা দেন। তবে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, কোন দরজা কি খুঁটি কি পরদা আর নেই।

বাস্তবিকই এবিষয়ে ধন্য পলও বলেন: যিনি স্বর্গীয় জগৎকে পার্থিব জগতের সঙ্গে পুনর্মিলিত ও একত্রিত করেছেন ও বিচ্ছেদের সেই প্রাচীর ধ্বংস করায় শান্তি স্থাপন করেছেন, তিনি নিজেকে অস্বীকার করতে পারেন না। তাহলে এ ন্যায়সঙ্গত ছিল যে, যে দরজাগুলো খোলা হয়েছিল যাতে আদম ভিতরে থাকতে পারেন, আদমের অবিশ্বস্ততার ফলে সেই দরজাগুলো বন্ধ করা হবে। যিনি কোন পাপ করেননি, কোন পাপও করতে পারতেন না, সেই খ্রীষ্ট নিজেই সেগুলো খুলে দিলেন। দাউদ বলেন: *তাঁর ধর্মময়তা চিরস্থায়ী।*

এজন্য প্রয়োজন আছে এ দরজাগুলো সবসময় খোলা থাকবে, যাতে জীবন থেকে কাউকে বেরিয়ে যেতে না দিয়ে জীবনের কাছে সকলকে গ্রহণ করতে পারে। ত্রাণকর্তা বলেছেন: *আমি এজন্য এসেছি, তারা যেন জীবন পেতে পারে।* যে জীবন প্রভু নিয়ে এসেছেন, সে জীবন হল এ, এ রহস্যগুলি আপন করে নিয়ে আমরা যেন তাঁর মৃত্যু ও যন্ত্রণাভোগের সহভাগী হয়ে উঠি, কারণ তাঁকে ছাড়া আমরা মৃত্যু এড়াতে অক্ষম। এবং যেমন জল ও পবিত্র আত্মায় সেই দীক্ষাস্নান ছাড়া জীবনে প্রবেশ করা বিধেয় নয়, তেমনি যারা মানবপুত্রের মাংস খায় না ও তাঁর রক্ত পান করে না, তাদের অন্তরে সেই জীবন থাকতে পারে না।

শ্লোক গা ২:১৯,২০

প্র আমি বিধান দ্বারা বিধানের কাছে মৃত, যেন ঈশ্বরের কাছে জীবিত হতে পারি।
উ এই দেহে যে জীবন আমি যাপন করি, সেই ঈশ্বরপুত্রের প্রতি বিশ্বাসেই তা যাপন করি, যিনি আমাকে ভালবেসেছেন ও আমার জন্য নিজেকে বিসর্জন দিয়েছেন।
প্র আমাকে খ্রীষ্টের সঙ্গে ক্রুশে দেওয়া হয়েছে, অথচ আমি এখনও জীবিত আছি; কিন্তু সে তো আর আমি নয়, আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রীষ্টই জীবনযাপন করেন।
উ এই দেহে যে জীবন আমি যাপন করি, সেই ঈশ্বরপুত্রের প্রতি বিশ্বাসেই তা যাপন করি, যিনি আমাকে ভালবেসেছেন ও আমার জন্য নিজেকে বিসর্জন দিয়েছেন।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - জাখা ১২:৯-১২ক; ১৩:১-৯

যেরুসালেমের পরিত্রাণ

প্রভু একথা বলছেন, 'যেরুসালেমের বিরুদ্ধে যত দেশ আসবে, সেইদিন আমি তাদের সকলকে বিনাশ করতে সচেষ্ট থাকব। কিন্তু আমি দাউদকুলের উপর ও যেরুসালেমের অধিবাসীদের উপর অনুগ্রহ ও মিনতির আত্মা বর্ষণ করব: তাই তারা তাকিয়ে দেখবে এই আমারই দিকে, যাঁকে তারা বিঁধিয়ে দিয়েছে। তাঁর জন্য তারা বিলাপ করবে যেমন একমাত্র পুত্রের জন্য বিলাপ করা হয়; তাঁর জন্য তারা শোক করবে যেমন প্রথমজাত

পুত্রসন্তানের জন্য শোক করা হয়। সেদিন যেরুসালেমে বিরাজ করবে মহা বিলাপ, যেমন মেগিদ্দো-সমতল ভূমিতে হাদাদ্‌-রিম্মোনে মহাবিলাপ হয়েছিল। সমস্ত দেশ গোত্রে গোত্রে বিলাপ করবে।'

সেইদিন পাপ ও অশুচিতা মুছে ফেলার জন্য দাউদকুলের ও যেরুসালেম-অধিবাসীদের জন্য একটা ঝরনা উন্মুক্ত হবে।

সেইদিন—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি—আমি দেশ থেকে দেবমূর্তির যত নাম উচ্ছেদ করব, তাদের কথা আর কারও স্মরণে থাকবে না; নবীদের ও তাদের অশুচিতাজনক আত্মাকেও আমি দেশ থেকে দূর করে দেব। যদি কেউ দুঃসাহস দেখিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী দেয়, তবে তার জন্মদাতা পিতামাতা তাকে বলবে: 'তুমি বাঁচবে না, কারণ তুমি প্রভুর নাম করে মিথ্যাই বলছ;' এবং সে ভবিষ্যদ্বাণী দিতে দিতেই তার জন্মদাতা পিতামাতা তাকে বিঁধিয়ে দেবে। সেইদিন এমনটি ঘটবে যে, নবীরা প্রত্যেকে ভবিষ্যদ্বাণী দেওয়ার সময়ে নিজ নিজ দর্শনের বর্ণনা দিতে লজ্জাবোধ করবে, প্রবঞ্চনা করার অভিপ্রায়ে তারা তাদের সেই লোমের আলোয়ানও আর পরবে না। কিন্তু তারা প্রত্যেকে বলবে: 'আমি নবী নই, আমি চাষী, ছেলেবেলা থেকেই আমি কেবল চাষবাদ করে আসছি।' আর যদি কেউ তাকে বলে, 'তবে তোমার দু'হাতে ওই সব কাটাকাটির দাগ কী?' তাহলে সে উত্তরে বলবে, 'আমার সেই প্রেমিকদের গৃহে থাকাকালে এই সমস্ত আঘাত পেয়েছি।'

হে খড়্গ, তুমি আমার পালকের বিরুদ্ধে,
  আমার সখার বিরুদ্ধে জেগে ওঠ;
  —সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি—
  পালককে আঘাত কর, পালের মেষগুলো ছড়িয়ে পড়ুক,
  তখন আমি ছোটদের বিরুদ্ধে হাত ফেরাব।
সমগ্র দেশ জুড়ে এমনটি ঘটবে—প্রভুর উক্তি—
  তিন ভাগের দু'ভাগ লোক উচ্ছিন্ন হয়ে মারা পড়বে;
  আর তৃতীয় ভাগ লোক অবশিষ্ট থাকবে।
আমি সেই তৃতীয় অংশকে আগুনের মধ্য দিয়ে পার করাব,
  যেমন রুপো শোধন করা হয়, তেমনি তাদের শোধন করব,
  যেমন সোনা যাচাই করা হয়, তেমনি তাদের যাচাই করব।
  সে আমার নাম করবে আর আমি তাকে সাড়া দেব;
  আমি তাকে বলব: 'এ আমার আপন জনগণ;'
  আর সে বলবে, 'প্রভুই আমার আপন পরমেশ্বর।'

শ্লোক মথি ২৬:৩১; জাখা ১৩:৭

℣ এই রাত্রে আমার কারণে তোমাদের সকলের স্খলন হবে, কেননা লেখা আছে:
℟ আমি মেষপালককে আঘাত করব, তাতে পালের মেষগুলোকে বিক্ষিপ্ত করা হবে।
℣ হে খড়্গ, তুমি আমার পালকের বিরুদ্ধে, আমার সখার বিরুদ্ধে জেগে ওঠ—প্রভুর উক্তি।
℟ আমি মেষপালককে আঘাত করব, তাতে পালের মেষগুলোকে বিক্ষিপ্ত করা হবে।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু যোহন ইউডিস-লিখিত 'যীশুর রাজ্য' ৩য় খণ্ড ৪

খ্রীষ্ট-রহস্য ও মণ্ডলীর জীবন

যীশুর নানা অবস্থা ও রহস্যগুলিকে আমাদের নিজেদের অন্তরে বিস্তারিত করা ও পরিশেষে সেগুলির বাকি অংশ পূরণও করা আমাদের কর্তব্য। উপরন্তু আমাদের প্রার্থনা করতে হবে, তিনিই যেন আমাদের অন্তরে ও গোটা মণ্ডলীর মধ্যে সেগুলির সিদ্ধি ঘটান।

কেননা যীশুর রহস্যগুলি পূর্ণ সিদ্ধি ও সম্পূর্ণতা এখনও লাভ করেনি। যীশুর ব্যক্তিত্ব ক্ষেত্রে সেগুলি সিদ্ধ ও সম্পূর্ণ বটে; তথাপি তাঁর অঙ্গ এই আমাদের মধ্যে, ও তাঁর রহস্যময় দেহ তাঁর সেই মণ্ডলীর মধ্যে সেগুলি এখনও সিদ্ধ ও সম্পূর্ণ নয়। ঈশ্বরের পুত্র আমাদের অন্তরে ও তাঁর গোটা মণ্ডলীর মধ্যে নিজের দেহধারণ, জন্ম,

বাল্যকাল ও গুপ্ত জীবন সংক্রান্ত রহস্যের একপ্রকার সহভাগিতা, এমনকি একপ্রকার পরিব্যাপ্তি ও ধারাবাহিকতা ইচ্ছা করেন। তিনি নানা ভাবেই তা সাধন করেন, তথা দীক্ষাস্নান ও পবিত্র খ্রীষ্টপ্রসাদ পুণ্য সাক্রামেন্তগুলির মধ্য দিয়ে আমাদের আত্মায় জন্ম নেওয়ার মাধ্যমে আমাদের অন্তরে উপস্থিত হন; আবার, তিনি এমন আত্মিক ও আন্তর জীবন আমাদের যাপন করান যা তাঁর সঙ্গে ঈশ্বরে নিহিত।

তিনি তাঁর নিজের যন্ত্রণাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থান রহস্য আমাদের অন্তরে সিদ্ধ করতে অভিপ্রায় করছেন। সেই সিদ্ধি ঘটানোর জন্য তিনি এমনটি করেন, যাতে আমরা তাঁর সঙ্গে যন্ত্রণাভোগ করি, মৃত্যুবরণ করি ও পুনরুত্থান করি। স্বর্গে তাঁর যে গৌরবময় ও অমর অবস্থা, তিনি আমাদের তাঁর সেই অবস্থার সহভাগী করতে ইচ্ছা করেন। তাতে উত্তীর্ণ হবার জন্য তিনি এমনটি করেন, যাতে আমরা তাঁর সঙ্গে ও তাঁর মধ্যে তেমন গৌরবময় ও অমর জীবন যাপন করি। তিনি এ সমস্ত সাধন করবেন, যখন আমরা স্বর্গে তাঁর কাছে পৌঁছব। একই প্রকারে তিনি তাঁর অন্য সকল অবস্থা ও রহস্য আমাদের অন্তরে ও মণ্ডলীর মধ্যে বাস্তবায়িত করতে দৃঢ়সঙ্কল্প।

তা তিনি তারই মধ্য দিয়ে সাধন করেন, যার সঙ্গে আমাদের সহভাগী ও অংশীদার করেন। সাধু পল বলেন, খ্রীষ্ট মণ্ডলীতে বেড়ে ওঠেন ও নিজের পরিপক্বতা লাভ করেন; এও বলেন যে, বৃদ্ধিলাভের এ প্রক্রিয়ায় আমাদেরও সহযোগিতা রয়েছে। সিদ্ধপুরুষ গঠনে ও খ্রীষ্টকে পূর্ণ পরিপক্বতায় আনয়নে আমরা সত্যিকারে সহযোগী। তবে এই অর্থ অনুসারে আমরা প্রেরিতদূতের সেই বাণী উত্তমরূপে উপলব্ধি করতে পারি, তিনি যখন বলেন, যে দুঃখযন্ত্রণার অংশ খ্রীষ্টের এখনও বাকি রয়েছে, তিনি তাঁর নিজের দেহে তা পূরণ করতে ইচ্ছা করেন। আর যেমন পুণ্যজনদের সিদ্ধি ঈশ্বরের নিরূপিত কালের সমাপ্তিতে ছাড়া অন্য কালে শীর্ষস্থানে পৌঁছে না, তেমনি জগৎ শেষে ছাড়া যীশুর রহস্যগুলি প্রত্যেক ভক্তজনের মধ্যে ও মণ্ডলীর মধ্যে নিজ ত্রাণকর্মের চরম ও শীর্ষ পর্যায়ে পৌঁছবে না। কেবল বিশ্ববিচারের দিনেই আধ্যাত্মিক দেহ নিজ সিদ্ধ বয়সে পৌঁছে যাবে।

শ্লোক কল ১:২৪,২৯

প্র আমি যে দুঃখকষ্ট ভোগ করছি, তাতে আমি আনন্দিত,
উ যে দুঃখযন্ত্রণার অংশ খ্রীষ্টের এখনও বাকি রয়েছে, আমি আমার নিজের মাংসে তা পূরণ করছি তাঁর দেহের জন্য, যে দেহ স্বয়ং মণ্ডলী।
প্র আমি পরিশ্রম করি, এবং তাঁর যে কর্মশক্তি আমার অন্তরে সপরাক্রমে সক্রিয়, সেই শক্তি দ্বারা আমার সংগ্রাম করে চলি।
উ যে দুঃখযন্ত্রণার অংশ খ্রীষ্টের এখনও বাকি রয়েছে, আমি আমার নিজের মাংসে তা পূরণ করছি তাঁর দেহের জন্য, যে দেহ স্বয়ং মণ্ডলী।

শনিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ রাজা ১৩:১০-২৫

ইস্রায়েল-রাজ যোয়াশ
এলিসেয়ের মৃত্যু

যুদা-রাজ যোয়াশের সপ্তত্রিংশ বর্ষে যেহোয়াহাজের সন্তান যোয়াশ সামারিয়ায় ইস্রায়েলের উপরে রাজ্যভার গ্রহণ করে ষোল বছর রাজত্ব করেন। প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তিনি তেমন কাজই করলেন; নেবাটের সন্তান যেরবোয়াম যে সমস্ত পাপ দ্বারা ইস্রায়েলকে পাপ করিয়েছিলেন, তাঁর সেই সমস্ত পাপ থেকে দূরে গেলেন না, সেই পাপের পথেই চললেন।

যোয়াশের বাকি যত কর্মকীর্তি, তাঁর কর্মবিবরণ, তাঁর বীর্যবত্তা, যুদা-রাজ আমাজিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর যত যুদ্ধ, এই সমস্ত কথা কি ইস্রায়েল-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই? পরে যোয়াশ তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন, আর যেরবোয়াম তাঁর পদে আসন নিলেন। যোয়াশকে ইস্রায়েল-রাজাদের সঙ্গে সামারিয়ায় সমাধি

দেওয়া হল।

যখন এলিসেয় সেই অসুখে অসুস্থ হয়ে পড়লেন, যে অসুখ তাঁর মৃত্যু ঘটাল, তখন ইস্রায়েল-রাজ যোয়াশ তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর সামনে কেঁদে ফেললেন; বলছিলেন, 'পিতা আমার, পিতা আমার! হে ইস্রায়েলের রথ ও তার অশ্ববাহিনী!' এলিসেয় তাঁকে বললেন, 'আপনি ধনুক ও তীর নিন।' রাজা ধনুক ও তীর নিলেন। তিনি ইস্রায়েল-রাজকে উদ্দেশ করে বলে চললেন, 'ধনুকটা হাতে নিন।' রাজা ধনুকটা হাতে নিলে এলিসেয় রাজার হাতের উপরে নিজ হাত রাখলেন; তারপর বললেন, 'পুবদিকের জানালা খুলে দিন।' রাজা জানালা খুলে দিলে এলিসেয় বললেন, 'তীর ছুড়ুন!' রাজা তীর ছুড়লেন। তখন এলিসেয় বললেন, 'এ প্রভুর উদ্দেশে বিজয়-তীর, আরামের উপরে বিজয়-তীর! হ্যাঁ, আপনি আফেকে আরামীয়দের পরাজিত করবেন, তাদের একেবারে নিঃশেষ করবেন।' এলিসেয় আরও বললেন, 'তীরগুলো নিন।' রাজা তীরগুলো নিলে এলিসেয় তাঁকে বললেন, 'তীরগুলো দিয়ে মাটিতে আঘাত করুন।' রাজা তিনবার মাটিতে আঘাত করার পর ক্ষান্ত হলেন। তখন পরমেশ্বরের মানুষ তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, 'আপনাকে অন্তত পাঁচ ছ'বারই আঘাত করতে হত, তবেই আরামকে নিঃশেষে পরাজিত করতেন; কিন্তু এখন আরামকে কেবল তিনবারই পরাজিত করবেন।'

এলিসেয়ের মৃত্যু হল, ও তাঁকে সমাধি দেওয়া হল। তখন, নববর্ষের শুরুতে, মোয়াবীয়দের কয়েকটা দল এসে দেশে হানা দিল। কয়েকজন লোক তখন একটি লোককে সমাধি দিচ্ছিল; লুটেরার দল দেখে তারা লাশটা এলিসেয়ের সমাধির উপরে ফেলে দিয়ে চলে গেল। লোকটা এলিসেয়ের হাড়ের সংস্পর্শে আসামাত্র পুনরুজ্জীবিত হয়ে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল।

যেহোয়াহাজের সমস্ত জীবনকালে আরাম-রাজ হাজায়েল ইস্রায়েলকে অত্যাচার করেছিলেন। শেষে প্রভু, আব্রাহাম, ইসায়াক ও যাকোবের সঙ্গে যে সন্ধি স্থির করেছিলেন, সেই সন্ধির খাতিরে তাদের প্রতি সদয় হয়ে ও করুণা দেখিয়ে আবার তাদের প্রতি প্রসন্ন হলেন; এজন্যই তিনি তাদের ধ্বংস করতে চাইলেন না, আজ পর্যন্তও নিজের সামনে থেকে তাদের দূর করে দিলেন না। পরে আরাম-রাজ হাজায়েলের মৃত্যু হল; এবং তাঁর সন্তান বেন্-হাদাদ তাঁর পদে রাজা হলেন। তখন যোয়াশের পিতা যেহোয়াহাজের হাত থেকে হাজায়েল যে সকল শহর অস্ত্রের বলে কেড়ে নিয়েছিলেন, সেই সকল শহর যেহোয়াহাজের সন্তান যোয়াশ হাজায়েলের সন্তান বেন্-হাদাদের হাত থেকে আবার কেড়ে নিলেন। যোয়াশ তাঁকে তিনবার পরাজিত করলেন ও ইস্রায়েলের সেই সকল শহর আবার জয় করে নিলেন।

শ্লোক ২ রাজা ১৩:১৪; মথি ২৩:৩৪

℟ যখন এলিসেয় সেই অসুখে অসুস্থ হয়ে পড়লেন, যে অসুখ তাঁর মৃত্যু ঘটাল, তখন ইস্রায়েল-রাজ যোয়াশ তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর সামনে কেঁদে ফেললেন; বলছিলেন,
℣ পিতা আমার, পিতা আমার! হে ইস্রায়েলের রথ আর তার অশ্ববাহিনী!
℟ দেখ, আমি তোমাদের কাছে নবী, প্রজ্ঞাবান, ও শাস্ত্রীদের প্রেরণ করছি; তাদের কাউকে তোমরা হত্যা করবেন ও ক্রুশে দেবে।
℣ পিতা আমার, পিতা আমার! হে ইস্রায়েলের রথ আর তার অশ্ববাহিনী!

দ্বিতীয় পাঠ - রিভোর মঠাধ্যক্ষ সাধু এল্‌রেডের উপদেশাবলি

ঈশ্বর-প্রেরিত এক ব্যক্তি আবির্ভূত হলেন

প্রাক্তন সন্ধিতে প্রান্তরনিবাস-জীবনের আদর্শ ছিলেন এলিয়, নবসন্ধিতে তিনিই ছিলেন যিনি এলিয়ের পরাক্রমে ও আত্মায় এলেন, তথা দীক্ষাগুরু সাধু যোহন। তাছাড়া আমি মনে করি যে, যোহন যেমন এলিয়ের পরাক্রমে ও আত্মায় এলেন, তেমনি আত্মায় ও পরাক্রমে এলিয় যোহনের এক পূর্বদৃষ্টান্ত ছিলেন। সুতরাং অক্ষর অনুসারে যা এলিয়কে লক্ষ করে, আত্মা অনুসারে তা যোহনকে লক্ষ করে।

ভ্রাতৃগণ, তোমরা একথা ভালই জান যে, দুর্ভিক্ষের সময় প্রায় উপস্থিত হলেই এলিয় আহাব রাজার কাছে কথা বলাতেই নিজ কর্ম শুরু করলেন, যেমনটি শাস্ত্রে বলে: *গিলেয়াদ-অঞ্চলের তিশ্‌বে অধিবাসী এলিয়*

আহাবের কাছে কথা বললেন। তাঁর বংশতালিকা, জীবনধারণ বা ধর্ম বিষয়ে কিছু না বলে শাস্ত্র অপ্রত্যাশিত ও প্রেরণাপূর্ণ ভাবেই তাঁর কথা উপস্থাপন করে, তিনি ঠিক যেন কোন পুরুষ থেকে বা পুরুষের মধ্য দিয়ে আগত নন, কিন্তু আমাদের নতুন এলিয় সম্বন্ধেও যেভাবে লেখা আছে, সেভাবে, *ঈশ্বর-প্রেরিত এক ব্যক্তি আবির্ভূত হলেন, তাঁর নাম যোহন।* তেমন কিছু কবে ঘটল? আহাব ও তাঁর স্ত্রী সেই ভক্তিহিনা যেসাবেলের রাজত্বকালে। তবে ন্যায়সঙ্গত ভাবেই তাঁদের রাজত্বকালে দুর্ভিক্ষ পৃথিবীর উপর কর্তৃত্ব করল, বৃষ্টি থামল, শিশিরপাত হল না, ও সবকিছু শুষ্ক হয়ে গেল। আর এজন্যই এলিয় একথা বলতে পারলেন: *আমি যাঁর সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে আছি, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর সেই জীবনময় প্রভুর দিব্যি! আমি নিজে কথা বললে এই সামনের বছরগুলিতে শিশির বা বৃষ্টি পড়বে না।*

প্রিয়জনেরা, একথা তোমাদের তো অজানা নেই, ত্রাণকর্তার আগমন সন্নিকট হওয়ার সময়ে অহঙ্কার ও লালসা কেমন করে পৃথিবীময় রাজত্ব করছিল; অবস্থা এমন ছিল যে, মনে হচ্ছিল কেউই অত্যাচার-রিপু থেকে মুক্ত নয়, দেহ-লালসা থেকেও প্রায় কেউই মুক্ত নয়। তাই ন্যায়সঙ্গত ভাবেই দুর্ভিক্ষ বিস্তার লাভ করল, রুটির অভাব হল, ও এক বিন্দু জলও আর পাওয়া গেল না। এসব কিছু কখন ঘটল? আমাদের এলিয়ের আবির্ভাবের সময়ে। বস্তুতপক্ষে বিধান ও নবীরা যোহন পর্যন্তই এসেছিলেন।

বিধান হল রুটির নামান্তর; নবীদের শিক্ষা হল জলের নামান্তর। কেননা যোহনের আগমন পর্যন্ত বিধান নিজ তেজ বজায় রেখেছিল, ও নবীদের শিক্ষার প্রতি লোকে কান দিত। কিন্তু হঠাৎ ক্ষুধা ও তেষ্টা দেখা দেয়: *তা রুটির ক্ষুধা বা জলের তেষ্টা নয়, কিন্তু প্রভুর বাণী শ্রবণেরই ক্ষুধা।* এলিয় আহাব থেকে দূরে পালিয়েছিলেন। যোহনও দূরে পালিয়ে প্রান্তরে থাকলেন, যেমন তাঁর বিষয়ে সুসমাচার-রচয়িতা বলেন, *ইস্রায়েলের কাছে তাঁর আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত তিনি মরুপ্রান্তরে থাকলেন।* আর তেমনটি প্রয়োজনই ছিল; কেননা উচ্ছেদ ও বিক্ষেপ করার জন্য, ধ্বংস ও রোপণ ও নির্মাণ করার জন্য, রাজাদের ভর্ৎসনা করার জন্য ও বায়ালের নবীদের বধ করার জন্য, পৃথিবীর জন্য পুনরায় জল ও শিশির জয় করার জন্য যাঁকে জাতি ও রাজ্যগুলির উপরে নিযুক্ত হওয়ার কথা ছিল, তিনি যে আগে সবচেয়ে গুপ্ত স্থানে লুকিয়ে থেকে আত্মা সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষা পাবেন, তা অধিক সঙ্গত ছিল।

শ্লোক মথি ১৭:১১-১২; ১১:১৩-১৪

℣ এলিয় আসছেন বটে, এবং সবকিছুই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন; কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, এলিয় এসেই গেছেন।
℟ কিন্তু লোকেরা তাঁকে চেনেনি, বরং তাঁর প্রতি যা ইচ্ছা তা-ই করল।
℣ সমস্ত নবী ও বিধান যোহন পর্যন্তই ভবিষ্যদ্বাণী দিয়েছে; আর তোমরা যদি কথাটা গ্রহণ করতে সম্মত হও, তবে তিনিই সেই এলিয়, যাঁর আসার কথা ছিল।
℟ কিন্তু লোকেরা তাঁকে চেনেনি, বরং তাঁর প্রতি যা ইচ্ছা তা-ই করল।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - জাখা ১৪:১-২১

যেরুসালেমের ক্লেশ ও তার চরমকালীন গৌরব

দেখ, প্রভুর দিন আসছে; তখন তোমারই মধ্যে, হে যেরুসালেম, তোমার সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়ে ভাগ ভাগ করা হবে। কেননা আমি যুদ্ধের জন্য সকল দেশকে যেরুসালেমের বিরুদ্ধে জড় করব; তখন নগরীর পতন হবে, বাড়ি-ঘর লুণ্ঠিত হবে, স্ত্রীলোকদের উপর অত্যাচার চালানো হবে, নগরীর অর্ধেক লোক নির্বাসনের দিকে রওনা হবে, কিন্তু জনগণের অবশিষ্ট অংশ নগরী থেকে বিচ্যুত হবে না। তখন স্বয়ং প্রভু বেরিয়ে পড়বেন ও সংগ্রামের সেই দিনে যেমন যুদ্ধ করেছিলেন, তেমনি ওই দেশগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন। সেইদিন তাঁর পা দু'টো জৈতুন পর্বতের উপরে দাঁড়াবে, যা যেরুসালেমের সামনাসামনি পুবদিকে রয়েছে; আর জৈতুন পর্বত পুবদিকে ও পশ্চিমদিকে দু'ভাগে ফেটে গিয়ে গভীরতম এক উপত্যকা হয়ে যাবে; পর্বতের অর্ধেক উত্তরদিকে ও অর্ধেক দক্ষিণদিকে সরে যাবে। পর্বতগুলির মধ্যে যে উপত্যকা, তা ভরাট করা হবে; হ্যাঁ, পর্বতগুলির মধ্যে সেই

উপত্যকা আৎসাল পর্যন্ত অবরুদ্ধ হয়ে যাবে; যুদা-রাজ উজ্জিয়ার সময়ে ভূমিকম্পের ফলে তা যেভাবে অবরুদ্ধ হয়ে গেছিল, ঠিক সেইভাবে এবারও অবরুদ্ধ হবে। তখন আমার পরমেশ্বর প্রভু নিজেই আসবেন, আর তাঁর সঙ্গে আসবেন তাঁর সকল পবিত্রজন। সেইদিন আলো হবে না, শীত ও বরফও হবে না: তা অখণ্ড একটা দিন হবে, প্রভুই তার কথা জানেন; তাতে দিনও থাকবে না, রাতও থাকবে না; সন্ধ্যাবেলায়ও আলোর উদ্ভাস থাকবে। সেইদিন এমনটি হবে যে, যেরুসালেম থেকে জীবনময় জল নির্গত হয়ে তার অর্ধেক পুব-সাগরের দিকে ও অর্ধেক পশ্চিম-সাগরের দিকে বইবে—গ্রীষ্মকাল ও শীতকাল, সবসময়েই বইবে। তখন প্রভু হবেন সমগ্র পৃথিবীর রাজা; সেইদিন প্রভু অনন্য হবেন এবং তাঁর নামও অনন্য হবে।

গেবা থেকে নেগেব-রিম্মোন পর্যন্ত সমস্ত দেশ সমতল ভূমিতে রূপান্তরিত হবে, কিন্তু যেরুসালেম তার নিজের জায়গায় উচ্চ হয়ে দাঁড়াবে; এবং বেঞ্জামিন-দ্বার থেকে প্রথমদ্বারের জায়গা পর্যন্ত অর্থাৎ কোণ-দ্বার পর্যন্ত, এবং হানানেয়েল-মিনার থেকে রাজার আঙুর-পেষাইযন্ত্র পর্যন্ত তা মানুষে মানুষে পরিপূর্ণ হবে। তারা সেখানে বসতি করবে: বিনাশ-মানত আর হবে না, কিন্তু যেরুসালেম হবে নিরাপদ বাসস্থান।

আর যে সকল দেশ যেরুসালেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল, প্রভু এই মারাত্মক আঘাতে তাদের আহত করবেন: তারা পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতেই পায়ের মাংস পচে যাবে, কোটরে চোখ দু'টো পচে যাবে, মুখে জিহ্বা পচে যাবে। সেইদিন তাদের মধ্যে প্রভু দ্বারা ঘটিত এক মহাকোলাহল বাধবে; তারা প্রত্যেকে তাদের প্রতিবেশীর হাত ধরবে ও নিজেদের মধ্যে মারামারি করে মারা পড়বে। যুদাও যেরুসালেমে যুদ্ধ করবে, এবং চারপাশের সমস্ত দেশের ধন—প্রচুর সোনা, রুপো, বসন—সবই সেখানে রাশি রাশি করে সঞ্চিত হবে। এবং সেই সকল শিবিরের যত ঘোড়া, খচ্চর, উট, গাধা ইত্যাদি সকল পশুও তেমন মারাত্মক আঘাতে আহত হবে।

এই সমস্ত কিছুর পর, যে সকল দেশ যেরুসালেম আক্রমণ করল, সেগুলোর মধ্যে যারা রক্ষা পাবে, তারা বছরে বছরে সেনাবাহিনীর প্রভু রাজার কাছে প্রণিপাত করতে ও পর্ণকুটির পর্ব পালন করতে আসবে। আর পৃথিবীর গোষ্ঠীগুলির মধ্যে কোন গোষ্ঠী যদি সেনাবাহিনীর প্রভু রাজার উদ্দেশে প্রণিপাত করতে যেরুসালেমে না আসে, তাদের জন্য বৃষ্টি হবে না। মিশরের গোষ্ঠী যদি না আসে বা হাজির হতে সম্মত না হয়, তবে তার উপরে সেই একই মারাত্মক আঘাত নেমে পড়বে যা প্রভু সেই সকল দেশের উপরে হানবেন, যেগুলো পর্ণকুটির পর্ব পালন করতে আসেনি। মিশরের উপরে ও যে সকল দেশ পর্ণকুটির পর্ব পালন করতে আসবে না, সেগুলোর উপর তেমন শাস্তিই নেমে পড়বে।

সেইদিন ঘোড়াদের ঘণ্টীতেও একথা লেখা থাকবে: 'প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র'; এবং প্রভুর মন্দিরে সমস্ত হাঁড়ি হবে সেই পাত্রগুলির মত যা যজ্ঞবেদির সামনে রাখা। এমনকি, যেরুসালেম ও যুদার সমস্ত হাঁড়িই সেনাবাহিনীর প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র হবে; এবং যারা বলি উৎসর্গ করতে চাইবে, তারা সকলে এসে পশুর মাংস রান্না করতে সেই সমস্ত হাঁড়ি ব্যবহার করবে। সেইদিন সেনাবাহিনীর প্রভুর মন্দিরে কোন ব্যবসায়ী আর থাকবে না।

শ্লোক জাখা ১৩:১; যোহন ১৯:৩৪

℟ দাউদকুলের ও যেরুসালেম-অধিবাসীদের জন্য একটা ঝরনা উন্মুক্ত হবে,
℣ যেন পাপ ও অশুচিতা মুছে ফেলা হয়।
℟ সৈন্যদের একজন যীশুর বুকের পাশটিতে বর্শা বিঁধিয়ে দিল, আর তখনই নির্গত হল রক্ত আর জল:
℣ যেন পাপ ও অশুচিতা মুছে ফেলা হয়।

দ্বিতীয় পাঠ - আকুইনোর সাধু টমাস-লিখিত 'বিশ্বাসোক্তি' — ২য় বক্তৃতা

তোমার গৌরব আবির্ভূত হলেই আমি পরিতৃপ্ত হব

যুক্তিসঙ্গত ভাবেই আমাদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষার শেষে তথা অনন্ত জীবনেই বিশ্বাসের সমাপ্তি ঘটবে, ঠিক যেমন বিশ্বাসোক্তির শেষ কথাও হল 'অনন্ত জীবন। আমেন।'

অনন্ত জীবনে যা প্রথম ঘটবে, তা হল ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের মিলন। কেননা স্বয়ং ঈশ্বরই আমাদের সমস্ত শ্রমের পুরস্কার ও উদ্দেশ্য: *আমিই তোমার ঢাল; তোমার পুরস্কার অত্যন্ত মহান হবে।* আর তেমন মিলন

নিখুঁত দর্শনেই সিদ্ধিলাভ করে: *এখন আমরা কেমন যেন আয়নায়, ঝাপসা ঝাপসাই দেখছি, কিন্তু তখন মুখোমুখি হয়ে দেখতে পাব।*

উপরন্তু অনন্ত জীবন হবে সর্বোত্তম প্রশংসাগান, যেমনটি নবী বলেন, *তার মধ্যে থাকবে পুলক ও আনন্দ, থাকবে স্তুতিগান ও বাদ্যের ঝঙ্কার।* আরও, অনন্ত জীবন হল আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ তৃপ্তি, কেননা স্বর্গে প্রত্যেকটি পুণ্যজন এমন সবকিছু পাবেন যা তাঁর আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশার অতীত। এর কারণ হল এ যে, এজীবনে এমন কেউই নেই যে নিজ আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি পেতে পারে, অন্য দিকে এমন কিছুও নেই যা মানুষের আকাঙ্ক্ষায় তৃপ্তি দিতে পারে; কেননা কেবল ঈশ্বরই তৃপ্তি দিতে পারেন, এমন কি তাঁর তৃপ্তি দানের মাত্রা সীমাহীন: এজন্যই মানুষ ঈশ্বরেই ছাড়া অন্যত্র বিশ্রাম পায় না, যেমনটি আগস্তিন বলেন, 'প্রভু, তুমি তোমার উদ্দেশেই আমাদের গড়েছ, আর যতদিন তোমাতে বিশ্রাম না পায়, ততদিন আমাদের হৃদয় অস্থির।'

আর যেহেতু মাতৃভূমিতে পুণ্যজনেরা ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপেই পাবেন, সেজন্য একথা স্পষ্ট যে, তাঁদের আকাঙ্ক্ষাও তৃপ্তি পাবে, তাঁদের গৌরবও প্রত্যাশার অতীত হবে। এজন্য প্রভু বলেন, *তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ কর;* আর আগস্তিন বলে চলেন, 'সমস্ত আনন্দ আনন্দিতদের মধ্যে প্রবেশ করবে না, কিন্তু সকল আনন্দিতেরা আনন্দে প্রবেশ করবে।' *তোমার গৌরব আবির্ভূত হলেই আমি পরিতৃপ্ত হব।* আরও লেখা আছে, *তিনি সমস্ত মঙ্গলদানে তোমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন।*

যা কিছু প্রীতিকর, সেখানে তা অতিমাত্রার অতীতেই উপস্থিত। তবে সুখ ইচ্ছা করলে, সেখানে থাকবে সর্বোত্তম ও সিদ্ধ সুখ, কারণ তেমন সুখ সর্বোত্তম মঙ্গল তথা ঈশ্বর সংক্রান্ত সুখ: *তোমার ডান পাশে চিরন্তন সুখ।*

পরিশেষে, অনন্ত জীবন সকল পুণ্যজনের আনন্দময় সাহচর্যেই প্রকাশিত। তেমন সাহচর্য অতিশয় আনন্দময় হবে, কারণ প্রত্যেক পুণ্যজন সকল পুণ্যজনের সঙ্গে সকল মঙ্গলদানের অধিকারী হবেন। কেননা প্রত্যেক পুণ্যজন অপরজনকে নিজেরই মত ভালবাসবেন, ফলত নিজের মঙ্গল নিয়ে তিনি যেভাবে আনন্দিত, অপরের মঙ্গল নিয়েও সেভাবে আনন্দিত হবেন। এভাবে এমনটি হবে যে, সকলেরই আনন্দ যতখানি মহৎ, একজনের সুখ ও আনন্দ ততখানি বৃদ্ধি পাবে।

শ্লোক সাম ১৭:১৫; ১ করি ১৩:১২

প্র প্রভু, ধর্মময়তা গুণে আমি পাব তোমার শ্রীমুখের দর্শন;
উ জেগে উঠে তোমার রূপ দেখে তৃপ্ত হব।
প্র এখন আমার জানাটা অসম্পূর্ণ, কিন্তু তখন সম্পূর্ণ হবে—আমি নিজেও যেভাবে এখন পরিচিত।
উ জেগে উঠে তোমার রূপ দেখে তৃপ্ত হব।

২০শ সপ্তাহ

রবিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - এফে ১:১-১৪

ঈশ্বরের রহস্যাবৃত মুক্তি-পরিকল্পনা

ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছায় খ্রীষ্টযীশুর প্রেরিতদূত আমি, পল, পবিত্রজন ও খ্রীষ্টযীশুতে বিশ্বাসী যারা, তাদের সমীপে: আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশুখ্রীষ্ট থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপর বর্ষিত হোক।

ধন্য ঈশ্বর, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের পিতা,
যিনি স্বর্গলোকে যত আত্মিক আশীর্বাদে
খ্রীষ্টে আমাদের আশিসধন্য করেছেন।

জগৎপত্তনের আগেই
তিনি খ্রীষ্টে আমাদের বেছে নিয়েছিলেন,
আমরা যেন ভালবাসায়
তাঁর সামনে পবিত্র ও অনিন্দ্য হয়ে উঠতে পারি ;
তিনি আগে থেকে আমাদের বিষয়ে নিরূপণ করেছিলেন,
যীশুখ্রীষ্টের মাধ্যমে আমরা তাঁর দত্তকপুত্র হয়ে উঠব ;
এমনটি তিনি করেছিলেন তাঁর প্রসন্নতা ও মঙ্গল-ইচ্ছা অনুসারে,
তাঁর সেই অনুগ্রহের গৌরবের প্রশংসায়,
যে অনুগ্রহ দানে
তিনি তাঁর সেই প্রিয়জনে আমাদের অনুগৃহীত করেছেন,
যাঁর মধ্যে আমরা তাঁর রক্ত দ্বারা লাভ করি মুক্তি,
লাভ করি পাপমোচন,
তাঁর সেই অনুগ্রহের ঐশ্বর্য অনুসারে,
যে অনুগ্রহ তিনি পূর্ণ প্রজ্ঞা ও ধীশক্তিতে
আমাদের উপরে অপর্যাপ্ত মাত্রায় বর্ষণ করেছেন।
তিনি আমাদের জানিয়েছেন তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছার রহস্য,
যা তাঁর প্রসন্নতা অনুসারে আগে থেকেই
তিনি খ্রীষ্টে স্থির করে রেখেছিলেন
কাল পূর্ণ হলেই তা রূপায়িত করবেন ব'লে :
স্বর্গে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে,
সমস্তই তিনি এক মাথায়, সেই খ্রীষ্টে, সম্মিলিত করবেন।
তাঁর মধ্যে আমরা আমাদের উত্তরাধিকারের অংশ পেয়েছি,
কারণ যিনি নিজের ইচ্ছা অনুসারেই
সমস্ত কিছু সক্রিয়ভাবে ঘটিয়ে থাকেন,
তাঁর পরিকল্পনা-মত
আমরা আগে থেকে খ্রীষ্টে নিরূপিত হয়েছিলাম,
যেন, তাঁর গৌরবের প্রশংসায়,
খ্রীষ্টের আগমনের আগে আমরাই সেই জনগণ হয়ে উঠি
তাঁর উপর প্রত্যাশা রাখি যারা।
তাঁর মধ্যে তোমরাও সত্যের সেই বাণী,
তোমাদের পরিত্রাণের সেই সুসমাচার শুনে,
এবং তাঁর উপর বিশ্বাসও রেখে
প্রতিশ্রুতির সেই পবিত্র আত্মারই মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত হয়েছ
যিনি আমাদের উত্তরাধিকারের অগ্রিম দানস্বরূপ, তাদেরই পূর্ণ মুক্তির উদ্দেশে
ঈশ্বর যাদের নিজের জন্য কিনেছেন,
নিজের গৌরবের প্রশংসায়।

শ্লোক এফে ১:৫,৬; রো ৫:২

প্র ঈশ্বর আগে থেকে নিরূপণ করেছিলেন, যীশুখ্রীষ্টের মাধ্যমে আমরা তাঁর দত্তকপুত্র হয়ে উঠব ; এমনটি তিনি করেছিলেন তাঁর প্রসন্নতা ও মঙ্গল-ইচ্ছা অনুসারে, তাঁর সেই অনুগ্রহের গৌরবের প্রশংসায়,
উ যে অনুগ্রহ দানে তিনি তাঁর সেই প্রিয়জনে আমাদের অনুগৃহীত করেছেন।
প্র আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা আমরা এই অনুগ্রহেই প্রবেশাধিকার লাভ করেছি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি,

℟ যে অনুগ্রহ দানে তিনি তাঁর সেই প্রিয়তম পুত্রে আমাদের অনুগৃহীত করেছেন।

দ্বিতীয় পাঠ - এফেসীয়দের কাছে পত্রে সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের ব্যাখ্যা **১ম উপদেশ ৩**

পাপের ক্ষমা মহত্তর কথা বটে
কিন্তু সেই ক্ষমা যে প্রভুর রক্ত গুণেই দেওয়া, তা আরও মহত্তর

ঈশ্বর আগে থেকে আমাদের বিষয়ে নিরূপণ করেছিলেন, আমরা তাঁর দত্তকপুত্র হয়ে উঠব, কারণ এভাবে তিনি নিজ অনুগ্রহের গৌরব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে চাচ্ছিলেন, *তাঁর প্রসন্নতা ও ইচ্ছা অনুসারে, তাঁর সেই অনুগ্রহের গৌরবের প্রশংসায়, যে অনুগ্রহ দানে ঈশ্বর তাঁর সেই প্রিয়জনে আমাদের অনুগৃহীত করেছেন।* তাহলে তাঁর সেই অনুগ্রহ যেন প্রকাশিত হয়, তিনি যখন নিজ গৌরবময় অনুগ্রহের প্রশংসায় আমাদের এতই ধন্য করেছেন, তখন এসো, সেই অনুগ্রহে স্থির থাকি।

তিনি কেন আমাদের দ্বারা প্রশংসিত ও গৌরবান্বিত হতে ইচ্ছা করেন? তার কারণ, যাতে এভাবে তাঁর প্রতি আমাদের ভালবাসা আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, কেননা তিনি আমাদের কাছে আমাদের পরিত্রাণ ছাড়া অন্য কিছু ইচ্ছা করেন না—সেবাও নয়, গৌরবও নয়, অন্য কিছুও নয়; হ্যাঁ, পরিত্রাণের লক্ষ্যেই তিনি সমস্ত কিছু সাধন করেন। কেননা দেওয়া অনুগ্রহের যে প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে, সে অধিক তৎপর ও ইচ্ছুক হবে।

প্রভু নাকি তেমন একজনেরই মত ব্যবহার করেছেন, যে চুলকানি, মড়ক, সমস্ত ধরনের রোগ ও বার্ধক্য দ্বারা চিহ্নিত ও দরিদ্রতা ও ক্ষুধা দ্বারা প্রায় নিঃশেষিত এক ব্যক্তিকে তেজময় যৌবনে সহসা ফিরিয়ে দিয়ে তাকে সকল মানুষের মধ্যে এতই সুন্দরতম করে তুলেছে যে, তার মুখখানি ঠিক যেন চোখের উজ্জ্বলতায় সূর্যের রশ্মিও আবৃত করে জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল, এবং যৌবনে ফিরিয়ে আনার পর তাকে রাজসজ্জায় সজ্জিত করে ও মুকুটভূষিত করে রাজকীয় যত অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করেছে। তেমনিভাবে প্রভু আমাদের প্রাণ রূপান্তরিত করে এতই সুন্দর, আকাঙ্ক্ষণীয় ও প্রীতিকর করে তুলেছেন যে, স্বর্গদূতেরাও তার দর্শন পেতে ইচ্ছা করেন। এভাবে তিনি আমাদের এতই গ্রহণীয় করেছেন যে, আমরা তাঁর আসক্তির পাত্র হয়ে উঠলাম, বস্তুত লেখা আছে, *রাজা তোমার সৌন্দর্যে আসক্ত হবেন।*

একথা ভেবে দেখ: আগে আমরা কতই না খারাপ কথা বলতাম, আর এখন আমাদের মুখে কতই না মধুর বাণী ফুটে ওঠে। এখন আমাদের আর ধন নেই, আমরা পার্থিব বিষয়ের আর নয়, স্বর্গীয় বিষয়েরই আকাঙ্ক্ষী। যে বালক দেহের লাবণ্য ও সৌন্দর্যের সঙ্গে প্রসাদে উচ্ছ্বসিত ওষ্ঠও দেখাতে পারে, আমরা কি তাকে সুসভ্য ও প্রীতিকর মনে করি না? ভক্তরা সেরূপ।

যারা দিব্য রহস্যগুলিতে দীক্ষিত, লক্ষ কর তারা কোন্ বিষয়ে কথা বলে! যে মুখ প্রশংসনীয় বাণী উচ্চারণ করে ও হৃদয় ও ওষ্ঠের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রেখে উজ্জ্বল আস্থার সঙ্গে দিব্য ভোজে অংশ নেয়, সেই মুখের চেয়ে গ্রহণীয় কী আছে? যে বাণী উচ্চারণ করে আমরা শয়তানকে প্রত্যাখ্যান করেছি ও খ্রীষ্টের সৈন্য বলে পরিগণিত হয়েছি, সেই বাণীর চেয়ে উৎকৃষ্ট কী আছে? আর দীক্ষাস্নানের আগে আমাদের যে স্বীকারোক্তি, ও দীক্ষাস্নানের পরে যে স্বীকারোক্তি উচ্চারণ করেছি, তার চেয়ে মহান কী আছে? অথচ আমরা অনেকে দীক্ষাস্নানের পবিত্রতা লঙ্ঘন করে এখন আর্তনাদ করে থাকি, যাতে সেই পবিত্রতা পুনরায় ফিরে পেতে পারি।

সেই যে অনুগ্রহ দানে ঈশ্বর তাঁর সেই প্রিয়জনে আমাদের অনুগৃহীত করেছেন, যাঁর মধ্যে আমরা তাঁর রক্ত দ্বারা লাভ করি মুক্তি, লাভ করি পাপমোচন। এ কীভাবে ঘটেছে? তিনি নিজ পুত্রকে আমাদের অর্পণ করেছেন, একথা অপরূপ বটে; তিনি কিন্তু যে কেমন করে তাঁকে অর্পণ করেছেন, অর্থাৎ কিনা তিনি যে এমনটি হতে দিলেন যাতে সেই পুত্রকে আমাদের জন্য হত্যা করা হয়, একথা আরও অপরূপ। এ কেমন যেন অবিশ্বাস্য অত্যুক্তি: যারা তাঁকে ঘৃণা করছিল, তিনি তাদেরই হাতে পুত্রকে সঁপে দিলেন। তাই ভেবে দেখ, তিনি আমাদের কতই না মূল্যবান বলে গণ্য করেছেন। আমরা ঘৃণার গণ্ডিতে আবদ্ধ ও তাঁর শত্রু হওয়ার সময়ে তিনি যখন নিজ প্রিয়তম পুত্রকে অর্পণ করেছেন, তখন তাঁর অনুগ্রহগুণে পুনর্মিলিত এই আমাদের প্রতি তিনি আর কীবা না সাধন করবেন?

সর্বোচ্চ বিষয় ছেড়ে তিনি এখন সর্বনিম্ন বিষয় উল্লেখ করেন; অর্থাৎ কিনা দত্তকপুত্রত্ব, পবিত্রীকরণ ও

পুণ্যের প্রতি আহ্বান বিষয়ে কথা বলার পর, তিনি এখন পাপের কথা উল্লেখ করেন; বক্তব্য যে নিম্ন পর্যায়ের কথন হয়ে যায় এমন নয়, বরং নিম্ন পর্যায় থেকে উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত হয়। কেননা আমাদের জন্য যে ঈশ্বরেরই রক্ত পাত করা হয়েছে, একথার চেয়ে মহত্তর কথা নেই; তিনি যে মৃত্যু থেকে নিজ পুত্রকেও রেহাই দেননি, একথা দত্তকপুত্রত্ব ও অন্যান্য সমস্ত মঙ্গলদানের চেয়েও মহত্তর কথা। পাপমোচন মহত্তর কথা বটে, কিন্তু সেই পাপমোচন যে প্রভুর রক্ত গুণেই দেওয়া, তা আরও মহত্তর।

শ্লোক কল ১:২১,২২; রো ৩:২৫

℟ তোমরা একসময়ে দুষ্কর্মের চিন্তায় ছিলে ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন ও তাঁর শত্রু, এখন কিন্তু তিনি সেই মাংসময় দেহে তাঁর মৃত্যু দ্বারা তোমাদের পুনর্মিলিত করেছেন,
℣ যেন তিনি তোমাদের পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও অনিন্দ্য ক'রে নিজের সামনে আনতে পারেন।
℟ তাঁর সেই রক্তদানে তাঁকেই ঈশ্বর বিশ্বাসগুণে প্রায়শ্চিত্তের স্থানস্বরূপ তুলে ধরেছেন,
℣ যেন তিনি তোমাদের পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও অনিন্দ্য ক'রে নিজের সামনে আনতে পারেন।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - উপ ১:১-১৮

অসারের অসার! সবই অসার!

দাউদের সন্তান যেরুসালেম-রাজ সেই উপদেশকের বাণী।

উপদেশক একথা বলছেন, অসারের অসার, অসারের অসার! সবই অসার! সূর্যের নিচে তার পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত হয়ে মানুষ যে সমস্ত পরিশ্রম করে, তাতে তার কী লাভ? এক প্রজন্ম যায়, আর এক প্রজন্ম আসে, কিন্তু পৃথিবী নিত্যস্থায়ী। সূর্যও ওঠে, আবার সূর্য অস্ত যায়; তা তার সেই স্থানের দিকে দৌড়ে, যেখান থেকে আবার ওঠে। বাতাস দক্ষিণ দিকে বয়ে যায়, গিয়ে উত্তর দিকে ঘুরে আসে; তা ঘুরতে থাকে, ঘুরতে থাকে; বারবার নিজের চক্রপথে ফিরে আসে। যত জলস্রোত সমুদ্রের দিকে যায়, অথচ সমুদ্র কখনও ভরে না; গন্তব্যস্থানে পৌঁছবার পরেও জলস্রোত সেদিকে বইতে থাকে। সবকিছু ক্লান্তিজনক, এর কারণ ব্যাখ্যা করার সাধ্য কারও নেই। চোখের পক্ষে দৃশ্য কখনও যথেষ্ট হয় না, কানের পক্ষেও শোনা কখনও যথেষ্ট হয় না।

যা একবার হয়েছে, তা আবার হবে;
মানুষ যা একবার করেছে, তা আবার করবে;
সূর্যের নিচে নূতন কিছুই নেই।

এমন কিছু আছে কি, যা সম্বন্ধে বলা যেতে পারে: দেখ, এ নূতন? ঠিক তা-ই আগে, আমাদের আগেকার যুগগুলির সেই সময়েও ছিল। প্রাচীন যুগগুলির কোন স্মৃতি আর থাকল না, আগামী যুগগুলিরও তেমনি হবে—এগুলিরও কোন স্মৃতি এগুলির যত ভাবী যুগের কাছে থাকবে না।

আমি, উপদেশক, যেরুসালেমে ইস্রায়েলের রাজা ছিলাম। আমি মনে স্থির করেছি, আকাশের নিচে যা কিছু ঘটে, সেই সমস্ত বিষয় প্রজ্ঞার সঙ্গে তলিয়ে দেখব, সবই অনুসন্ধান করব। আহা, মানুষকে ব্যস্ত রাখার জন্য ঈশ্বর কেমন কষ্টকর কর্ম তার উপরে চাপিয়েছেন! সূর্যের নিচে যা কিছু ঘটে, আমি তা সবই দেখেছি; দেখ, সবই অসার, সবই বাতাসের পিছনে ধাওয়া করামাত্র।

যা বাঁকা, তা সোজা করা যায় না;
আর যা নেই, তা গোনা যায় না।

আমি ভাবলাম, পরে মনে মনে বললাম, দেখ, আমার আগে যাঁরা যেরুসালেমে রাজত্ব করেছেন, তাঁদের সকলের চেয়ে আমি বেশি প্রজ্ঞা অর্জন করেছি; আমার হৃদয় যথেষ্ট প্রজ্ঞা ও বিদ্যায় অভিজ্ঞ হয়েছে। তখন মনে স্থির করলাম, প্রজ্ঞা ও বিদ্যার গভীর পরিচয় অর্জন করব, মূর্খতা ও উন্মাদনারও পরিচয় অর্জন করব; আর এখন আমি লক্ষ করলাম, এও বাতাসের পিছনে ধাওয়া করামাত্র।

বেশি প্রজ্ঞায় বেশি উদ্বেগ হয়;

যে বিদ্যা বাড়ায়, সে দুঃখ বাড়ায়।

শ্লোক উপ ৫:১৪; ১:১৪; ১ তি ৬:৭

℟ মানুষ মাতৃগর্ভ থেকে উলঙ্গ হয়ে বেরিয়ে আসে; যেমন বেরিয়ে আসে, তেমনি উলঙ্গ হয়েই আবার চলে যায়; সঙ্গে করে কিছুই নিতে পারে না:

℣ সবই অসার, সবই বাতাসের পিছনে ধাওয়া করামাত্র।

℟ আমরা জগতে কিছুই সঙ্গে করে আনিনি, তা থেকে কিছুই সঙ্গে করে নিয়ে যেতেও পারি না।

℣ সবই অসার, সবই বাতাসের পিছনে ধাওয়া করামাত্র।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু মাক্সিম-লিখিত 'ভালবাসা প্রসঙ্গ' ১ম শতক ১:৪-৫,১৬-১৭,২৩-২৪,২৬-২৮,৩০-৪০

বিনা ভালবাসায় সবই অসারের অসার

ভালবাসা এমন উত্তম মনোভাব, যা ঈশ্বরজ্ঞানের আগে কিছু স্থান দেয় না। কিন্তু যার অন্তর পার্থিব কোন বিষয়ে আবদ্ধ, সে তেমন ভালবাসার অভ্যাস অর্জন করতে পারে না।

ঈশ্বরকে যে ভালবাসে, সে যে কোন সৃষ্টবস্তুর আগে ঈশ্বরজ্ঞান ও ঐশপ্রজ্ঞাকে স্থান দেয়, ও অন্তরের আকাঙ্ক্ষা ও ভক্তির সঙ্গে ঈশ্বরের প্রতি ধাবিত থাকে।

যা কিছু আছে, তা ঈশ্বর দ্বারা নির্মিত ও ঈশ্বরকে লক্ষ্য করেই সৃষ্ট; এবং স্রষ্টারূপে ঈশ্বর যা নির্মাণ করলেন, সেই সমস্ত কিছুর চেয়ে তিনি নিজেই সুন্দরতম। অতুলনীয় ঈশ্বরকে ত্যাগ করে যে নিম্নতর বস্তুর প্রতি আকর্ষিত, সে দেখায় যে, স্রষ্টারূপে ঈশ্বর যা নির্মাণ করেছেন, সেগুলোর তুলনায় সে ঈশ্বরকে নিম্নতর পর্যায়ে নমিত করে।

প্রভু একথা বলেন, *যে আমাকে ভালবাসে, সে আমার আজ্ঞাগুলো পালন করবে। আর আমার আজ্ঞা এ: তোমরা পরস্পরকে ভালবাস।* সুতরাং, প্রতিবেশীকে যে ভালবাসে না, সে আজ্ঞাটা পালন করে না। কিন্তু আজ্ঞা যে পালন করে না, সে ঈশ্বরকেও ভালবাসতে পারে না।

ধন্য সেই মানুষ, যে সকল মানুষকে সমান ভালবাসায় ভালবাসতে পারে। ঈশ্বরকে যে ভালবাসে, সে অবশ্যই প্রতিবেশীকেও ভালবাসে; ও তেমন মনোভাব যার আছে, সে কেবল নিজের জন্য ধন সঞ্চয় করে না, বরং অভাবগ্রস্ত সকলের কাছে ঐশমনোভাব নিয়ে সবকিছু বিলিয়ে দেয়।

ঈশ্বরের অনুকরণে সৎজন কি দুর্জনের কাছে কিংবা ধার্মিক কি অধার্মিকের কাছে যে অর্থদান করে, সে দৈহিক কোন পার্থক্য মানে না, কিন্তু ন্যায্য প্রয়োজন অনুসারে সকলের কাছে সমানভাবেই অর্থদান করে—যদিও সরল অন্তরে সে দুর্জনের আগে তাকেই প্রাধান্য দেয়, যে সৎকর্ম সাধনে উজ্জ্বল ও সচেষ্ট।

ভালবাসার মনোভাব কেবল অর্থদানেই প্রকাশ পায় এমন নয়; তার চেয়ে ঐশশিক্ষা দানে ও দৈহিক দয়াধর্মেই ভালবাসা ব্যক্ত। সংসারের ডাকের প্রতি বধির হয়ে যে সরল অন্তরে ও অকপট ভালবাসায় দয়াধর্মে প্রবৃত্ত থাকে, সে সমস্ত কুচিন্তা ও রিপু থেকে মুক্ত হয়ে ঐশ্বরিক ভালবাসা ও জ্ঞানের অংশীদার হয়ে ওঠে।

যার অন্তরে ঐশভালবাসা স্বভাবতই উপস্থিত, প্রভু ঈশ্বরের অনুসরণে সে কখনও ক্লান্ত ও শ্রান্ত হয় না; এমনকি, মনে মনে কারও অমঙ্গল না ভেবে সে সমস্ত পরিশ্রম, দুর্নাম ও অপমান দৃঢ় মনেই সহ্য করে। ধন্য যেরেমিয়া একথা বলেন: *তোমরা বলো না, আমরা প্রভুর মন্দির;* তোমরা এ কথাও বলো না: 'আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টে আমাদের যে বিশ্বাস, কেবল ও শুধুমাত্র সেই বিশ্বাস-ই আমার পরিত্রাণ সাধন করতে সক্ষম।' কেননা তা হতে পারে না, যদি না সৎকর্মের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টপ্রেমও দেখাতে পার। বস্তুত বিশ্বাস যখন একক, তখন তার বিষয়ে এ কথাও লেখা আছে: *অপদূতেরাও তা বিশ্বাস করে, এমনকি ভয়ে কাঁপে।*

বাস্তব ভালবাসা হল সরল অন্তরে প্রতিবেশীর প্রতি সহৃদয়তা, উদারতা ও সহিষ্ণুতা দেখানো; এও বাস্তব ভালবাসা: সৃষ্টিকে সুবুদ্ধির সঙ্গে ব্যবহার করা।

শ্লোক যোহন ১৩:৩৪; ১ যোহন ২:১০,৩

℟ আমি এক নতুন আজ্ঞা তোমাদের দিচ্ছি: আমি যেমন তোমাদের ভালবেসেছি, তেমনি তোমরাও পরস্পরকে

ভালবাস।
ঊ্ট নিজের ভাইকে যে ভালবাসে, সে আলোতে বসবাস করে।
প্ট এতেই জানতে পারি যে আমরা খ্রীষ্টকে জেনেছি, আমরা যদি তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করি।
ঊ্ট নিজের ভাইকে যে ভালবাসে, সে আলোতে বসবাস করে।

সোমবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - এফে ১:১৫-২৩

সাধু পলের প্রার্থনা যেন ভক্তজনেরা আলোকিত হয়

ভ্রাতৃগণ, প্রভু যীশুতে তোমাদের বিশ্বাস ও সকল পবিত্রজনের প্রতি তোমাদের ভালবাসার কথা শুনে আমি তোমাদের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করায় ক্ষান্ত হই না, এবং আমার প্রার্থনায় তোমাদের কথা স্মরণ করি, যেন আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের ঈশ্বর, সেই গৌরবের পিতা, তাঁকে গভীরতর ভাবে জানবার জন্য তোমাদের প্রজ্ঞা ও ঐশরহস্য-উপলব্ধির আত্মা দান করেন। তিনি তোমাদের অন্তর্দৃষ্টি আলোকিত করে তুলুন যেন তোমরা উপলব্ধি করতে পার তাঁর আহ্বানের প্রত্যাশা কী, পবিত্রজনদের মাঝে তাঁর উত্তরাধিকারের গৌরব-ঐশ্বর্য কী, এবং বিশ্বাসী এই আমাদের প্রতি তাঁর পরাক্রমের সীমাহীন মহত্ত্ব কী—এই সমস্ত কিছু তাঁর সেই শক্তির কর্মক্ষমতা অনুসারে যা দ্বারা তিনি খ্রীষ্টকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত ক'রে স্বর্গলোকে আপন ডান পাশে আসন দিয়েছেন। তিনি তাঁকে সমস্ত আধিপত্য, কর্তৃত্ব, পরাক্রম ও প্রভুত্বের ঊর্ধ্বে—শুধু বর্তমানকালে নয়, ভাবীকালেও উল্লেখযোগ্য সমস্ত নামেরই ঊর্ধ্বে অধিষ্ঠিত করেছেন। *তিনি সমস্ত কিছু তাঁর পদতলে রেখেছেন* এবং তাঁকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে, সেই মণ্ডলীর মাথায়, প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যে মণ্ডলী তাঁর দেহ, তাঁরই পরিপূর্ণতা যিনি সবকিছুতে সম্পূর্ণরূপে পরিপূর্ণ।

শ্লোক এফে ১:১৭,১৮; ১ করি ২:১২

প্ট সেই গৌরবের পিতা তাঁকে গভীরতর ভাবে জানবার জন্য তোমাদের প্রজ্ঞা ও ঐশরহস্য-উপলব্ধির আত্মা দান করুন, যেন তোমরা উপলব্ধি করতে পার তাঁর আহ্বানের প্রত্যাশা কী,
ঊ্ট পবিত্রজনদের মাঝে তাঁর উত্তরাধিকারের গৌরব-ঐশ্বর্য কী।
প্ট আমরা তো এজগতের আত্মা পাইনি, ঈশ্বরের আপন আত্মাকেই পেয়েছি, ঈশ্বর অনুগ্রহ করে আমাদের যা যা দান করেছেন, তা যেন জানতে পারি,
ঊ্ট পবিত্রজনদের মাঝে তাঁর উত্তরাধিকারের গৌরব-ঐশ্বর্য কী।

দ্বিতীয় পাঠ - নিস্যার ধর্মপাল সাধু গ্রেগরি-লিখিত 'পরিপক্ক খ্রীষ্টবিশ্বাসীর আদর্শ'

আমরা সেই খ্রীষ্টকে পেয়েছি
যিনি আমাদের শান্তি ও আমাদের আলো

তিনি নিজেই আমাদের শান্তি; তিনি সেই দুই জাতিকে এক করে তুলেছেন। খ্রীষ্ট যে শান্তি, একথা ভেবে আমরা তখনই দেখাব যে খ্রীষ্টপন্থী নাম যোগ্যরূপে বহন করি, যখন আমাদের অন্তরে যে শান্তি রয়েছে, তার মধ্য দিয়ে আমাদের জীবনাচরণে খ্রীষ্টকে প্রকাশ করব। কথা প্রসঙ্গে প্রেরিতদূত বলেন, *তিনি শত্রুতা ভেঙে ফেলেছেন;* তাই আমরা কোন মতেই সেই শত্রুতাকে আমাদের অন্তরে পুনরুজ্জীবিত হতে দেব না, বরং স্পষ্টভাবে দেখাব, সেই শত্রুতা সম্পূর্ণরূপে মৃত। আমাদের পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বর দ্বারা যা বধ করা হয়েছে, আমরা যেন তা পুনরায় পুনরুজ্জীবিত না করি; পাছে আমাদের আত্মাদের সর্বনাশ ঘটে, আমরা যেন ক্রোধ না করি, বিগত অপমানের কথা যেন নিজেদের কাছে স্মরণ করিয়ে না দিই, যার মৃত্যুতে আমাদের সৌভাগ্য হয়েছে, সেই পাপময়তা পুনরুজ্জীবিত করব এমন ভুল যেন না করি। যিনি শান্তি, সেই খ্রীষ্টকে পেয়েছি বিধায়

আমরা সেই শত্রুতা বধ করে, যেন আমাদের জীবনাচরণে খ্রীষ্টবিশ্বাসের চর্চা করি।

যে প্রাচীর সেই দুই মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে রাখছিল, তিনি তা ধ্বংস করলেন: সেই দুইকে নিয়ে তিনি এক মানুষকে সৃষ্টি করলেন, আর এভাবে আমাদের বাইরে থেকে যারা আমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, কেবল তাদেরই সঙ্গে নয়, যারা আমাদের নিজেদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করে তাদেরও সঙ্গে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন। ফলে মাংস আত্মা-বিরোধী ও আত্মা মাংস-বিরোধী অভিলাষ পোষণ করতে আর পারবে না, কিন্তু মাংসের সুবুদ্ধি ঐশবিধানের অধীন হবে। তবেই, এমন এক মানুষে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যে মানুষ নতুন ও শান্তিপ্রিয়, এবং দুই থেকে এক-ই মানুষ হয়ে উঠে আমরা শান্তির আবাস হব।

বিরোধী দু'জনের মধ্যে একাত্মতাই শান্তি। ফলত আমাদের স্বরূপের অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ বাতিল হওয়ায়, এসো, আমাদের অন্তরে শান্তি পালন করি; তবে আমরা নিজেরাই শান্তি হয়ে উঠব, ও একথা দেখাতে পারব যে, খ্রীষ্টের এ উপাধি আমাদের পক্ষেও সত্যাশ্রয়ী ও খাঁটি।

খ্রীষ্টই সেই প্রকৃত আলো যা সমস্ত মিথ্যা থেকে দূরবর্তী। এসো, একথা থেকে শিখি যে, আমাদের জীবনকেও প্রকৃত আলোর রশ্মি দ্বারা আলোকিত হতে হবে: ধর্মময়তার সূর্যের রশ্মি হল সেই একই উজ্জ্বল সদ্‌গুণাবলি যা আমাদের আলোকিত করে আমরা যেন দিবালোকের মত আলোময় অবস্থায় সততার সঙ্গে চলি। এসো, যত গুপ্ত ও অন্ধকারময় আচরণ নিন্দা করি, দিনের আলোতেই সবকিছু সাধন করি, তবে আমরাও আলো হয়ে উঠব, ও আলোর বৈশিষ্ট্য অনুসারে নিজেদের শুভকর্ম দ্বারা অপরকেও আলোকিত করব।

খ্রীষ্টই আমাদের পবিত্রীকরণ, সুতরাং এসো, অশুভ কর্ম ও কুচিন্তা থেকে দূরে থাকি; তবেই প্রমাণ করব, আমরা সত্যিই তাঁর নামের অংশীদার, ও শুধু কথায় নয়, কাজেও পবিত্রতার পরাক্রম দেখাতে পারব।

শ্লোক লুক ১:৭৮,৭৯ দ্রঃ

℣ উদীয়মান জ্যোতি ঊর্ধ্ব থেকে আমাদের দেখতে আসবেন:
℟ আমাদের চরণ চালিত করবেন শান্তির পথে।
℣ সেই সূর্য তাদেরই আলো দেবেন যারা বসে আছে অন্ধকারে ও মৃত্যু-ছায়ায়,
℟ আমাদের চরণ চালিত করবেন শান্তির পথে।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - উপ ২:১-৩,১২-২৬

ভোগবিলাসিতা ও মানবপ্রজ্ঞাও অসার

আমি ভাবলাম, 'আচ্ছা, আমি আমোদ পরীক্ষা করব; দেখতে চাই তার সুখভোগের ফল কি।' কিন্তু দেখ, তাও অসার! হাসির বিষয়ে আমি বললাম, 'মূর্খতা!' এবং আমোদের বিষয়ে বললাম, 'এতে কী লাভ?' আমার মন তখনও প্রজ্ঞায় নিবিষ্ট থাকতেই আমি সঙ্কল্প নিলাম, উগ্র পানীয় পান করে শরীর খুশি করব, উন্মাদনা আলিঙ্গন করব, যতদিন না আবিষ্কার করতে পারি, আকাশের নিচে যত আদমসন্তান রয়েছে, তাদের নিরূপিত জীবনকালে তাদের পক্ষে কী কী করা ভাল।

পরে আমি প্রজ্ঞা, মূর্খতা ও উন্মাদনার কথা বিবেচনা করে বসলাম; ভাবলাম, এই রাজার পরে যিনি রাজাসনে বসবেন, তিনি কী করবেন? আগে যা ঘটেছিল, তা-ই মাত্র! তখন আমি লক্ষ করলাম যে, যেমন অন্ধকারের চেয়ে আলোর উপকার বেশি, তেমনি উন্মাদনার চেয়ে প্রজ্ঞারও উপকার বেশি; হ্যাঁ,

প্রজ্ঞাবানের কপালেই তো চোখ থাকে,
কিন্তু নির্বোধ অন্ধকারে হেঁটে বেড়ায়;

তবু একথাও জানি যে, দু'জনের শেষ দশা এক। তখন আমি ভাবলাম, 'যেহেতু নির্বোধের যে দশা, তা আমারও দশা হবে, সেজন্য আমি যে বেশি প্রজ্ঞাবান হয়েছি, তাতে লাভ কী?' এই সিদ্ধান্তে এলাম: এও অসার! কেননা নির্বোধই হোক, প্রজ্ঞাবানই হোক, কারও স্মৃতি চিরস্থায়ী নয়, ভাবীকালে কারও মনে কিছুই

থাকবে না। নির্বোধ ও প্রজ্ঞাবান, দু'জনেরই মৃত্যু হবে। তাই আমার চোখে জীবন ঘৃণার বিষয় হল, কেননা সূর্যের নিচে যা কিছু ঘটে, সবই আমার বিতৃষ্ণা জন্মায়, যেহেতু সবই অসার, সবই বাতাসের পিছনে ধাওয়া করামাত্র।

আমি সূর্যের নিচে যা কিছুর জন্য পরিশ্রম করলাম, সবই আমার ঘৃণার বিষয় হল, কারণ আমার পরে যে আমার পদে বসবে, তারই হাতে তা রেখে যেতে হবে। আর সে যে প্রজ্ঞাবান হবে বা নির্বোধ হবে, একথা কে জানে? অথচ আমি সূর্যের নিচে যত পরিশ্রম ও বুদ্ধি খাটিয়ে যা কিছু সাধন করলাম, তার ফল সে-ই ভোগ করবে—এও অসার!

তাই আমি এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছলাম যে, সূর্যের নিচে যত পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত হয়েছিলাম, তার অন্তরে নিরাশ হলাম, কারণ যে মানুষ প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও সাফল্যের সঙ্গে পরিশ্রম করেছে, তাকে তার সমস্ত বিষয়-সম্পদ এমন অন্যজনের হাতে রেখে যেতে হবে, যে তার জন্য একটুও পরিশ্রম করেনি। এও অসার, এও আদৌ ঠিক নয়! তবে তার সমস্ত পরিশ্রমে ও তার হৃদয়ের সমস্ত উদ্বেগে মানুষ সূর্যের নিচে যে পরিশ্রম করে, সেই পরিশ্রমে তার কী লাভ? কেননা তার সমস্ত দিন ব্যথা ও কষ্টকর দুশ্চিন্তা দ্বারা চিহ্নিত; রাতেও তার হৃদয় বিশ্রাম পায় না। এও অসার!

সুতরাং ঘটা করে খাওয়া-দাওয়া ও নিজের পরিশ্রমের মধ্যে নিজেই সুখভোগ করা, মানুষের পক্ষে এর চেয়ে শ্রেয় কিছু নেই; এবং আমি লক্ষ করলাম, এও পরমেশ্বরের হাত থেকে আসে। কেননা কেইবা ঘটা করে খাওয়া-দাওয়া ও সুখভোগ করতে পারে, যদি না এসব কিছু তাঁর হাত থেকে আসে? যে মানুষ তাঁর প্রীতিভাজন, তাকে তিনি প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আনন্দ দান করেন, কিন্তু পাপীকে এমন দন্ড দেন, সে যেন পরমেশ্বরের প্রীতিভাজনের জন্যই ধন সংগ্রহ ও সঞ্চয় করে। কিন্তু এও অসার, এও বাতাসের পিছনে ধাওয়া করামাত্র।

শ্লোক উপ ২:২৬; ১:১৪; ১ তি ৬:১০

প্র যে মানুষ ঈশ্বরের প্রীতিভাজন, তাকে তিনি প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আনন্দ দান করেন, কিন্তু পাপীকে এমন দন্ড দেন, সে যেন পরমেশ্বরের প্রীতিভাজনের জন্যই ধন সংগ্রহ ও সঞ্চয় করে।

উ সবই অসার, সবই বাতাসের পিছনে ধাওয়া করামাত্র।

প্র অর্থলালসাই সমস্ত অনিষ্টের মূল; তাতে আসক্ত হওয়ায় অনেকে বহু যন্ত্রণায় নিজেদের ক্ষতবিক্ষত করেছে।

উ সবই অসার, সবই বাতাসের পিছনে ধাওয়া করামাত্র।

দ্বিতীয় পাঠ - উপদেশক পুস্তকে নিস্যার ধর্মপাল সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি **উপদেশ ৫**

প্রজ্ঞাবানের কপালেই তো চোখ থাকে

পলের কথামত, আত্মা যদি নিজের মাথার প্রতি তথা খ্রীষ্টেরই প্রতি চোখ তোলে, তবে চোখের তীক্ষ্ণতর দৃষ্টিশক্তিলাভের ফলে সে নিজেকে ধন্য বলে গণ্য করতে পারবে, কেননা তার চোখ সেখানেই নিবদ্ধ থাকবে যেখানে অমঙ্গলের অন্ধকারের লেশমাত্র নেই। সেই মহাত্মা পলের চোখ, ও তাঁর মত আরও অনেক মহাত্মার চোখ কপালেই ছিল; আর তাদের সকলেরও কপালে চোখ থাকে যারা খ্রীষ্টে জীবনযাপন ও আচরণ করে।

কেননা আলোতে যে আছে, সে অন্ধকার দেখবে, এমনটি যেমন সম্ভব নয়, তেমনি খ্রীষ্টে যার চোখ, অসার কিছু তাকে আঘাত করতে পারে এমনটিও হতে পারে না। সুতরাং কপালেই যার চোখ—কপাল বলতে আমরা সবকিছুর আদিকারণ বোঝাই—তার চোখ সমস্ত সদ্‌গুণাবলিতেই নিবদ্ধ (খ্রীষ্টই কিন্তু পরমসিদ্ধ সদ্‌গুণ ও সবদিক দিয়ে পরিপক্ক): হ্যাঁ, সত্য, ধর্মময়তা, অক্ষয়শীলতা, সমস্ত মঙ্গলেই নিবদ্ধ তার চোখ। *প্রজ্ঞাবানের কপালেই তো চোখ থাকে; কিন্তু নির্বোধ অন্ধকারে হেঁটে বেড়ায়।* কেননা নিজ প্রদীপ দীপাধারে যে রাখে না, বরং খাটের নিচেই রাখে, সে এমনটি করে অন্ধকারেই থাকে।

যারা অন্ধকারের বিরোধী, যারা সর্বোচ্চ বিষয়ে তৃপ্তি পায়, যারা প্রকৃত ধ্যানের বস্তুতে রত থাকে, তারা অন্ধ ও অপদার্থ বলে গণ্য: ঠিক এই অর্থেই পল খ্রীষ্টের জন্য নিজেকে মূর্খ বলে গর্ব করতেন। কেননা আমরা যে সব বিষয়ে ব্যস্ত, তাঁর সুবুদ্ধি ও প্রজ্ঞা সেই সমস্ত কিছু অনুধাবন করত না। *খ্রীষ্টের জন্য আমরা তো মূর্খ,* একথা

বলে তিনি ঠিক যেন বলতে চাচ্ছিলেন, ‘এ অস্থায়ী জীবন সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে আমরা অন্ধ, কারণ ঊর্ধ্বলোকের বিষয়েই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি, ও আমাদের চোখ কপালেই রয়েছে।’ ফলে গৃহ কি অন্নমেজ তাঁর ছিল না, ছিলেন নিঃস্ব, প্রবাসী, বস্ত্রহীন, ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত।

আর আসলে, তাঁকে শেকলাবদ্ধ, আঘাতগ্রস্ত ও অপমানিত দেখে কেই বা তাঁকে দুর্দশাগ্রস্ত মনে করবে না? সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত ব্যক্তির মত তিনি উত্তাল তরঙ্গে এস্থান ওস্থানে বিক্ষিপ্ত ছিলেন—আর তেমন পরিবেশে তিনি শেকলাবদ্ধও ছিলেন। কিন্তু তবুও লোকদের ধারণায় দুর্দশাগ্রস্ত হয়েও তথাপি তিনি খ্রীষ্ট থেকে দৃষ্টি কখনও ফিরিয়ে নেননি, বরং তাঁর চোখ নিত্যই কপালে রেখে তিনি বলছিলেন, *খ্রীষ্টের ভালবাসা থেকে কে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে? কোন ক্লেশ বা সঙ্কট, কিংবা নির্যাতন, ক্ষুধা বা বস্ত্রাভাব, কিংবা কোন বিপদ, কোন তলোয়ার কি তা করতে পারবে?* তার মানে, ‘আমার চোখ কপাল থেকে উৎখাত করে অসার বস্তুর দিকে আমাকে বাধ্য করবে, সে কে?’ তিনি আমাদেরও সেভাবে করতে আদেশ দেন; তাঁর বাণী: *ঊর্ধ্বলোকেরই বিষয়গুলো ভাব*, অর্থাৎ কিনা, চোখ কপালেই রাখ।

শ্লোক সাম ১২৩:২; যোহন ৮:১২

℟ দেখ, দাসদের চোখ যেমন গৃহকর্তার হাতের দিকে, তেমনি
℣ আমাদের চোখ আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর দিকে, তিনি যেন আমাদের দয়া করেন।
℟ আমিই জগতের আলো; যে আমার অনুসরণ করে, সে অন্ধকারে চলবে না, কিন্তু জীবনের আলো পাবে।
℣ আমাদের চোখ আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর দিকে, তিনি যেন আমাদের দয়া করেন।

মঙ্গলবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - এফে ২:১-১০

পাপীরা খ্রীষ্টযীশুতে পরিত্রাণপ্রাপ্ত

তোমরাও নিজেদের অপরাধ ও পাপের ফলে মৃত ছিলে:—বিদ্রোহের সন্তানদের মধ্যে সক্রিয় যে আত্মা, মহাশূন্যের কর্তৃত্ব-রাজ্যের সেই অপরাজের অনুসরণে চলে তোমরা তো এই জগতের যুগধর্ম পালনে একসময় সেই সব অপরাধ ও পাপের মধ্যে চলতে। সেই বিদ্রোহীদের মধ্যে আমরাও সকলে মাংস ও মনের যত কামনা-বাসনা পূরণ করে একসময় মাংসের সমস্ত অভিলাষ অনুসারে জীবনযাপন করতাম, এবং অন্যান্য সকলের মত আমরাও স্বভাবত ঐশক্রোধের পাত্র ছিলাম। কিন্তু ঈশ্বর, দয়ায় ঐশ্বর্যবান হওয়ায়, যে মহা ভালবাসায় আমাদের ভালবাসলেন, অপরাধের ফলে মৃত ছিলাম যে আমরা এই আমাদের তিনি খ্রীষ্টের সঙ্গে সঞ্জীবিত করে তুললেন—অনুগ্রহেই তোমরা পরিত্রাণকৃত!—এবং আমাদের তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থিত করলেন ও তাঁর সঙ্গে স্বর্গধামে আসন দিলেন—খ্রীষ্টযীশুতে। তিনি তেমনটি করলেন যেন আগামী কালে যুগযুগ ধরেই তিনি, খ্রীষ্টযীশুতে আমাদের প্রতি তাঁর মঙ্গলময়তার মাধ্যমে, তাঁর সেই অসীম অনুগ্রহের ঐশ্বর্য দেখাতে পারেন। কেননা এই অনুগ্রহেই তোমরা বিশ্বাস দ্বারা পরিত্রাণ পেয়েছ; এবং তা তোমাদের কাজ নয়, ঈশ্বরেরই দান; তা কর্মের ফলও নয়, কেউই যেন গর্ব না করতে পারে। কারণ আমরা তাঁরই শিল্পকর্ম, খ্রীষ্টযীশুতে সেই সমস্ত সৎকর্মের উদ্দেশ্যেই সৃষ্ট, যা ঈশ্বর আগে থেকে স্থিরীকৃত করেছিলেন, যেন আমরা সেই পথে চলি।

শ্লোক এফে ২:৫,৬; যোহন ৩:১৬

℟ অপরাধের ফলে মৃত ছিলাম যে আমরা এই আমাদের তিনি খ্রীষ্টের সঙ্গে সঞ্জীবিত করে তুললেন,
℣ খ্রীষ্টযীশুতে তিনি আমাদের তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থিত করলেন ও তাঁর সঙ্গে স্বর্গধামে আসন দিলেন।
℟ ঈশ্বর জগৎকে এতই ভালবেসেছেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে দান করেছেন।
℣ খ্রীষ্টযীশুতে তিনি আমাদের তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থিত করলেন ও তাঁর সঙ্গে স্বর্গধামে আসন দিলেন।

ক্ষমার অনুগ্রহ সকলের জন্য এক ও একই

খ্রীস্টের দীক্ষাস্নান হল রাজকীয় ও যাজকীয় অভিষেক, যার ফলে যিনি অভিষিক্ত, তাঁর সমকক্ষদের চেয়েও তিনি নিজেই খ্রীষ্ট বলে অভিহিত—খ্রীষ্ট এমন গ্রীক শব্দ যা হিব্রু ভাষায় মসীহ বলে, ও লাতিন ভাষায় যার অর্থ হল অভিষিক্ত। এক একজন করে অন্যান্যকে অভিষিক্ত করতে পারবেন, এমন পরিপূর্ণ অভিষেকের অধিকার কেবল তাঁরই রয়েছে। এবং শ্রেষ্ঠ অভিষিক্তজন হওয়ায় তিনি নিজ পরিপূর্ণতা থেকে সেই দত্তকপুত্রদের অভিষিক্ত করেন যারা তাঁর নিজের খ্রীষ্ট নাম গ্রহণ করেন, যেমন এ বাণীতে প্রকাশিত, *তিনিই পবিত্র আত্মায় দীক্ষাস্নান সম্পাদন করেন।* এ দীক্ষাস্নানের অধিকার থেকে একটামাত্র ফল নয়, দু'টো ফলই নির্গত: প্রথমত, খ্রীষ্ট আত্মায় দীক্ষাস্নান সম্পাদন করায় পাপমোচন সাধন করেন; দ্বিতীয়ত, তিনি দীক্ষাস্নান সম্পাদন করায় নানা অনুগ্রহদানের অলঙ্কার বিতরণ করেন। পাপমোচন বিষয়ে স্বয়ং তিনিই নিজ পুনরুত্থানের সেই দিনে কথা বলেন, যখন যাঁদের তিনি নিজ রক্তে ধৌত করে আগেই পাপ থেকে পরিশুদ্ধ করেছিলেন, সেই শিষ্যদের উপর ফুৎকার দিয়ে বলেন, *পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ কর।* আর পবিত্র আত্মাকে যে পাপমোচনের উদ্দেশেই তাঁদের দেওয়া হয়েছিল, একথা তখনই তিনি নিজে সপ্রমাণ করেন যখন বলে চলেন, *তোমরা যদি কারও পাপ ক্ষমা কর, তা ক্ষমা করা হবে; যদি কারও পাপ ধরে রাখ, তা ধরে রাখা থাকবে।*

দানগুলির যে বিতরণ দ্বারা তিনি মানুষকে অনুগ্রহের অলঙ্কারে সজ্জিত করেন, সেই বিতরণ বিষয়টা লুক শিষ্যচরিতে উত্থাপন করে বলেন, *যোহন জলে দীক্ষাস্নান সম্পাদন করলেন, তোমরা কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে পবিত্র আত্মায়ই দীক্ষাস্নাত হবে।*

তিনি তখনই পবিত্র আত্মায় আমাদের দীক্ষাস্নাত করেন, যখন আমরা দীক্ষাকুণ্ডে নেমে গেলে আত্মার অদৃশ্য অনুগ্রহ দীক্ষাস্নাতদের সকল পাপ মোচন করে। পাপমোচন ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নেই, অর্থাৎ, সকলের কাছে একইভাবে ও সমরূপে এক ও একই ক্ষমার অনুগ্রহ দান করা হয়, যা আমাদের সমস্ত অপরাধ মুছে দেয় ও আমাদের সমস্ত পাপ সমুদ্র-গভীরে ফেলে দেয়।

কিন্তু অনুগ্রহদান ক্ষেত্রে সকলের কাছে একই পরিমাণ দেওয়া হয় না, তাই একজনকে বিশ্বাস, অন্যকে জ্ঞান বা প্রজ্ঞার ভাষা, আবার অন্যকে নানা ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা, আবার অন্যকে ভবিষ্যদ্বাণী বুঝবার অধিকার ইত্যাদি দান দেওয়া হয়। *এই সকল কর্মক্রিয়া সেই একমাত্র ও একই আত্মাই সাধন করেন, আর তিনি ভাগ ভাগ ক'রে যাকে ইচ্ছা করেন তাকে দান করেন।*

দীক্ষাস্নান সম্পাদনকারীর এ অনুগ্রহদানগুলি ক্ষেত্রে আমরা নবসন্ধির পবিত্রজনদের মধ্যে এ গৌরবময় দীক্ষাস্নানের উজ্জ্বল চিহ্ন চিনতে পারি—আমরা নিজেরাই তো পড়তে পারি, পাপমোচনের উদ্দেশে দীক্ষাস্নাত হবার আগে তাঁদের কেউই তেমন কিছু পেতে পারেননি; কেবল সেই কর্নেলিউস ও তাঁর বাড়ির সকলের উপরেই—পিতর কথা বলতে বলতেই—পবিত্র আত্মা নেমে এলেন ও তাঁরা নানা ভাষায় ঈশ্বরের গুণকীর্তন করতে লাগলেন।

প্রাক্তন সন্ধির পিতৃপুরুষদের মধ্যে কেউ কেউ অলৌকিক কাজ সাধন করার ক্ষমতা ও অনেকে ভবিষ্যদ্বাণী দেওয়ার অধিকার পেয়েছিলেন; সেসময়ে তাঁরা পাপমোচনের উদ্দেশে সাধিত দীক্ষাস্নান তখনও পাননি, কিন্তু একথা নিশ্চিত যে, তাঁরা সকলে তখনই দীক্ষাস্নাত হলেন যখন খ্রীষ্ট ক্রুশে প্রাণ ত্যাগ করলে তাঁর বিদীর্ণ বুক থেকে সমগ্র মণ্ডলীর পাপমোচনের উদ্দেশে রক্ত ও জলের নদী নির্গত হল, তথা সেই মণ্ডলীর জন্যও তাই ঘটেছে, যা জগতের আদিলগ্ন থেকে শুরু করে তাঁর মৃত্যুক্ষণ পর্যন্ত জগতে উপস্থিত ছিল, অর্থাৎ প্রথম ধার্মিক সেই আবেল থেকে শুরু করে সেই দস্যুই পর্যন্ত যে ক্রুশে ঝুলে খ্রীষ্টের বুক থেকে সেই প্রাচুর্যময় ও পরিত্রাণদায়ী বন্যার নদী নির্গত হওয়ার আগেও খ্রীষ্টকে প্রভু বলে স্বীকার করল, ও ভাবী রাজ্যে বিশ্বাস স্থাপন করে তার স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকারোক্তি গুণে মুক্তি পেল।

শ্লোক হিব্রু ১০:২২,২৩; মার্ক ১৬:১৬ দ্রঃ

℣ দোষী বিবেক থেকে মুক্ত করা হয়েছে এমন হৃদয় নিয়ে, শুদ্ধ জলে স্নাত হয়েছে এমন দেহ নিয়ে, এসো, অটল হয়ে আমাদের প্রত্যাশার স্বীকারোক্তি আঁকড়ে ধরে রাখি,

℟ কারণ যিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি বিশ্বস্ত।

℣ যে বিশ্বাস করবে ও দীক্ষাস্নাত হবে, সে পরিত্রাণ পাবে।

℟ কারণ যিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি বিশ্বস্ত।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - উপ ৩:১-২২

সমস্ত বিষয়েরই জন্য এক সময় আছে

সমস্ত বিষয়েরই জন্য এক সময় আছে, ও আকাশের নিচে সমস্ত ব্যাপারের জন্য এক কাল আছে:

জন্মের কাল, মরণের কাল;
বীজ-বোনার কাল,
  গাছ-উৎপাটনের কাল;
বধ করার কাল,
  নিরাময় করার কাল;
ভাঙবার কাল, গাঁথবার কাল;
  কাঁদবার কাল, হাসবার কাল;
  বিলাপ করার কাল, নাচবার কাল;
পাথর ফেলার কাল, পাথর জড় করার কাল;
  আলিঙ্গনের কাল, আলিঙ্গন-বিরতির কাল;
  সন্ধানের কাল, হারাবার কাল;
বাঁচিয়ে রাখার কাল, ফেলে দেওয়ার কাল;
ছিঁড়ে ফেলার কাল, সেলাই করার কাল;
  নীরব থাকার কাল, কথা বলার কাল;
প্রেম করার কাল, ঘৃণা করার কাল;
  যুদ্ধের কাল, শান্তির কাল।

মানুষ যে পরিশ্রম করে, সেই পরিশ্রমে তার কী লাভ? আদমসন্তানেরা যেন তাতে ব্যস্ত থাকে, পরমেশ্বর যে কাজ তাদের দিয়েছেন, তা আমি বিবেচনা করলাম। তিনি যা কিছু করেন, সেই সমস্ত কিছু নিজ নিজ সময়ের জন্যই উপযোগী; কিন্তু আদমসন্তানদের হৃদয়ে তিনি কালপ্রবাহের ধারণা রাখা সত্ত্বেও মানুষ পরমেশ্বরের সাধিত কাজের আদি বা অন্ত ধারণ করতে অক্ষম। এতে আমি বুঝতে পারলাম যে, সারা জীবন ধরে আনন্দভোগ করা ও সৎকর্ম পালন করা ছাড়া তাদের আর মঙ্গল নেই। আর যখন মানুষ খাওয়া-দাওয়া করতে পারে ও নিজের পরিশ্রমের ফল ভোগ করতে পারে, তখন এ পরমেশ্বরের দান।

আমি ভালই জানি যে, পরমেশ্বর যা কিছু করেন, তা চিরস্থায়ী;

তাতে যোগ দেবারও কিছু নেই,
  বিয়োগ করারও কিছু নেই।
  পরমেশ্বর এভাবে ব্যবহার করেন,
  যেন মানুষ তাঁকে ভয় করে।
যা ঘটছে, তা আগেই ঘটে গেছে;
  যা ঘটবে, তা ইতিমধ্যেই ঘটছে।
  যা অতীত হয়েছে, পরমেশ্বর তার জবাবদিহি দাবি করেন।

আমি সূর্যের নিচে এও লক্ষ করলাম যে,
ন্যায্যতার স্থানে অন্যায্যতা রয়েছে,
ধর্মময়তার স্থানে অধর্ম রয়েছে।

আমি ভাবলাম, ধার্মিক ও দুর্জন, দু'জনকেই পরমেশ্বর বিচার করবেন, কারণ সমস্ত ব্যাপারের জন্য ও সমস্ত কাজের জন্য বিশেষ এক কাল আছে। পরে আদমসন্তানদের বিষয়ে আমি মনে মনে বললাম, পরমেশ্বর তাদের যাচাই করে দেখাতে চান যে, তারা আসলে পশুমাত্র। বাস্তবিকই মানুষের দশা ও পশুর দশা এক; হ্যাঁ, এ যেমন মরে, ও তেমনি মরে; তাদের সকলের শ্বাস এক। পশুর চেয়ে মানুষ কোন প্রাধান্যের অধিকারী নয়, যেহেতু সবই অসার।

সকলেই একই স্থানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে—সবকিছু ধুলা থেকে বের হয়, সবকিছু ধুলায় ফিরে যায়। আদমসন্তানদের আত্মা ঊর্ধ্বগামী এবং পশুদের আত্মা ভূতলের দিকে অধোগামী—একথা কে জানে? আমি লক্ষ করলাম, নিজের কর্মসাধনে আনন্দভোগ করা ছাড়া মানুষের আর মঙ্গল নেই, কারণ এটিই তার ভাগ্য। আসলে, তার মৃত্যুর পরে যা ঘটবে, তা দেখবার জন্য কে তাকে চালিত করতে পারবে?

শ্লোক ১ করি ৭:২৯,৩১; উপ ৩:১

প্র সময় আর বেশি নেই; যারা এসংসারের কোন কাজে আবদ্ধ, এখন থেকে তারা যেন তার সঙ্গে সম্পূর্ণ জড়িত নয়,
উ কেননা এই সংসারের চেহারা লোপ পেতে চলেছে।
প্র সমস্ত বিষয়েরই জন্য এক সময় আছে, ও আকাশের নিচে সমস্ত ব্যাপারের জন্য এক কাল আছে;
উ কেননা এই সংসারের চেহারা লোপ পেতে চলেছে।

দ্বিতীয় পাঠ - উপদেশক পুস্তকে নিস্যার ধর্মপাল সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি **উপদেশ ৬**

জন্মের কাল ও মরণের কাল

উপদেশক বলেন, *জন্মের কাল, মরণের কাল।* আহা, আমারও যদি এমনটি হয়, যেন শুভ সময়ে জন্ম নিই, শুভ সময়ে মৃত্যুবরণ করি! কেননা আমরা তখনই একপ্রকারে নিজেদেরই জনক, যখন শুভ মনোভাব ও স্বাধীন বিচারশক্তি দ্বারা নিজেদের গঠন করি, নিজেদের উদ্ভব ঘটাই, ও নিজেদের জন্মদান করি। তেমনটি আমরা তখনই সাধন করি, যখন ঈশ্বরকে নিজেদের অন্তরে গ্রহণ করে ঈশ্বরের সন্তান, সদ্‌গুণের সন্তান, ও পরাৎপরের সন্তান হয়ে উঠি। অপরদিকে আমরা তখনই অগঠিত ভ্রূণের মত জন্ম নিই ও ততক্ষণই অসম্পূর্ণ ও অপূর্ণাঙ্গ অবস্থায় থাকি, যতক্ষণ প্রেরিতদূতের বাণী মত আমাদের অন্তরে *খ্রীষ্টের রূপ* পূর্ণগঠিত না হয়। কেননা ঈশ্বরের মানুষের পক্ষে পূর্ণগঠিত ও পূর্ণাঙ্গ হওয়া চাই।

মরণের কাল: পলের পক্ষে মরণের জন্য সমস্ত কালই শুভ ছিল; বাস্তবিকই নিজ লেখায় তিনি চিৎকার করে বলেন, *আমি প্রতিদিন মৃত্যুর সম্মুখীন;* আরও, *তোমার খাতিরেই আমরা প্রতিদিন মৃত্যুর সম্মুখীন।* সত্যিই আমাদের নিজেদের মধ্যেই আমরা মৃত্যুদন্ড বহন করি।

পল কীভাবে প্রতিদিন মরেন, একথা তত অস্পষ্ট নয়, কারণ তিনি পাপের জন্য জীবনযাপন করেন না, বরং সবসময় ইন্দ্রিয়দমন করেন, নিজের দেহে খ্রীষ্টের মৃত্যু বহন করে চলেন, খ্রীষ্টের সঙ্গে নিত্যই ক্রুশবিদ্ধ হন। আবার তিনি নিজের জন্য কখনও জীবনযাপন করেন না, বরং নিজের অন্তরে জীবন্ত খ্রীষ্টকেই বহন করে চলেন। আমার মতে, এই সেই শুভ মৃত্যু, যা সত্যকার জীবন দান করল।

ঈশ্বর এজন্যই বলেন, *আমিই মৃত্যু ঘটাব ও জীবন দান করব,* যাতে মানুষ এ সত্যের বিষয়ে নিশ্চিত হয় যে, পাপের কাছে মরা ও আত্মার কাছে জীবিত থাকা ঈশ্বরেরই দান। কেননা ঐশবাণী এ অঙ্গীকার দেয় যে, ঈশ্বর যার মৃত্যু ঘটান, তাকে জীবন দান করবেন।

শ্লোক দ্বিঃবিঃ ৩২:৩৯; প্রত্যা ১:১৮

প্র আমিই মৃত্যু ঘটাই, আবার জীবন দান করি, আমিই আঘাত হানি, আবার নিরাময় করি,

℣ আমার হাত থেকে উদ্ধার করবে এমন কেউই নেই।
℟ আমার হাতে রয়েছে মৃত্যু ও পাতালের চাবিকাঠি,
℣ আমার হাত থেকে উদ্ধার করবে এমন কেউই নেই।

বুধবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - এফে ২:১১-২২

হিব্রুদের সঙ্গে ও ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত বিজাতীয়েরা

মনে রেখ, একসময় তোমরা যারা জন্মসূত্রে বিজাতি—সেই তোমরা যারা অপরিচ্ছেদিত বলে অভিহিত তাদেরই দ্বরা যারা মানুষের হাতে মাংসে পরিচ্ছেদিত—সেই তোমরাও একসময় ছিলে খ্রীষ্ট-বিহীন, ইস্রায়েল-নাগরিকত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন, প্রতিশ্রুতি-বাহী সেই নানা সন্ধির সঙ্গে সম্পর্কহীন বিজাতি, আশা-বিহীন এবং এই জগতে ঈশ্বরও-বিহীন। কিন্তু এখন, খ্রীষ্টযীশুতে, তোমরা যারা আগে দূরবর্তী ছিলে, খ্রীষ্টের রক্তগুণে নিকটবর্তী হয়েছ, কেননা তিনি নিজেই আমাদের শান্তি; তিনি বিধিনির্দেশের সেই বিধান আপন মাংসে বাতিল করায় সেই দুই জাতিকে এক করে তুলেছেন এবং বিচ্ছেদের মধ্যবর্তী প্রাচীর অর্থাৎ শত্রুতা ভেঙে ফেলেছেন, যেন সেই দুইকে নিয়ে তিনি নিজেতে এক-ই নতুন মানুষকে সৃষ্টি ক'রে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেন; এবং ক্রুশ দ্বারা নিজেতে সেই শত্রুতা ধ্বংস করায় তিনি যেন ঈশ্বরের সঙ্গে উভয়কে একদেহে পুনর্মিলিত করতে পারেন। তিনি এসে *দূরবর্তী এই তোমাদের কাছে শান্তির, এবং নিকটবর্তীদেরও কাছে শান্তির শুভসংবাদ জানিয়েছেন।* তাঁরই মধ্য দিয়ে দুই পক্ষের মানুষ এই আমরা এক আত্মায় পিতার কাছে প্রবেশাধিকার পেয়ে আছি।

তাই তোমরা এখন বিজাতি বা অস্থায়ী বাসিন্দা আর নও, বরং পবিত্রজনদের সহনাগরিক ও ঈশ্বরের পরিবারভুক্ত মানুষ। তোমরা প্রেরিতদূত ও নবীদের ভিত্তির উপরে গাঁথা; আর সংযোগপ্রস্তর হলেন স্বয়ং খ্রীষ্টযীশু। তাঁর মধ্যে প্রতিটি গাঁথনি সুসংবদ্ধ হয়ে প্রভুতে এক পবিত্র মন্দির হবার জন্য গড়ে উঠছে; তাঁর মধ্যে আত্মা দ্বারা তোমাদেরও ঈশ্বরের আবাস হবার জন্য গেঁথে তোলা হচ্ছে।

শ্লোক এফে ২:১৪,১৬,১৭-১৮,১৩ দ্রঃ

℟ খ্রীষ্টই আমাদের শান্তি; তিনি নিজেতে সেই শত্রুতা ধ্বংস ক'রে সেই দুই জাতিকে এক করে তুলেছেন। তিনি এসে দূরবর্তী এই তোমাদের কাছে শান্তির, এবং নিকটবর্তীদেরও কাছে শান্তির শুভসংবাদ জানিয়েছেন।
℣ তাঁরই মধ্য দিয়ে দুই পক্ষের মানুষ এই আমরা এক আত্মায় পিতার কাছে প্রবেশাধিকার পেয়ে আছি।
℟ এখন খ্রীষ্টযীশুতে আমরা খ্রীষ্টের রক্তগুণে নিকটবর্তী হয়েছি।
℣ তাঁরই মধ্য দিয়ে দুই পক্ষের মানুষ এই আমরা এক আত্মায় পিতার কাছে প্রবেশাধিকার পেয়ে আছি।

দ্বিতীয় পাঠ - যোহন-রচিত সুসমাচারে আলেক্জান্দ্রিয়ার ধর্মপাল সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা ১০ম পুস্তক

পবিত্র ভোজে অংশ নেওয়ায়
আমাদের অন্তরে খ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টে আমরা এক হয়ে উঠি

আমরা সিদ্ধ ভালবাসার মনোভাবে, সঠিক ও অটল বিশ্বাসে, এবং সরল ও সদ্‌গুণ-আকাঙ্ক্ষী অন্তরে খ্রীষ্টের সঙ্গে আত্মিকভাবে মিলিত হব, এমন ধারণা আমাদের ধর্মতত্ত্ব কোন মতে অস্বীকার করে না; এমনকি আমরা সমর্থন করি, আমাদের ধর্মতত্ত্ব ঠিক তাই বলে।

বাস্তবিকই, সেই ধর্মতত্ত্বের জোরে কেইবা সন্দেহ করতে পারবে যে, খ্রীষ্ট আঙুরলতা আর আমরা শাখা হওয়ায় তাঁর কাছ থেকে ও তাঁর দ্বারা জীবন পাই, যখন প্রেরিতদূত নিজেই একথা বলেন যে, *যখন একরুটি, তখন আমরা অনেক হয়েও একদেহ, কারণ আমরা সকলেই সেই একরুটির অংশভাগী!* তবে কেউ আমাদের বলুক রহস্যময় পবিত্র ভোজের মূলকারণ কী; আমাদের বুঝিয়ে দিক তার শক্তি কেমন! কেনই বা তা আমাদের অন্তরে প্রবেশ করে? এর কারণ কি এই নয়, খ্রীষ্টের পবিত্রতম মাংসে আমাদের সহভাগিতা ও অংশগ্রহণ গুণে

খ্রীষ্ট যেন দেহগতভাবেও আমাদের অন্তরে বাস করেন? এ অত্যন্তই স্পষ্ট, কেননা পল একথা লেখেন যে, *সুসমাচারের মধ্য দিয়ে বিজাতীয়রা একই উত্তরাধিকারের সহভাগী হতে, একই দেহের অঙ্গ হতে, ও প্রতিশ্রুতির অংশীদার হতে খ্রীষ্টযীশুতে আহূত হয়েছে।*

তারা কেমন করে তাঁর একই দেহের অঙ্গ হল? সেই রহস্যময় পবিত্র ভোজে অংশগ্রহণ গুণেই তারা তাঁর সঙ্গে একদেহ হয়ে উঠল, যেমনটি প্রেরিতদূতদের প্রত্যেকজনের বেলায়ও ঘটেছিল; অন্যথা তিনি কেনই বা নিজের অঙ্গের মত সকলের অঙ্গও খ্রীষ্টের অঙ্গ বলবেন? বস্তুতপক্ষে তিনি একথা লেখেন যে, *তোমরা কি একথা জান না যে, তোমাদের দেহ খ্রীষ্টের অঙ্গ? তাহলে আমি কি খ্রীষ্টের অঙ্গ নিয়ে গিয়ে তা বেশ্যার অঙ্গ করে তুলব? দূরের কথা!* স্বয়ং ত্রাণকর্তাই বলেন, *যে কেউ আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পান করে, সে আমাতে বসবাস করে আর আমি তার অন্তরে বসবাস করি।* এবিষয়ে নিতান্ত মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ করতে হবে যে, ভালবাসার একপ্রকার সম্পর্ক অনুসারেই খ্রীষ্ট আমাদের অন্তরে থাকবেন, এমন কথা তিনি বলেননি, কিন্তু একথা বললেন যে, স্বরূপগত সহভাগিতা গুণেই তিনি আমাদের অন্তরে থাকবেন। কেউ দু' টুকরো মোম আগুনে একসঙ্গে গলিয়ে দিলে যেমন দু' টুকরো থেকে একটামাত্র টুকরো হয়, তেমনি খ্রীষ্টের দেহ ও মূল্যবান রক্তে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে আমরা একসঙ্গে মিলিত হই: তিনি আমাদের অন্তরে আর আমরা তাঁর মধ্যে।

প্রকৃতপক্ষে, যা নিজের স্বরূপে ক্ষয়শীল, তা অন্যভাবে সঞ্জীবিত হতে পারে না, যদি তাঁরই দেহের সঙ্গে দেহগত ভাবেই মিলিত না হয় যিনি স্বরূপেই জীবন, তথা সেই অদ্বিতীয় পুত্র। আর আমার কথা মেনে নিতে সম্মত না হলে, তবে বিশ্বাসেই সেই খ্রীষ্টের প্রতি আসক্ত হও, যিনি বললেন, *আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, তোমরা যদি মানবপুত্রের মাংস না খাও ও তাঁর রক্ত পান না কর, তবে তোমাদের অন্তরে কোন জীবন নেই। যে কেউ আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পান করে, সে অনন্ত জীবন পেয়ে গেছে, আর আমি শেষ দিনে তাকে পুনরুত্থিত করব।*

শ্লোক ১ করি ১০:১৬; সাম ২৩:৫

প্র সেই যে স্তুতিবাদের পানপাত্র, যা নিয়ে আমরা 'ধন্য' স্তুতিবাদ উচ্চারণ করি, তা কি খ্রীষ্টের রক্তে সহভাগিতা নয়?

উ আর সেই যে রুটি, যা আমরা ছিঁড়ে টুকরো করি, তা কি খ্রীষ্টের দেহে সহভাগিতা নয়?

প্র আমার সম্মুখে তুমি সাজাও অন্নভোজ, আমার পানপাত্র উচ্ছলিত।

উ আর সেই যে রুটি, যা আমরা ছিঁড়ে টুকরো করি, তা কি খ্রীষ্টের দেহে সহভাগিতা নয়?

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - উপ ৫:৯–৬:৮

অর্থও অসার

অর্থ যে ভালবাসে, তার পক্ষে অর্থ কখনও যথেষ্ট হয় না;
  বিলাসিতা যে ভালবাসে, তার অর্থলাভ হয় না।
এও অসার।

যেখানে সম্পদ বৃদ্ধি পায়,
  সেখানে পরজীবী বৃদ্ধি পায়;
  তবে দৃষ্টিসুখ ছাড়া
  সম্পদে মালিকের আর কী লাভ?
শ্রমিক বেশি বা কম আহার করুক,
  তার নিদ্রা মধুর;
  কিন্তু ধনীর অধিক প্রাচুর্য
  তাকে নিদ্রা যেতে দেয় না।

আমি সূর্যের নিচে আর এক বিরাট অনিষ্ট লক্ষ করেছি: মালিকের নিজের লোকসানেই রক্ষিত ধন! একটা দুর্ঘটনা, আর সেই ধন গেল; ছেলে জন্ম নিল, আর তার হাতে কিছু নেই। মানুষ মাতৃগর্ভ থেকে উলঙ্গ হয়ে বেরিয়ে আসে; যেমন বেরিয়ে আসে, তেমনি উলঙ্গ হয়েই আবার চলে যায়; তার পরিশ্রমের কোন ফলও সে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারে না। এও বিরাট অনিষ্ট যে, সে যেমন আসে, আবার ঠিক সেইভাবে তাকে চলে যেতে হবে। বাতাসের জন্য পরিশ্রম করার পর তার হাতে কী লাভ থাকল? তাছাড়া সে সম্ভবত অনেক দুঃখ, পীড়া ও ক্ষোভের মধ্যেই অন্ধকারে ও বিলাপে তার জীবনের সকল দিন কাটিয়েছে।

দেখ, আমার শেষ সিদ্ধান্ত এ: পরমেশ্বর মানুষকে যে ক'দিন বাঁচতে দেন, সেই সমস্ত দিন সে সূর্যের নিচে তার সেই পরিশ্রমের ফল ঘটা করে খাওয়া-দাওয়ায় ও সুখভোগে ভোগ করুক; কারণ এ তার ভাগ্য। পরমেশ্বর যাকে ধনসম্পত্তি দেন, তা ভোগ করার, তার নিজের অংশ নেওয়ার, ও নিজের পরিশ্রমের ফল ভোগ করার অধিকারও তাকে দেন; এও পরমেশ্বরের দান; তখন মানুষ নিজের পরমায়ুর চিন্তায় তত বসে থাকবে না, কারণ পরমেশ্বর তার হৃদয়ের আনন্দেই তাকে ব্যস্ত রাখেন।

আমি সূর্যের নিচে আর এক অনিষ্ট লক্ষ করেছি, তা মানুষের পক্ষে ভারী: পরমেশ্বর একজনকে এত ধনসম্পত্তি ও সম্মান দেন যে, আকাঙ্ক্ষিত যত বস্তুর মধ্যে তার জন্য কিছুই ঘাটতি পড়ে না, কিন্তু পরমেশ্বর তা ভোগ করতে তাকে দেন না, আসলে অপর কেউ তা ভোগ করে; এ অসার ও অনিষ্টকর দুর্দশা। ধরা যাক: একজনের একশ'টি সন্তান আছে, বহু বছর বেঁচে দীর্ঘজীবীও হয়, কিন্তু সে যদি মঙ্গল ভোগ করতে না পারে, তার যদি সমাধিও না থাকে, তাহলে আমার কথা হল, তার চেয়ে বরং অকালজাত শিশুও আরামে আছে। হ্যাঁ,

সে বৃথাই আসে, অন্ধকারে চলে যায়,
আর তার নাম অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে;

সে সূর্যও দেখতে পায়নি, সূর্যের কথা পর্যন্তও জানতে পারেনি; অথচ সেই প্রথমজনের চেয়ে এরই বিশ্রাম আরামদায়ক। কেননা দু'হাজার বছর বাঁচলেও সে কখনও মঙ্গল ভোগ করবে না। পরিশেষে সকলকে কি একই জায়গায় যেতে হবে না?

মানুষের সমস্ত পরিশ্রম তার মুখের জন্য,
অথচ তার আকাঙ্ক্ষা কখনও তৃপ্তি পায় না।
নির্বোধের চেয়ে প্রজ্ঞাবানের লাভজনক কী আছে?
জীবিতদের সামনে সদাচরণ করতে জানে
এমন দীনহীনের কী লাভ?

শ্লোক প্রবচন ৩০:৮; সাম ৩১:১৫,১৬ দ্রঃ

℟ প্রভু, আমা থেকে ছলনা ও মিথ্যা দূরে রাখ;
℣ দীনতা বা ঐশ্বর্য আমাকে দিয়ো না; কিন্তু আমার যতটুকু খাদ্য দরকার, ততটুকু আমাকে দাও।
℟ তোমাতেই ভরসা রাখি, প্রভু; তোমার হাতেই আমার আয়ুষ্কাল।
℣ দীনতা বা ঐশ্বর্য আমাকে দিয়ো না; কিন্তু আমার যতটুকু খাদ্য দরকার, ততটুকু আমাকে দাও।

দ্বিতীয় পাঠ - উপদেশক পুস্তকে সাধু যেরোমের ব্যাখ্যা

তোমরা ঊর্ধ্বলোকের বিষয়ের অন্বেষণ কর

পরমেশ্বর যাকে ধনসম্পত্তি দেন, তা ভোগ করার, তার নিজের অংশ নেওয়ার, ও নিজের পরিশ্রমের ফল ভোগ করার অধিকারও তাকে দেন; এও পরমেশ্বরের দান; তখন মানুষ নিজের পরমায়ুর চিন্তায় তত বসে থাকবে না, কারণ পরমেশ্বর তার হৃদয়ের আনন্দেই তাকে ব্যস্ত রাখেন। উপদেশক একথা বলেন যে, যে কেউ অন্ধকারময় দুশ্চিন্তায়ই নিজ সম্পদ ব্যবহার করে ও দুর্বহ জীবনযাপনেই নশ্বর ধন সঞ্চয় করে, তার তুলনায় সে-ই শ্রেয়, যে তাই ভোগ করে যা তার সামনে রয়েছে। কেননা সামান্য হলেও তবু এক্ষেত্রে সুখ আছেই; কিন্তু অপর ক্ষেত্রে কেবল দুশ্চিন্তার রাশিই রয়েছে। মানুষ ধন-সম্পত্তি ভোগ করতে পারে; এ যে ঈশ্বরের দান, উপদেশক এর যুক্তিও দেন, *কারণ মানুষ নিজের পরমায়ুর চিন্তায় তত বসে থাকবে না।*

ঈশ্বর অবশ্যই তার হৃদয়ে আনন্দ মঞ্জুর করেন: বর্তমান আনন্দ ও সুখের প্রতি আকর্ষিত হওয়ায় সে দুঃখে ক্লিষ্ট হবে না, দুশ্চিন্তায়ও অস্থির হবে না। কিন্তু তবুও প্রেরিতদূতের মন অনুসারে, ঈশ্বর যে আত্মিক খাদ্য ও আত্মিক পানীয় দান করেন, তা উপলব্ধি করা আরও ভাল। নিজের পরিশ্রমে মঙ্গল দেখাও ভাল, কারণ আমরা অত্যন্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার মধ্যে প্রকৃত মঙ্গল দর্শন করতে পারি। আর এই তো আমাদের কর্তব্য, আমরা যেন আমাদের প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমে আনন্দ পাই। এটি মঙ্গল বটে, তবু *আমাদের জীবন সেই খ্রীষ্ট যতদিন আবির্ভূত না হন,* ততদিন এ মঙ্গল অপূর্ণাঙ্গ।

তাই উপদেশকের ধারণায় তাকেই শ্রেয় বলে গণ্য করা যায়, যে মানুষ স্বর্গীয় শাস্ত্রে দক্ষ হয়ে কেবল *নিজের ওষ্ঠের জন্যই পরিশ্রম করে, ও যার আকাঙ্ক্ষা কখনও তৃপ্তি পায় না,* যেহেতু সে সবসময়ই শিখতে আকাঙ্ক্ষিত। এক্ষেত্রে প্রজ্ঞাহীনের চেয়ে প্রজ্ঞাবান-ই ধনবান, কারণ নিজেকে দীনহীন মনে ক'রে (সেই অর্থেই দীনহীন, যা অনুসারে সুসমাচারে তাকে সুখীই বলা হয়) অপকর্ম ক্ষেত্রেই সে দীনহীন, ও সেই সমস্ত কিছু উপলব্ধি করতে তৎপর যা জীবন-সংক্রান্ত, সেই সরু ও সঙ্কীর্ণ পথে চলে যা জীবনের দিকে নিয়ে যায়, ও যিনি নিজেই জীবন, সেই খ্রীষ্ট কোথায়, তা জানে।

শ্লোক   সিরা ২৩:৪-৬,১

প্ হে প্রভু, হে পিতা, হে আমার জীবনস্বামী, আমার চোখ যেন উদ্ধত না হয়, আমা থেকে হিংসা দূর করে দাও, লাম্পট্য ও কামাসক্তি যেন আমাকে না ধরে ফেলে;
উ আমাকে নির্লজ্জ বাসনার হাতে ফেলে রেখো না।
প্ প্রভু, তাদের ইচ্ছার হাতে আমাকে সঁপে দিয়ো না, তাদের কারণে আমাকে পড়তে দিয়ো না:
উ আমাকে নির্লজ্জ বাসনার হাতে ফেলে রেখো না।

বৃহস্পতিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - এফে ৩:১-১৩

ঈশ্বরের রহস্যের ঘোষক পল

আমি, পল, তোমাদের, অর্থাৎ বিজাতীয়দের জন্য খ্রীষ্টযীশুর বন্দি … । ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ-ব্যবস্থা তোমাদের খাতিরে আমাকে দেওয়া হয়েছে, তার কথা তোমরা নিশ্চয় শুনেছ; একথাও শুনেছ যে, ঐশপ্রকাশের মধ্য দিয়ে সেই রহস্য আমাকে জানানো হয়েছে, যা প্রসঙ্গে আমি একটু আগে সংক্ষেপে লিখেছি। তা পড়লে তোমরা বুঝতে পারবে খ্রীষ্ট-রহস্য সম্বন্ধে আমি কি বুঝি। সেই রহস্যকে পূর্বযুগের মানুষের কাছে সেইভাবে প্রকাশ করা হয়নি, যেভাবে এই বর্তমানকালে আত্মায় তাঁর পবিত্র প্রেরিতদূতদের ও নবীদের কাছে প্রকাশ করা হয়েছে, যথা, সুসমাচারের মধ্য দিয়ে বিজাতীয়রা একই উত্তরাধিকারের সহভাগী হতে, একই দেহের অঙ্গ হতে, ও প্রতিশ্রুতির অংশীদার হতে খ্রীষ্টযীশুতে আহূত হয়েছে। ঈশ্বরের অনুগ্রহের যে দান তাঁর পরাক্রমের কর্মশক্তি গুণে আমাকে দেওয়া হয়েছে, সেই অনুসারে আমাকে সেই সুসমাচারের সেবাকর্মী করে তোলা হয়েছে। আমি সমস্ত পবিত্রজনদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম হয়েও আমাকেই এই অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে, যেন বিজাতীয়দের কাছে খ্রীষ্টের সন্ধানাতীত ঐশ্বর্যের কথা প্রচার করি, এবং আদি থেকে নিখিলের স্রষ্টা ঈশ্বরে যা গুপ্ত ছিল, সেই রহস্য-ব্যবস্থা যে কি, তাও যেন তাদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত করি, এর ফলে যেন মন্ডলীর মধ্য দিয়ে এখন ঊর্ধ্বলোকের যত আধিপত্য ও কর্তৃত্বের কাছে ঈশ্বরের বহুবিচিত্র প্রজ্ঞা প্রকাশিত হয়, সেই অনাদিকালীন সঙ্কল্প অনুসারে যা তিনি আমাদের প্রভু খ্রীষ্টযীশুতে কল্পনা করেছিলেন: সেই খ্রীষ্টেই আমরা সৎসাহস এবং, তাঁর প্রতি বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে, পূর্ণ ভরসার সঙ্গে [ঈশ্বরের কাছে] প্রবেশাধিকার পেয়ে গেছি। এজন্য আমার অনুরোধ: তোমাদের খাতিরে আমার যে সকল ক্লেশ ঘটছে, তার জন্য ভেঙে পড়ো না; সেই সব তোমাদেরই গৌরব।

শ্লোক এফে ৩:৮,১২; রো ১:৫

℣ আমি সমস্ত পবিত্রজনদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম হলেও আমাকেই এই অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে, যেন বিজাতীয়দের কাছে খ্রীষ্টের সন্ধানাতীত ঐশ্বর্যের কথা প্রচার করি।
℟ সেই খ্রীষ্টেই আমরা তাঁর প্রতি বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে সৎসাহস ও প্রবেশাধিকার পেয়ে গেছি, যেন পূর্ণ ভরসার সঙ্গে ঈশ্বরের কাছে এগিয়ে যেতে পারি।
℣ আমরা, তাঁর নামের উদ্দেশে, প্রেরিতদূত হবার অনুগ্রহ পেয়েছি, যেন সকল জাতিকে বিশ্বাসের বাধ্যতার কাছে চালিত করি।
℟ সেই খ্রীষ্টেই আমরা তাঁর প্রতি বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে সৎসাহস ও প্রবেশাধিকার পেয়ে গেছি, যেন পূর্ণ ভরসার সঙ্গে ঈশ্বরের কাছে এগিয়ে যেতে পারি।

দ্বিতীয় পাঠ - পরম গীতে নিস্যার ধর্মপাল সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি **উপদেশ ৮**

মণ্ডলী-রহস্য

এ রহস্যগুলি ব্যাখ্যা করার জন্য, এসো, প্রেরিতদূতের উপর নির্ভর করি। এফেসীয়দের কাছে পত্রে যখন ঈশ্বরের সেই মহা আবির্ভাব দেখালেন যা মাংসে সাধিত হয়েছিল, তখন তিনি বলেন যে, মানুষদের মাঝে খ্রীষ্টের আগমনে প্রকাশিত ঈশ্বরের বহুবিচিত্র ও সন্ধানের অতীত প্রজ্ঞা কেবল মানবস্বরূপের কাছে নয়, স্বর্গীয় সকল আধিপত্য ও কর্তৃত্বের কাছেও ব্যক্ত হয়েছিল। তাঁর বাণী এরূপ: ... *যেন মণ্ডলীর মধ্য দিয়ে এখন উর্ধ্বলোকের যত আধিপত্য ও কর্তৃত্বের কাছে ঈশ্বরের বহুবিচিত্র প্রজ্ঞা প্রকাশিত হয়, সেই অনাদিকালীন সঙ্কল্প অনুসারে যা তিনি আমাদের প্রভু খ্রীষ্টযীশুতে কল্পনা করেছিলেন।*

সেই খ্রীষ্টেই আমরা সৎসাহস এবং, তাঁর প্রতি বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে, পূর্ণ ভরসার সঙ্গে [ঈশ্বরের কাছে] প্রবেশাধিকার পেয়ে গেছি। সুতরাং মণ্ডলী দ্বারাই স্বর্গীয় শক্তিবৃন্দের কাছে ঈশ্বরের সেই বহুবিচিত্র ও গভীর প্রজ্ঞা প্রকাশিত হয়, যা বিপরীত বস্তুর মধ্য দিয়েই মহা ও আশ্চর্য কাজ সাধন করে। বাস্তবিকই কেমন করেই বা মৃত্যু থেকে জীবন, পাপ থেকে ধর্মময়তা, অভিশাপ থেকে আশীর্বাদ, অবমাননা থেকে গৌরব, দুর্বলতা থেকে পরাক্রম নির্গত হল? আদিতে সেই স্বর্গীয় কর্তৃত্ববৃন্দ ঈশ্বরের এমন নির্গুণ ও একরূপী প্রজ্ঞা জেনেছিলেন, যা তার স্বরূপ অনুসারেই অলৌকিক কাজ সাধন করছিল। যে বস্তুগুলি তাঁরা তখন দেখতে পেতেন, সেগুলির মধ্যে বিচিত্র বলতে কিছু ছিল না, কারণ ঐশস্বরূপ পরাক্রম ও শক্তি হওয়ায় কেবল ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই প্রত্যেকটা বস্তু গড়তেন, সৃষ্টবস্তুর স্বরূপের মধ্যে জন্ম-প্রেরণা সঞ্চার করতেন, ও সৌন্দর্যের অদ্বিতীয় উৎস থেকে যত বস্তু নির্গত হত, সেগুলোকে অতিসুন্দর করে সৃষ্টি করতেন।

এখন কিন্তু, মণ্ডলী দ্বারা তাঁদের কাছে ঐশপ্রজ্ঞার বিচিত্র ও বহুবিধ স্বরূপ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত, যেমনটি বিপরীত বস্তুর সম্পর্ক থেকে প্রতীয়মান হয়, যথা: বাণী মাংস হলেন, জীবন মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত, তাঁর ক্ষত আমাদের ক্ষত নিরাময় করে। আরও: তিনি শত্রুর শক্তি ক্রুশের দুর্বলতা দ্বারাই ধ্বংস করেন, স্বরূপে অদৃশ্য হলেও মাংসে নিজেকে দৃশ্যমান করেন, নিজে মুক্তিসাধক ও মুক্তিমূল্য হওয়ায় তিনিই বন্দিদের মুক্তি দান করেন। কেননা জীবন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন না করেও তিনি আমাদের জন্য মৃত্যুর হাতে নিজেকে সঁপে দিলেন; ও রাজা হয়ে থেকেও দাস হলেন।

মণ্ডলী দ্বারা এ সমস্ত কথা ও অন্য বিচিত্র ও বহুবিধ কথা জেনে বরের বন্ধুরা উপলব্ধি ক্ষেত্রে এমন উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলেন যাতে রহস্যের মধ্যে ঐশপ্রজ্ঞার নতুন দিক আবিষ্কার করতে পারেন: এমনকি সাহসের সঙ্গে আমি এ কথাও বলি যে, কনের মধ্য দিয়ে বরের সৌন্দর্য দর্শন করতে করতে তাঁরা এতই মুগ্ধ হয়ে উঠলেন যে, তাঁদের কেমন যেন মনে হল, তাঁরা অপ্রত্যাশিত ও বোধাতীত সত্যের সামনেই রয়েছেন।

কেননা যোহনের বাণী অনুসারে, *কোন মানুষ যাঁকে কখনও দেখেনি*, এবং পলের বাণী অনুসারে *মানুষ যাঁকে দেখতেও পারে না*, সেই ঈশ্বর মণ্ডলীকে তাঁর নিজের দেহ করেছেন, ও তেমন দেহে তাদেরই যোগ করে দিয়ে যারা পরিত্রাণে আহূত হয়েছে, তিনি মণ্ডলীকে ভালবাসায় গেঁথে তুলতে থাকেন, *যতক্ষণ না আমরা সবাই ঈশ্বরপুত্র-সম্পর্কিত বিশ্বাস ও জ্ঞানের ঐক্যে পৌঁছে খ্রীষ্টের পরিপূর্ণতার পূর্ণমাত্রা অনুযায়ী সিদ্ধপুরুষ হয়ে উঠি।*

তবে, মন্ডলী যখন খ্রীষ্টের দেহ, ও যখন দেহের মাথা হলেন সেই খ্রীষ্ট যিনি নিজ মুদ্রাঙ্কনেই মন্ডলীর মুখমণ্ডল অঙ্কন করেন, তখন তেমন বাস্তবতায় চোখ নিবদ্ধ রেখে বরের বন্ধুরা অধিক উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন, কেননা যিনি স্বরূপেই তাঁদের কাছে অদৃশ্য, তাঁরা মন্ডলীর মধ্য দিয়ে সেই স্বয়ং বরকেই সুস্পষ্ট ভাবে দেখতে পান। যারা সূর্যের দিকে সরাসরি তাকাতে পারে না, তারা যেমন জলেই কমপক্ষে তা প্রতিবিম্বিত অবস্থায় দেখতে পারে, তেমনি তাঁরাও নির্মল দর্পণে তথা মন্ডলীর মুখমণ্ডলেই সেই ধর্মময়তার সূর্য দেখতে পান—সেই খ্রীষ্টকেই দেখতে পান, যিনি মনের কাছে ততখানিই উপলব্ধ, যতখানি আত্মপ্রকাশ করেন।

শ্লোক এফে ৪:৪-৫; ১ করি ৮:৬

℣ দেহ এক, এবং আত্মা এক, যেমন তোমাদের আহ্বানের সেই প্রত্যাশাও এক, যে প্রত্যাশায় তোমরা আহূত হয়েছ;
℟ প্রভু এক, বিশ্বাস এক, দীক্ষাস্নান এক।
℣ আমাদের জন্য মাত্র এক ঈশ্বর আছেন, তিনি সেই পিতা, এবং মাত্র এক প্রভু আছেন, তিনি সেই যীশুখ্রীষ্ট;
℟ প্রভু এক, বিশ্বাস এক, দীক্ষাস্নান এক।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - উপ ৭:১-২৯

প্রয়োজনের চেয়ে অধিক জানা উচিত নয়

উৎকৃষ্ট সুগন্ধি তেলের চেয়ে সুনাম শ্রেয়,
  জন্মদিনের চেয়ে মৃত্যুর দিন শ্রেয়।
উৎসবের বাড়িতে যাওয়ার চেয়ে
  বিলাপের বাড়িতে যাওয়া শ্রেয়;
  কারণ তা সমস্ত মানুষের শেষ পরিণাম;
  জীবিত মানুষ একথা ধ্যান করুক।
হাসির চেয়ে শোক শ্রেয়,
  বিষণ্ণ মুখের অন্তরালে উৎফুল্ল হৃদয় থাকতে পারে।
প্রজ্ঞাবানের হৃদয় থাকে বিলাপের ঘরে,
  নির্বোধের হৃদয় উৎসবের ঘরে।
নির্বোধের গান শোনার চেয়ে
  প্রজ্ঞাবানের ভর্ৎসনা শোনা শ্রেয়;
কেননা যেমন হাঁড়ির নিচে কাঁটা-পোড়ার শব্দ,
  তেমনি নির্বোধের হাসি; কিন্তু এও অসার।
অত্যাচারিত হয়ে প্রজ্ঞাবান ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে,
  উপহার হৃদয়ের বিনাশ ঘটায়।
কাজের আরম্ভের চেয়ে তার সমাপ্তি শ্রেয়;
  দর্পের চেয়ে ধৈর্য শ্রেয়।

আত্মায় সহজে ক্ষুব্ধ হয়ো না, কারণ নির্বোধের বুক ক্ষোভের আশ্রয়। একথা জিজ্ঞাসা করতে নেই: বর্তমানকালের চেয়ে অতীতকাল কেন ভাল ছিল? কেননা তেমন জিজ্ঞাসা প্রজ্ঞা থেকে আগত নয়।

পৈতৃক ধনের মত প্রজ্ঞাও উত্তম;
  যারা সূর্য দেখতে পায়
  তাদের পক্ষে তা আরও উপযোগী।

কারণ প্রজ্ঞাও আশ্রয়, ধনও আশ্রয়, এবং সদ্‌জ্ঞান যে সুবিধা দেয় তা এ,

যারা প্রজ্ঞার অধিকারী,

প্রজ্ঞা তাদের উপরে জীবন সঞ্চার করে।
পরমেশ্বরের সৃষ্টিকাজ বিবেচনা করে দেখ:
তিনি যা বাঁকা করেছেন,
তা সোজা করার সাধ্য কার্?
সুখের দিনে সুখী হও,
এবং দুঃখের দিনে এবিষয় ধ্যান কর:
এটা সেটা দু'টোই পরমেশ্বর নিরূপণ করেছেন,
পরবর্তীকালে যা ঘটবার কথা,
তার কিছুই যেন মানুষ আবিষ্কার করতে না পারে।
আমার নিজের অসারতার দিনে
আমি সবই দেখেছি—
ধার্মিকের ধর্মময়তা সত্ত্বেও তার বিনাশ,
দুর্জনের অধর্ম সত্ত্বেও তার দীর্ঘায়ু।
অতিধার্মিক হয়ো না,
অতিমাত্রা প্রজ্ঞাবানও হয়ো না।
কেন তোমার নিজের বিনাশ চাও?
অতি দুর্জন হয়ো না,
উন্মাদও হয়ো না।
কেন তোমার নিজের অকাল মৃত্যু চাও?
তুমি এটা আঁকড়ে থাক,
সেটা থেকেও হাত ছেড়ে দিয়ো না, এ তো মঙ্গল,
কারণ পরমেশ্বরকে যে ভয় করে,
সে এইসব কিছুতে সফল হবে।

প্রজ্ঞাবানকে প্রজ্ঞা শক্তিশালী করে তোলে, শহরের দশজন শাসকের চেয়েও শক্তিশালী। পৃথিবীতে এমন ধার্মিক মানুষ নেই যে কেবল সৎকর্ম করে, পাপ কখনও করে না। আরও, যত জনশ্রুতি শোনা যেতে পারে, সবগুলোতে কান দিয়ো না, পাছে একথা শোন যে, তোমার দাস তোমার নিন্দা করেছে; হ্যাঁ, তোমার হৃদয় একথা ভালই জানে যে, তুমিও বারবার পরনিন্দা করেছ!

এসব কিছু প্রজ্ঞার সঙ্গে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আমি বললাম, 'প্রজ্ঞাবান হব!' কিন্তু প্রজ্ঞা আমার আয়ত্তের বাইরে!

যা ঘটেছে, তা আয়ত্তের বাইরে,
তা গভীর, গভীর;
কে তার নাগাল পেতে পারে?

আমি পুনরায় মনে স্থির করলাম, আমি প্রজ্ঞাকে ও সবকিছুর শেষ কারণকে জানতে, তলিয়ে দেখতে ও তার সন্ধান পেতে মনোনিবেশ করব; এও জানতে চেষ্টা করব যে, অপকর্ম নির্বুদ্ধিতামাত্র, ও উন্মাদনা মূর্খতামাত্র।

আমি দেখতে পাচ্ছি,
নারী মৃত্যুর চেয়ে তিক্ত;
হ্যাঁ, নারী ফাঁদস্বরূপ,
তার হৃদয় জাল, তার বাহু বেড়ি।
যে মানুষ পরমেশ্বরের প্রীতিভাজন,
সে তা এড়াতে পারে,
কিন্তু পাপী তাতে জড়িয়ে পড়ে।

উপদেশক একথা বলছেন:
দেখ, শেষ কারণ পাবার জন্য
একটার পর একটা বিষয় তলিয়ে দেখে
আমি এইসব কিছু আবিষ্কার করেছি।
সন্ধান করতে করতেও যা এখনও পাইনি, তা এ:
সহস্রজনের মধ্যে যথার্থ মানুষকে পেয়েছি,
কিন্তু সকল নারীর মধ্যে যথার্থ একটা নারীকেও পাইনি।
দেখ, আমার শেষ সিদ্ধান্ত কেবল এ,
পরমেশ্বর মানুষকে সরল করে গড়েছেন,
কিন্তু তারা মোহময় অনেক ধ্যান-ধারণা সন্ধান করে।

শ্লোক প্রবচন ২০:৯; উপ ৭:২০; ১ যোহন ১:৮,৯ দ্রঃ

প্‌ কে বলতে পারে: আমি হৃদয় শুদ্ধ করেছি, আমার পাপ থেকে আমি পরিশুদ্ধ?
উ‌ পৃথিবীতে এমন ধার্মিক মানুষ নেই যে কেবল সৎকর্ম করে, পাপ কখনও করে না।
প্‌ আমরা যদি বলি আমাদের পাপ নেই, তাহলে আমরা নিজেদেরই প্রতারণা করি। কিন্তু যদি আমাদের পাপ স্বীকার করি, তবে সেই বিশ্বস্ত ঈশ্বর আমাদের পাপমোচন সাধন করবেন।
উ‌ পৃথিবীতে এমন ধার্মিক মানুষ নেই যে কেবল সৎকর্ম করে, পাপ কখনও করে না।

দ্বিতীয় পাঠ - মঠাধ্যক্ষ সাধু কলম্বান-লিখিত ‘নির্দেশবাণী’ বিশ্বাস প্রসঙ্গ ১:৩-৫

ঈশ্বরের অতল গভীরতা

ঈশ্বর সর্বত্রই আছেন: তিনি সম্পূর্ণরূপে অসীম ও সর্বত্রই নিকটবর্তী, যেমনটি তিনি নিজে নিজের বিষয়ে বললেন, *আমি নিকটবর্তী ঈশ্বর, দূরবর্তী ঈশ্বর নই।* সুতরাং আমরা যেন ঈশ্বরকে আমাদের কাছ থেকে দূরবর্তী বলে অনুসন্ধান না করি, কারণ যোগ্য হলে আমরা নিজেদের অন্তরেই তাঁকে উপস্থিত বলে পাই। কেননা আমরা তাঁর সুস্থ অঙ্গ হলে ও পাপের কাছে মৃত হলে, তবে আত্মা যেভাবে দেহের মধ্যে উপস্থিত, তেমনি তিনি আমাদের অন্তরে বাস করেন। আর তখন তিনি সত্যিই আমাদের অন্তরে বাস করেন, কারণ তিনি বললেন, *আমি তাদের মাঝখানে আমার আপন আবাস স্থাপন করব, তাদের মধ্যে গমনাগমন করব।* আমরা যদি এমনই যোগ্য যাতে তিনি আমাদের অন্তরে থাকেন, তাহলে আমাদের তিনি তাঁর নিজের অঙ্গেরই মত সত্যে সঞ্জীবিত করেন, যেমনটি প্রেরিতদূত বলেন, *তাঁরই মধ্যে আমরা জীবন, গতি ও অস্তিত্বমণ্ডিত।*

তাই আমি বলছি, তাঁর এ অবর্ণনীয় ও বোধাতীত সত্তা অনুসারে কেইবা পরাৎপরের অনুসন্ধান করবে? কেইবা ঈশ্বরের অতলান্ত রহস্য তলিয়ে দেখবে? যিনি সমস্ত কিছুতেই পরিব্যাপ্ত ও সমস্ত কিছু ঘিরে থাকেন, সমস্ত কিছুতে বিদ্যমান ও সমস্ত কিছুর অতীত, সমস্ত কিছু নিজের মধ্যে ধরে রাখেন ও সমস্ত কিছুর আয়ত্তের বাইরে, তেমন অসীম ঈশ্বরকে জানে বলে কেইবা গর্ব করতে পারবে? তাই তিনি কী, তিনি কীভাবে আছেন, তিনি কে, এমন দুর্জ্ঞেয় রহস্য অনুসন্ধান করার কারও দুঃসাহস যেন না থাকে। এ রহস্যগুলো অনির্বচনীয়, দুর্জ্ঞেয়, অনুসন্ধানের অতীত। তোমাকে এই বিশ্বাস করতে হবে, দৃঢ়তার সঙ্গেই কিন্তু এ বিশ্বাস করতে হবে যে, ঈশ্বর যেভাবে ছিলেন, তিনি ঠিক সেইভাবে আছেন ও সেইভাবে থাকবেন, কারণ ঈশ্বর অপরিবর্তনীয়।

তবে ঈশ্বর কে? পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মাই একেশ্বর। ঈশ্বর বিষয়ে এর চেয়ে জানতে যেয়ো না, কারণ যারা তাঁর রহস্যময় গভীরতা জানতে চায়, তাদের পক্ষে সৃষ্টির স্বরূপ আগে অনুধাবন করা প্রয়োজন। যুক্তিসঙ্গত ভাবেই তো ত্রিত্বজ্ঞান সমুদ্রের গভীরতার সঙ্গে তুলনা করা হয়, কারণ উপদেশকের বাণী অনুসারে *কেইবা তেমন রহস্যময় গভীরতার সন্ধান পাবে?* কেননা সমুদ্রের গভীরতা যেমন মানুষের দৃষ্টিশক্তির পক্ষে অদৃশ্য, তেমনি ত্রিত্বের ঈশ্বরত্ব মানুষের ইন্দ্রিয়গুলির পক্ষে বোধাতীত বলে প্রতীয়মান। এজন্য আমি বলছি, যে কেউ জানতে চায় তার কী বিশ্বাস করা দরকার, সে যেন মনে না করে যে, বিশ্বাস করার চেয়ে কথা বললেই সে বেশি

বুঝবে; কারণ মানুষ ঐশপ্রজ্ঞা যতখানি তলিয়ে দেখতে চায়, ঐশপ্রজ্ঞা তার কাছ থেকে ততখানি দূরে যাবে।

তাই তর্কযুক্তি দ্বারা নয়, সদাচরণ দ্বারাই সেই সর্বোচ্চ জ্ঞানের অন্বেষণ কর; কথা দ্বারা নয়, বিশ্বাস দ্বারাই তার অন্বেষণ কর, এমন বিশ্বাস যা হৃদয়ের সরলতা থেকেই উদ্গত—সেই বিশ্বাস দ্বারা নয়, যা ভক্তিহীন দক্ষতার মতবাদে পূর্ণ। অতএব, যিনি অবর্ণনীয়, তুমি তর্কযুক্তি দ্বারা তাঁর সন্ধান করলে তিনি আগের চেয়ে *তোমা থেকে বহুদূরে সরে যাবেন;* কিন্তু বিশ্বাস দ্বারাই সন্ধান করলে তাহলে *প্রজ্ঞা নগরদ্বারে থাকবে*, সেইখানে তার আবাস: তুমি সেইখানে তাকে পাবে, যদিও আংশিকভাবেই মাত্র তাকে দেখতে পাবে; কারণ তাকে অদৃশ্য ও বোধাতীত বলে বিশ্বাস করলেও প্রজ্ঞা কিন্তু কেবল কিঞ্চিৎ মাত্রই উপলব্ধ। শুদ্ধহৃদয়দের কাছে যদিও ঈশ্বর আংশিকভাবে দৃষ্টিগোচর, তবু তিনি যেভাবে আছেন, তাঁকে সেইভাবে, অর্থাৎ অদৃশ্য বলেই তাঁকে বিশ্বাস করতে হবে।

শ্লোক সাম ৩৬:৬-৭; রো ১১:৩৩

℣ ওগো প্রভু, আকাশছোঁয়াই তোমার কৃপা, মেঘলোক-প্রসারী বিশ্বস্ততা তোমার,
℟ উঁচু পাহাড়পর্বতের মত তোমার ধর্মময়তা, মহা অতলের মত তোমার ন্যায়।
℣ আহা! কতই না গভীর ঈশ্বরের ঐশ্বর্য, প্রজ্ঞা ও জ্ঞান! কতই না দুর্জ্ঞেয় তাঁর বিচার সকল!
℟ উঁচু পাহাড়পর্বতের মত তোমার ধর্মময়তা, মহা অতলের মত তোমার ন্যায়।

শুক্রবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - এফে ৩:১৪-২১

পলের প্রার্থনা
যেন ভক্তজনেরা খ্রীষ্টের ভালবাসা জানতে পারে

এজন্য স্বর্গ ও মর্তের সমস্ত পিতৃকুল যাঁর নাম অনুসারে পিতৃকুল বলে অভিহিত, সেই পিতার সামনে আমি জানু পাতছি, তাঁর ঐশ্বর্যময় গৌরব অনুসারে তিনি এমনটি হতে দিন, যেন তোমরা তাঁর আত্মা দ্বারা তোমাদের আন্তরিক মানুষে পরাক্রমে বলীয়ান হয়ে ওঠ, যেন বিশ্বাস দ্বারা খ্রীষ্ট তোমাদের হৃদয়ে বসবাস করতে পারেন, যার ফলে ভালবাসায় দৃঢ়রোপিত ও দৃঢ়স্থাপিত হয়ে তোমরা যেন সকল পবিত্রজনের সঙ্গে সেই বিস্তার, দৈর্ঘ্য, উচ্চতা ও গভীরতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়ে ওঠ; এবং খ্রীষ্টের জ্ঞানাতীত ভালবাসাও জানতে পার, ফলে ঈশ্বরের সমস্ত পূর্ণতায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠ।

যে পরাক্রম আমাদের অন্তরে নিত্য ক্রিয়াশীল, সেই পরাক্রম অনুসারে যিনি আমাদের সমস্ত যাচ্না ও ধারণার চেয়েও অধিক বেশি কিছু আমাদের জন্য করতে পারেন, মণ্ডলীতে ও খ্রীষ্টযীশুতে তাঁর গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে চিরদিন চিরকাল। আমেন।

শ্লোক এফে ৩:২০,২১; গা ১:৪

℣ যিনি আমাদের সমস্ত যাচ্না ও ধারণার চেয়েও অধিক বেশি কিছু আমাদের জন্য করতে পারেন,
℟ মণ্ডলীতে ও খ্রীষ্টযীশুতে তাঁর গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে চিরদিন চিরকাল।
℣ আমাদের ঈশ্বর ও পিতার ইচ্ছা অনুসারে খ্রীষ্ট আমাদের পাপের জন্য নিজেকে দান করলেন।
℟ মণ্ডলীতে ও খ্রীষ্টযীশুতে তাঁর গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে চিরদিন চিরকাল।

শেষ উপদেশে খ্রীষ্ট কথায় ও আদর্শেই শিষ্যদের হৃদয়ে ভালবাসা অধিক দৃঢ়তরভাবেই স্থিতমূল করলেন

যদিও খ্রীষ্ট একবারই মাত্র মরলেন, তবু খ্রীষ্টের দেহোৎসর্গ প্রতিদিন পুনঃসাধিত, কারণ আমরা প্রতিদিন পাপে পতিত হই—দুর্বলতাবশত আমরা তো পাপ না করে জীবনযাপন করতে পারি না।

স্বর্গ থেকে নেমে আসা জীবনময় রুটি হওয়ায় খ্রীষ্ট রুটির আকারে নিজের দেহ নির্দেশ করতে চাইলেন; আবার দেহের আকারে তিনি দেহের সঙ্গে মাথার সংযোগও দেখাতে চাইলেন, যেমনটি প্রেরিতদূত বলেন, *যখন একরুটি, তখন আমরা অনেক হয়েও একদেহ, কারণ আমরা সকলেই সেই একরুটির অংশভাগী।* কেননা গমের বহু দানা নিয়ে যেমন এক রুটি হয়, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ হয়েও আমরা বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসার ঐক্য দ্বারা খ্রীষ্টের একদেহ হয়ে উঠি।

সুতরাং, যে কেউ খ্রীষ্টের দেহের সঙ্গে জীবন্ত অঙ্গ রূপে মিলিত হতে ইচ্ছা করে, সে অপরদের সঙ্গে সেই একমাত্র স্বর্গীয় রুটির সহভাগিতা করুক, যে রুটি প্রভু ছিঁড়ে টুকরো করে বিতরণ করলেন। কেননা তিনি চাইলেন, যা এক, সকলের মধ্যেই তার সহভাগিতা করা হবে: তোমরা এ নাও, যাতে একীভূত হতে পার, একই সাক্রামেন্ত সকলেই গ্রহণ কর; *আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর;* তিনি একথা বললেন, তাঁর দেহ ও তাঁর রক্ত গ্রহণ করি এই আমরা যেন তাঁর যন্ত্রণাভোগের কথা এমনভাবেই স্মরণ করি, যাতে তিনি যেভাবে আমাদের জন্য মরলেন, সেভাবে আমরাও প্রয়োজন হলে তাঁর জন্য মরি।

একই কথা পানপাত্রের বেলায় ঘটল: তিনি সেই পাত্র নবসন্ধি বলে, অর্থাৎ নব প্রতিশ্রুতিই বলে অভিহিত করলেন, কারণ সেই রক্ত দ্বারা তিনি নশ্বর নয়, শাশ্বতই মঙ্গলদানের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেন; ফলে এ স্মৃতি ততদিন উদ্‌যাপন করতে হবে যতদিন না তিনি পুনরাগমন করেন, অর্থাৎ কিনা সেই শেষযুগ পর্যন্ত যখন তিনি বিচারের জন্য আসবেন।

এজন্য, প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, যেহেতু প্রভু চাইলেন আমরা তাঁর দেহ গ্রহণ করব ও ঐক্য রক্ষার জন্য সেই দেহের সহভাগিতা করব, সেহেতু যে কেউ ক্রোধ, হিংসা বা বিবাদ বশত তেমন সহভাগিতা থেকে ছিন্ন হয়, সে প্রভুর দেহ যোগ্যরূপে গ্রহণ করে না, তার অংশগ্রহণও তাকে খ্রীষ্টের সঙ্গে মিলিত করতে পারে না। কেননা ভালবাসার বন্ধন বহুজনকে মিলিত করে, কিন্তু বিবাদ ও হিংসা ঐক্য বিভক্ত করে।

তাই ভ্রাতৃগণ, সতর্ক থাক, পাছে বিবাদের বিষ তোমাদের মধ্যে হিংসা জন্মালে ভালবাসার মাধুর্যও বিকৃত ও নিঃশেষ হয়ে যায়।

তোমাদের মাথার দিকেই চোখ নিত্য নিবদ্ধ রাখ, তোমাদের মুক্তিলাভের মূল্য বিষয়ে সতত সচেতন থাক।

কেবল ভালবাসার খাতিরেই তো খ্রীষ্ট আমাদের ত্রাণ করলেন, যেমনটি প্রেরিতদূত বলেন, *ঈশ্বর, দয়ায় ঐশ্বর্যবান হওয়ায়, যে মহা ভালবাসায় আমাদের ভালবাসলেন, অপরাধের ফলে মৃত ছিলাম যে আমরা এই আমাদের তিনি খ্রীষ্টের সঙ্গে সঞ্জীবিত করে তুললেন—অনুগ্রহেই তোমরা পরিত্রাণকৃত!*

তাই *আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখন ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর পুত্রের মৃত্যু দ্বারা পুনর্মিলিত হলাম; বন্ধুদের জন্য প্রাণ দেওয়া: এর চেয়ে বড় ভালবাসা মানুষের আর কিছুই নেই।*

তথাপি খ্রীষ্টের ভালবাসা আরও বড় হল, কারণ তিনি বন্ধুদের জন্য নয়, শত্রুদেরই জন্য প্রাণ দিলেন, কারণ আমরা যখন শত্রু ছিলাম, তখনই তাঁর মৃত্যু দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হলাম: *যিনি ধর্মময়, তিনি অধার্মিকদের জন্য মরলেন।*

কিন্তু ধার্মিকের জন্য কে প্রাণ দিতে রাজি? কেউই না। এজন্য ভালবাসা বিষয়ে কথায়ই শিক্ষা দেবার আগে খ্রীষ্ট সেই ভালবাসা বাস্তবেই দেখালেন; আর ভালবাসার কথা বারবার উত্থাপন করার পর, তিনি শেষ উপদেশে কথায় ও আদর্শেই শিষ্যদের হৃদয়ে ভালবাসা অধিক দৃঢ়তরভাবেই স্থিতমূল করলেন।

শ্লোক যোহন ১৭:২০-২১; যেরে ৩২:৩৮,৩৯

℟ আমি তাদেরই জন্য প্রার্থনা করছি, যারা তাদের বাণীর মধ্য দিয়ে আমার প্রতি বিশ্বাস রাখবে;

℣ সকলেই যেন এক হয়। পিতা, তুমি যেমন আমাতে আছ আর আমি তোমাতে আছি, তেমনি তারাও যেন আমাদের মধ্যে থাকে।

℟ তারা হবে আমার আপন জনগণ, আর আমি হব তাদের আপন পরমেশ্বর। আমি একনিষ্ঠ হৃদয় দেব, সদাচরণেও তাদের নিষ্ঠাবান করব,

℣ সকলেই যেন এক হয়। পিতা, তুমি যেমন আমাতে আছ আর আমি তোমাতে আছি, তেমনি তারাও যেন আমাদের মধ্যে থাকে।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - উপ ৮:৫–৯:১০

প্রজ্ঞাবানের সান্ত্বনা

আজ্ঞা যে মেনে চলে, তার অনিষ্ট হবে না;
প্রজ্ঞাবানের হৃদয় কাল ও বিচার জানে।
আর আসলে সমস্ত ব্যাপারের জন্য
কাল ও বিচার আছে,
কিন্তু মানুষের মাথায় ভারী দুর্দশা রয়েছে।
কেননা কী ঘটবে, তা সে জানে না;
তা কেমন ঘটবে, একথাও কেউ তাকে বলতে পারে না।
বাতাসের উপরে কোন মানুষের এমন কর্তৃত্ব নেই যে,
সে বাতাস ধরে রাখতে পারবে;
নিজের মৃত্যু-দিনের উপরেও কারও কর্তৃত্ব নেই:
লড়াই এড়ানো সম্ভব নয়,
দুষ্কর্মও দুর্জনকে নিষ্কৃতি দেয় না।

সূর্যের নিচে যত কর্ম সাধিত হয়, আমি এবিষয় ধ্যান করতে করতে, একই সময়ে মানুষ নিজেরই সর্বনাশের জন্য অন্য মানুষের উপরে কর্তৃত্ব করতে করতে, আমি এসব কিছু লক্ষ করলাম।

আবার, আমি দেখলাম, দুর্জনদের সমাধি দেওয়ার পর লোকে সেই পবিত্র স্থান ছেড়ে শহরে ফিরে আসামাত্র দুর্জনদের দুর্ব্যবহার ভুলে যায়; এও অসার।

অপকর্মের দণ্ড সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া হয় না বিধায় আদমসন্তানদের হৃদয় অপকর্ম সাধনের ইচ্ছায় ভরা। কেননা শতবার অপকর্ম করলেও পাপী দীর্ঘজীবী। কিন্তু তবুও আমি একথা নিশ্চিত হয়ে জানি যে, যারা পরমেশ্বরকে ভয় করে, তাদের মঙ্গল হবে, ঠিক এই কারণে যে, তারা ঈশ্বরভীরু; কিন্তু দুর্জনের মঙ্গল হবে না, তার আয়ু ছায়ার মত প্রসারিত হবে না, কারণ সে ঈশ্বরভীরু নয়।

পৃথিবীতে এই মায়ার লীলাও প্রকাশ পায়: এমন ধার্মিকজনেরা আছে, যাদের ভাগ্যে রয়েছে দুর্জনেরই কর্মের যোগ্য প্রতিফল; আবার এমন দুর্জনেরা আছে, যাদের ভাগ্যে রয়েছে ধার্মিকেরই কর্মের যোগ্য প্রতিফল। আমি বলছি, এও অসার। এজন্যই আমি আমোদপ্রমোদে সায় দিই, কারণ ঘটা করে খাওয়া-দাওয়া ও আমোদপ্রমোদ করা ছাড়া সূর্যের নিচে মানুষের আর সুখ নেই; পরমেশ্বর সূর্যের নিচে মানুষকে যে আয়ু মঞ্জুর করেন, সেই সমস্ত দিন ধরে তার পরিশ্রমে সেটিই হোক তার সঙ্গী।

যখন আমি প্রজ্ঞার পরিচয় জানতে এবং পৃথিবীতে যত উদ্বেগ ঘটে, তা লক্ষ করতে মনোনিবেশ করলাম—মানুষ তো দিবারাত্র কখনও বিশ্রাম দেখে না!—তখন পরমেশ্বরের সমস্ত সৃষ্টিকর্ম লক্ষ করে দেখলাম যে,

সূর্যের নিচে যা কিছু ঘটে, মানুষ তার কারণটা আবিষ্কার করতে পারে না; তা আবিষ্কার করার জন্য যতই পরিশ্রম করুক না কেন, সে পারবেই না। এমনকি, প্রজ্ঞাবানও যদি বলে, 'আমি তা জানতে পেরেছি,' তবু কেউই তার সন্ধান পেতে পারবে না।

আসলে, এসমস্ত বিষয় ধ্যানে মনোনিবেশ করে আমি বুঝতে পেরেছি যে, ধার্মিক ও প্রজ্ঞাবান এবং তাদের কাজকর্ম সবই পরমেশ্বরের হাতে।

মানুষ ভালবাসাকেও জানে না,
  ঘৃণাও জানে না:
  তার সামনে সবই অসার!
সকলের দশা এক:
  ধার্মিক কি দুর্জন, শুচি কি অশুচি,
  যজ্ঞবলি যে উৎসর্গ করে কি যজ্ঞবলি যে উৎসর্গ করে না,
  ন্যায়বান কি পাপী, শপথ যে করে কি শপথ যে করে না,
  —সকলের দশা এক।

সূর্যের নিচে যা কিছু ঘটে, তার মধ্যে অনিষ্ট ঠিক এ যে, সকলের একই দশা হয়; তাছাড়া আদমসন্তানদের হৃদয়ও অনিষ্টে ভরা, আর তারা জীবিত থাকতে থাকতে মূর্খতা তাদের হৃদয়ের মধ্যে বসতি করে; শেষে তারা মৃতদের কাছে চলে যায়।

আসলে, কে মনোনীত হবে?
  সকল জীবিতদের জন্য একথা নিশ্চিত যে,
  মৃত সিংহের চেয়ে বরং জীবিত কুকুরই হওয়া শ্রেয়।

জীবিতেরা তো জানে, তাদের মরতে হবে; কিন্তু মৃতেরা কিছুই জানে না; তাদের জন্য আর কোন মজুরি নেই, কারণ তাদের স্মৃতি উবে গেছে। তাদের ভালবাসা, তাদের ঘৃণা, তাদের হিংসা, সবই গেছে; সূর্যের নিচে যা কিছু ঘটে, তাতে তারা আর কখনও অংশ নিতে পারবে না।

তবে যাও, আনন্দের মধ্যে তোমার রুটি খাও,
  হৃষ্টচিত্তে তোমার আঙুররস পান কর,
  কারণ ইতিমধ্যে তোমার সমস্ত কাজকর্ম
  পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে গ্রহণীয় হয়েছে।
তোমার পোশাক সর্বদাই শুভ্র থাকুক,
  তোমার মাথায় যেন কখনও তেলের অভাব না হয়।
সূর্যের নিচে
  পরমেশ্বর তোমার ক্ষণিকের জীবনের যত দিন তোমাকে দিয়েছেন,
  সেই সমস্ত দিন ধরে
  তোমার প্রিয়া বধূর সঙ্গে সুখে জীবনযাপন কর,
  কারণ এজীবনের মধ্যে
  ও সূর্যের নিচে যে কষ্ট ভোগ করছ, তার মধ্যে
  এ-ই তোমার দশা।
তুমি যে কোন কাজ করতে পাও,
  যথাশক্তিতে তা করে যাও;
  কারণ তোমাকে যেখানে যেতে হচ্ছে,
  সেই পাতালে কাজও নেই,
  পরিকল্পনা, বিদ্যা ও প্রজ্ঞাও নেই।

শ্লোক ১ করি ২:৯-১০; উপ ৮:১৭ দ্রঃ

℣ কোন চোখ যা যা দেখেনি, কোন কান যা যা শোনেনি, কোন মানুষের হৃদয়ে যা যা কখনও প্রবেশ করেনি, যারা তাঁকে ভালবাসে, ঈশ্বর তাদেরই জন্য এসব কিছু প্রস্তুত করেছেন।
℟ আমাদের কাছে ঈশ্বর ঐশআত্মা দ্বারা সেই সবকিছু প্রকাশ করেছেন।
℣ পরমেশ্বরের সমস্ত সৃষ্টিকর্ম লক্ষ করে মানুষ তার কারণটা আবিষ্কার করতে পারে না।
℟ আমাদের কাছে ঈশ্বর ঐশআত্মা দ্বারা সেই সবকিছু প্রকাশ করেছেন।

দ্বিতীয় পাঠ - উপদেশক পুস্তকে আগ্রিজেন্তর সাধু গ্রেগরির ব্যাখ্যা **৮ম পুস্তক ৬**

আমার প্রাণ প্রভুতে মেতে উঠুক

তবে যাও, আনন্দের সঙ্গে তোমার রুটি খাও, হৃষ্টচিত্তে তোমার আঙুররস পান কর, কারণ ইতিমধ্যে তোমার সমস্ত কাজকর্ম পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে গ্রহণীয় হয়েছে।

সাধারণ অর্থে উপদেশকের এ বাণী যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত বাণী বলে গ্রহণযোগ্য বটে, আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা কিন্তু আমাদের উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করে এমন শিক্ষা প্রদান করে, আমরা যেন রুটিতে স্বর্গীয় ও রহস্যময় সেই রুটিরই কথা উপলব্ধি করি, যা স্বর্গ থেকে নেমে এল ও জগৎকে জীবন দান করল। একই ব্যাখ্যা অনুসারে, হৃষ্টচিত্তে আঙুররস পান করাটা সেই আঙুররসের দিকে অঙুলি নির্দেশ করে, যা পরিত্রাণদায়ী যন্ত্রণাভোগের সময়ে সত্যকার আঙুরলতার বুক থেকে নির্গত হয়েছিল। এবিষয়ে আমাদের পরিত্রাণের মঙ্গলবাণী বলে, *রুটি গ্রহণ করে নিয়ে যীশু 'ধন্য' স্তুতিবাদ উচ্চারণ করলেন,* ও আপন ধন্য শিষ্যদের দিয়ে *বললেন: গ্রহণ করে নাও, খাও, এ আমার দেহ, যা তোমাদের জন্য পাপমোচনের উদ্দেশে টুকরো টুকরো করা হবে; তেমনি পানপাত্রও গ্রহণ করে নিয়ে তিনি বললেন: তোমরা এ পানপাত্র থেকে পান কর, এ আমার রক্ত, নবসন্ধিরই রক্ত, যা তোমাদের ও সকলের জন্য পাপমোচনের উদ্দেশে পাতিত।* তাই যারা এ রুটি খায় ও এ রহস্যময় আঙুররস পান করে, তারা সত্যিই আনন্দ করে, উল্লাস করে, ও উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে পারে: *তুমি আমাদের হৃদয়ে আনন্দই এনেছ।*

আমার মতে, সেই অনাদিকালীন ঐশপ্রজ্ঞা তথা আমাদের ত্রাণকর্তা যীশু এ রুটি ও আঙুররসই ইঙ্গিত করছিলেন যখন ঐশবাণীর সহভাগিতা লাভ করতে আমাদের আমন্ত্রণ করে প্রবচনমালার এ বচনের মধ্য দিয়ে বলেছিলেন, *তোমরা এসো, আমার রুটি খাও; পান কর এ আঙুররস যা আমি নিজেই মিশিয়ে দিলাম।* এ আমন্ত্রণ যাদের প্রতি উচ্চারিত, তাদের পক্ষে প্রয়োজন রয়েছে, তাদের পোশাক তথা তাদের কর্ম যেন সবসময়ই আলোর উপযুক্ত এমন সৎকর্ম হয়, যাতে তারা নিজেরা স্বচ্ছ আলোর চেয়ে কম স্বচ্ছ না হয়, যেমনটি সুসমাচারে প্রভু বললেন, *তোমাদের আলো মানুষের সামনে উজ্জ্বল হোক, যেন তারা তোমাদের সৎকর্ম দেখে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরবকীর্তন করে।* এমনকি, তারা তখন নিজেদের মাথার উপরে তেলও নামতে দেখবে, অর্থাৎ কিনা তাদের উপর সেই সত্যময় আত্মাই নেমে আসবেন, যিনি তাদের রক্ষা করবেন ও পাপের সমস্ত বাধা থেকে তাদের নিরাপদে রাখবেন।

শ্লোক সাম ১৬:৮-৯,৫

℣ প্রভু আমার ডান পাশে বলে আমি টলব না:
℟ তাই আমার অন্তর আনন্দ করে, মেতে ওঠে আমার প্রাণ।
℣ প্রভুই আমার স্বত্বাংশ, আমার পানপাত্র।
℟ তাই আমার অন্তর আনন্দ করে, মেতে ওঠে আমার প্রাণ।

শনিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - এফে ৪:১-১৬

খ্রীষ্টের দেহ একতায়ই গঠিত হয়

ভ্রাতৃগণ, প্রভুতে সেই বন্দি এই আমি তোমাদের আবেদন জানাচ্ছি, তোমরা যে আহ্বানে আহূত হয়েছ, তারই যোগ্য ভাবে চল: সম্পূর্ণ বিনম্রতা ও কোমলতার সঙ্গে, এবং সহিষ্ণুতার সঙ্গে চল, ভালবাসায় পরস্পরের প্রতি ধৈর্যশীল হও, শান্তির বন্ধনেই আত্মার ঐক্য রক্ষা করতে যত্নবান হও। দেহ এক, এবং আত্মা এক, যেমন তোমাদের আহ্বানের সেই প্রত্যাশাও এক, যে প্রত্যাশায় তোমরা আহূত হয়েছ। প্রভু এক, বিশ্বাস এক, দীক্ষাস্নান এক; সকলের পিতা সেই ঈশ্বর এক, যিনি সকলের ঊর্ধ্বে, সকলের দ্বারা [সক্রিয়], ও সকলের অন্তরে [বিদ্যমান]। তথাপি খ্রীষ্টের দানের মাত্রা অনুসারে আমাদের প্রত্যেকজনকে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে। এজন্য লেখা আছে:

তিনি ঊর্ধ্বে আরোহণ করলেন, বন্দিদের সঙ্গে নিয়ে গেলেন,
মানুষের হাতে দিলেন যত দান।

কিন্তু, তিনি 'আরোহণ করলেন', এর অর্থ কি এই নয় যে, তিনি আগে পৃথিবীতে, এই নিম্নলোকেই অবরোহণ করেছিলেন? যিনি অবরোহণ করেছিলেন, তিনিই আবার নিখিল স্বর্গলোকের ঊর্ধ্বে আরোহণ করলেন, যেন সমস্ত কিছুই নিজেতে পূর্ণ করতে পারেন। আর সেই 'দেওয়াটা' অনুসারে তিনি নিজেই কাউকে প্রেরিতদূত, কাউকে নবী, কাউকে সুসমাচার-প্রচারক, কাউকে পালক ও শিক্ষাগুরু নিযুক্ত করলেন, যেন খ্রীষ্টের দেহ গেঁথে তোলার লক্ষ্যে তিনি সেবাকর্মের জন্য পবিত্রজনদের যথার্থই উপযুক্ত করে তুলতে পারেন—যতক্ষণ না আমরা সবাই ঈশ্বরপুত্র-সম্পর্কিত বিশ্বাস ও জ্ঞানের ঐক্যে পৌঁছে খ্রীষ্টের পরিপূর্ণতার পূর্ণমাত্রা অনুযায়ী সিদ্ধপুরুষ হয়ে উঠি, যেন আমরা আর শিশু না থাকি, এবং মানুষের চতুরতা এবং কুটিল ও ভ্রান্তিজনক ছলনার হাতে পড়ে আমরা যেন তরঙ্গমালার আঘাতে আলোড়িত না হই ও যে কোন মতবাদের বায়ুতে এদিক ওদিক চালিত না হই; বরং ভালবাসায় সত্যনিষ্ঠ হয়ে আমরা যেন সব দিক দিয়ে তাঁরই উদ্দেশে বৃদ্ধি পাই, যিনি মাথা, সেই খ্রীষ্ট, যাঁর প্রভাবে গোটা দেহটা সুসংবদ্ধ ও সুসংহত হয়ে যত গ্রন্থির সহযোগিতায় ও প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সক্রিয় কর্মক্ষমতা অনুসারে এমনভাবে গড়ে উঠছে যেন ভালবাসায় নিজেকে গেঁথে তুলতে পারে।

শ্লোক এফে ৪:৪,৫; কল ১:১২

প্র দেহ এক, এবং আত্মা এক, যেমন তোমাদের আহ্বানের সেই প্রত্যাশাও এক, যে প্রত্যাশায় তোমরা আহূত হয়েছ।

উ প্রভু এক, বিশ্বাস এক, দীক্ষাস্নান এক।

প্র এসো, আমরা সেই পিতাকে ধন্যবাদ জানাই, যিনি আলোয় তাঁর পবিত্রজনদের স্বত্বাংশে অংশীদার হবার যোগ্যতা আমাদের দান করেছেন।

উ প্রভু এক, বিশ্বাস এক, দীক্ষাস্নান এক।

দ্বিতীয় পাঠ - মথি-রচিত সুসমাচারে সাধু পাস্কাসিউসের ব্যাখ্যা **২য় পুস্তক ৬**

দেখ, বিশ্বাসীকে কেমন নিশ্চিত পরিত্রাণের প্রত্যাশা দেওয়া হয়!

তুমি খ্রীষ্টদেহের সঙ্গে সত্যিই মিলিত হলে, তবে অন্যান্য সকলেও মিলে তোমাকে নিজেদের প্রার্থনায় গ্রহণ করে, ও একই সময়ে তারা প্রার্থনা করে যেন তোমার মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হয়। ফলে এ ঐক্য সামান্য মনোযোগ হওয়ার বিষয় নয়; খ্রীষ্টে তেমন সুদৃঢ় সহভাগিতাও সামান্য ব্যাপার নয়, কেননা সেই সহভাগিতায় সকলের কণ্ঠ এক, ও এক বিশ্বাসে সকলে মিলে হৃদয়ে ঈশ্বরকে বহন করে, এক ভালবাসায় তাঁকে ভক্তি করে, ও এক প্রত্যাশার ফলে তাঁকে আপন করেই ভোগ করে; তাছাড়া সকলে মিলে একই জিনিসের যাচ্না ও আকাঙ্ক্ষা করে, মঙ্গলময়তার একই দরজায় করাঘাত করে।

সুতরাং এর চেয়ে সমীচীন, আশিসপূর্ণ ও সমুচিত এমন কিছু নেই যে, সকলে এক হবে, সকলে প্রত্যেকজনের প্রতি যত্নবান হবে, আর তেমনি প্রত্যেকজন সকলের প্রতি যত্নশীল হবে, যাতে সকলে মিলে খ্রীষ্টে এক হতে পারে। ঠিক এ বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসার খাতিরেই তিনি এ শিক্ষা দিয়ে গেলেন যে, ভক্তদের কেউই যেন তেমন ঐক্য থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়।

অতএব, অদ্বিতীয় পুত্র যা যাচ্না করতে শিখিয়েছেন, পিতা থেকে তা পাবার আশায় কেউ যেন নিরাশ না হয়; শিথিলতা বশত কেউ যেন সন্তানোচিত সেই সমস্ত কর্ম অবহেলা না করে যা তিনি শিখিয়ে দিয়েছিলেন। কেননা মানুষকে তিনি এ অধিকার দিয়েছিলেন: ঈশ্বরসন্তান হওয়ার অধিকার!

এ উদ্দেশ্যে তিনি তেমন অধিকারের ক্রিয়াকর্ম আগে দেখিয়েছেন, যাতে সেই অধিকার থেকেই আমাদের স্বাধীনতার দত্তকপুত্রত্ব উদ্গত হতে পারে। এজন্য তিনি আমাদের এমন সৎসাহস দান করেন আমরা যেন সেই প্রার্থনা দ্বারাই প্রার্থনা করি যা তিনি নিজে শিখিয়েছিলেন, যাতে অনুগ্রহ আমাদের ক্ষুদ্রতায় সহায়তা দান করে। ফলত যতবার আমাদের মধ্যে একজন—সে যতই দূরে থাকুক না কেন ও যতই নির্জন স্থানে লুকিয়ে থাকুক না কেন—ঈশ্বরকে পিতা বলে ডাকে, সে এবিষয়ে সচেতন হোক যে, তেমন মহা অনুগ্রহদান পৃথক পৃথক ভাবে ব্যক্তিবিশেষের কাছে নয়, সমগ্র মানবসমাজের কাছেই দেওয়া অনুগ্রহদান।

তাই কেউই যেন দম্ভ করে না বলে, 'হে আমার স্বর্গস্থ পিতা', কিন্তু রীতিমত বলুক, 'হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা', কারণ প্রথমটা কেবল সেই খ্রীষ্টেরই অধিকার, ঈশ্বর অনন্য ভাবে যাঁর পিতা। এজন্য তিনি অন্যত্র স্পষ্টই বলেন, *আমি তাঁরই কাছে আরোহণ করছি যিনি আমার পিতা,* এর পরেই বলে চলেন *ও তোমাদের পিতা।* এ উক্তি দ্বারা তিনি যথেষ্ট পার্থক্যের সঙ্গে দেখান, স্বরূপে পুত্র হওয়ায় তাঁকে বিশেষ গৌরব আরোপণীয়, কিন্তু অন্যান্য সকলকে দত্তকপুত্রত্ব-অনুগ্রহই বিনামূল্যে আরোপিত। ফলে প্রথম উক্তিতে ঐশ্বরিক স্বরূপের সমসত্তা, ও দ্বিতীয় উক্তিতে প্রভুর মঙ্গলময়তা প্রকাশিত—আর একই সময়ে উভয়ই পিতৃত্ব নাম সমানভাবে ভোগ করে।

তাতে আমাদের শেখানো হয় যে, আমরা যারা দীক্ষাস্নানের একই জলে স্নাত, তাঁর মধ্যে আমাদের সকলেরই ভাই হতে হবে, ও নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে। এই যে, কেমন নিশ্চিত ও পুণ্য বলে পরিগণিত হওয়া উচিত সেই প্রার্থনা, যা জীবনের স্বর্গীয় গুরু আমাদের শিখিয়েছেন; এই যে, আমরা কতই না ধন্য হতে পারি, যদি তা কেবল ওষ্ঠেই উচ্চারণ না করে বরং বিশ্বস্ততার সঙ্গে জীবনেই প্রতিফলিত করি; আর এই যে, পরিত্রাণের কেমন নিশ্চিত আশা বিশ্বাসীদের দেওয়া হয়, কতই না মহান আমাদের উপরে স্রষ্টার ভালবাসা, কেমন অসীম দয়া ও মঙ্গলময়তা আমাদের উপর বর্ষিত, কেমন প্রাচুর্যময় অনুগ্রহ ও কেমন আস্বাদান আমাদের মঞ্জুর করা হয়: হ্যাঁ, আমরা যারা যোগ্য দাসও হতে পারিনি, এই আমরাই ঈশ্বরকে পিতা বলে ডাকতে পারি।

তাই এ একান্ত প্রয়োজন, আমরা ঈশ্বরসন্তান বলেই জীবনধারণ করব, যেন কাজে ও আচরণে দেখাতে পারি, আমরা আমাদের মহানামের যোগ্য।

শ্লোক এফে ৪:১,৩,৪; রো ১৫:৫,৬

℣ আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, তোমরা যে আহ্বানে আহূত হয়েছ, তার যোগ্যরূপে চল; শান্তির বন্ধনেই আত্মার ঐক্য রক্ষা করতে যত্নবান হও;
℟ যেহেতু তোমাদের আহ্বানের সেই প্রত্যাশাও এক, যে প্রত্যাশায় তোমরা আহূত হয়েছ।
℣ ঈশ্বর তোমাদের এই বর প্রদান করুন, তোমরা যেন পরস্পর একমন হতে পার, যেন একপ্রাণে এককণ্ঠে ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করতে পার;
℟ যেহেতু তোমাদের আহ্বানের সেই প্রত্যাশাও এক, যে প্রত্যাশায় তোমরা আহূত হয়েছ।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - উপ ১১:৭–১২:১৪

বার্ধক্য বিষয়ে নানা উক্তি

আলো মধুর,
চোখ সূর্য দেখতে প্রীত।
অনেক বছর জীবিত থাকলেও
মানুষ সেই সমস্ত বছরের সুখ ভোগ করুক;
কিন্তু সে একথা স্মরণে রাখুক যে,
অন্ধকারময় দিন বহু হবে।
যা কিছু ঘটে, তা সবই অসার!
হে যুবক, তোমার তরুণ বয়সে আনন্দ কর,
তোমার এই যৌবনকালে তোমার হৃদয় উৎফুল্ল হোক;
তোমার হৃদয়ের যত পথ,
তোমার চোখের বাসনা,
সবই পালন কর;
কিন্তু স্মরণে রেখ,
পরমেশ্বর এই সমস্ত কিছুর বিষয়ে
তোমাকে বিচারমঞ্চে আহ্বান করবেন।
তোমার হৃদয় থেকে ক্ষোভ দূর করে দাও,
শরীর থেকে দুঃখ সরিয়ে দাও,
কারণ তরুণবয়স ও কৃষ্ণবর্ণ চুল,
দু'টোই অসার।
তোমার যৌবনকালে তোমার স্রষ্টার কথা স্মরণ কর,
কারণ একসময় দুঃখের দিন আসবে,
এমন বছরগুলিও আসবে,
যখন তোমাকে বলতে হবে, 'আমি আর তৃপ্তি পাচ্ছি না।'
সেসময়ে সূর্য, আলো, চন্দ্র ও তারানক্ষত্র অন্ধকারময় হবে,
বৃষ্টির পরে আবার মেঘ ফিরে আসবে;
বাড়ির প্রহরীরা কম্পিত হবে,
তেজস্বী যত মানুষ কুব্জ হবে,
জাঁতা ঘোরায় এমন স্ত্রীলোকেরা
স্বল্পজন রয়েছে বলে কাজ ত্যাগ করবে,
যত নারী একসময় জানালা দিয়ে তাকাচ্ছিল,
তারা টের পাবে, তাদের চোখ অন্ধকারময় হচ্ছে;
যত সদর দরজা বন্ধ হয়ে থাকবে;
জাঁতার শব্দ কমে যাবে,
পাখির প্রথম ডাকে তুমি উঠে দাঁড়াবে,
যত আনন্দগান ক্ষীণ হয়ে যাবে;
লোকে উচ্চস্থানে যেতে ভীত হবে,
প্রতিটি পদক্ষেপে সন্ত্রস্ত হবে,
বাদামগাছ পুষ্পিত হবে,

ফড়িং কষ্ট করেই চলবে,
টোপা কুল হারিয়ে ফেলবে নিজের কটুস্বাদ,
কারণ মানুষ তখন তার নিত্য আবাসে চলে যাবে
আর বিলাপীর দল পথে পথে হেঁটে বেড়াবে।
হ্যাঁ, সেসময়ে রুপোর সুতো ছিঁড়ে যাবে,
সোনার প্রদীপ ফেটে যাবে,
উৎসের ধারে কলসি টুকরো টুকরো হয়ে যাবে,
কুয়োর মাথায় কপিকল ভেঙে যাবে;
সেসময়ে ধুলা তার আগেকার অবস্থায়, সেই মাটিগর্ভে, ফিরে যাবে,
এবং প্রাণবায়ু যাঁর দান, সেই পরমেশ্বরের কাছে ফিরে যাবে।
উপদেশক একথা বলছেন, অসারের অসার, সবই অসার!

উপদেশক প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ছিলেন; তাছাড়া তিনি লোকদের সদ্‌জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ করলেন, কারণ তিনি যাচাই করে ও তলিয়ে দেখেই বহু বহু প্রবচন সম্পাদন করলেন। উপদেশক আকর্ষণীয় ভাষায় লিখতে সযত্নেই সচেষ্ট ছিলেন, যেন সত্য-বাণী সূক্ষ্ম রচনায় প্রকাশ পায়। প্রজ্ঞাবানদের বাণী অঙ্কুশের মত, তাদের সঙ্কলিত বচনমালা শক্ত করে পোঁতা গোঁজের মত—তেমন বচনমালা অদ্বিতীয় এক পালকেরই দান! সন্তান, এর চেয়ে যা কিছু বেশি থাকতে পারে, সেবিষয়ে সাবধান; কারণ বহুপুস্তকের রচনা-কাজ কখনও শেষ হয় না, এবং অতিরিক্ত অধ্যয়নের ফলে শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

গোটা বক্তৃতার সারকথা এ: পরমেশ্বরকে ভয় কর, তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন কর, কারণ এটিই প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। কারণ পরমেশ্বর সমস্ত কর্ম—ভাল হোক কি মন্দ হোক গুপ্ত সমস্ত বিষয়ই বিচারে ডেকে আনবেন।

শ্লোক সাম ৭১:১৭,৯; ১৬:১১

℣ যৌবনকাল থেকে তুমি, পরমেশ্বর, উদ্বুদ্ধ করেছ আমায়, আর আমি আজও প্রচার করে চলি তোমার আশ্চর্য কর্মকীর্তির কথা।
℟ বৃদ্ধ বয়সে আমাকে দূরে ঠেলে দিয়ো না।
℣ তুমি তোমার সম্মুখেই আমাকে দেবে আনন্দের পূর্ণতা, তোমার ডান পাশেই আমাকে দেবে চিরন্তন সুখ।
℟ বৃদ্ধ বয়সে আমাকে দূরে ঠেলে দিয়ো না।

দ্বিতীয় পাঠ - উপদেশক পুস্তকে আগ্রিজেন্তর সাধু গ্রেগরির ব্যাখ্যা **১০ম পুস্তক ২**

প্রভুর কাছে এগিয়ে এসো, তোমরা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে

উপদেশক বলেন, *এ আলো সত্যি মধুময়,* আর আমাদের চোখের পক্ষে এ দৃশ্য সূর্য দর্শন করা উত্তম! কেননা আলো বাতিল করলে জগৎ সৌন্দর্যবিহীন হবে, জীবনও জীবনবিহীন হবে। এজন্য প্রধান ঐশদ্রষ্টা সেই মোশী বললেন, *তখন ঈশ্বর আলো দেখে বললেন, আলো উত্তম।* তথাপি আমাদের পক্ষে সেই মহা, সত্যকার ও শাশ্বত আলো সম্বন্ধেই ভাবা উচিত, যে আলো *সেই সকল মানুষকেই উদ্ভাসিত করে, জগতে যারা প্রবেশ করে,* অর্থাৎ কিনা জগতের ত্রাণকর্তা ও মুক্তিসাধক সেই খ্রীষ্ট সম্বন্ধেই ভাবা উচিত, যিনি মানুষ হয়ে মানবদশার নিম্নতম পর্যায়ে নেমে গেলেন। তাঁর সম্বন্ধে নবী দাউদ বলেন, *পরমেশ্বরের উদ্দেশে গান গাও তোমরা, কর তাঁর নামগান; যিনি পশ্চিমে ওঠেন, প্রস্তুত কর তাঁর পথ: প্রভুই তাঁর নাম, তাঁর সম্মুখে কর আনন্দোল্লাস।*

উপদেশক আলো মধুময় বলেছিলেন, ও নিজেদের চোখে গৌরবের সূর্যকে দর্শন করা উত্তম বলে ভবিষ্যদ্বাণী দিয়েছিলেন—অবশ্য তাঁকেই দর্শন করা উত্তম, যিনি ঈশ্বরের দেহধারণের সময়ে বললেন, *আমিই জগতের আলো: যে আমার অনুসরণ করে, সে অন্ধকারে চলবে না, কিন্তু জীবনের আলো পাবে।* আরও, *এই তো বিচার: আলো জগতে এসেছে।* তাতে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যে সূর্য আমরা মানব-চোখে দেখতে পাই, তিনি সেই সূর্যের স্থানে ধর্মময়তার আধ্যাত্মিক সূর্যই স্থাপন করবেন—এ সূর্য এমন যা তাঁদেরই পক্ষে অধিক মধুময় হবে যাঁরা তা দ্বারা দীক্ষিত হতে যোগ্য হবেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁরাই তখন নিজেদের চোখে তাঁকে দেখতে

পেলেন, যখন তিনি এজগতে জীবনযাপন করছিলেন ও মানুষদের মাঝে সাধারণ মানুষের মতই কথা বলছিলেন—যদিও তিনি সাধারণ মানুষদের একজন ছিলেন না। আসলে তিনি প্রকৃত ঈশ্বরও ছিলেন, আর এজন্যই এমনটি করলেন যাতে অন্ধ দেখতে পায়, খোঁড়া হাঁটতে পারে, বধির শুনতে পায়; তাছাড়া তিনি কুষ্ঠপীড়িতদের শুচি করলেন, ও এক আদেশেই মৃতদের জীবনে ফিরিয়ে আনলেন।

কিন্তু তাঁর দিকে আধ্যাত্মিক চোখ তোলা, তাঁর সরল ও ঐশ্বরিক সৌন্দর্য দর্শনে ও ধ্যানে রত থাকা, তেমন সহভাগিতা ও সাহচর্য গুণে উদ্ভাসিত ও অলঙ্কৃত হওয়া, আত্মিক মাধুর্যে পরিতৃপ্ত হওয়া, পবিত্রতা পরিধান করা, ঐশজ্ঞান লাভ করা, এবং পরিশেষে ঐশআনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে এজীবনের সমস্ত দিন ধরে তেমন আনন্দের অভিজ্ঞতা করা ইতিমধ্যেও অধিক মধুময়। একথা প্রজ্ঞাবান উপদেশকই নির্দেশ করলেন: *কেননা যদিও মানুষ বহুবছর বেঁচে দীর্ঘজীবী হয়, সে এ সমস্ত কিছুতে আনন্দ করতে থাকবে।* কেননা যারা তাঁকে দেখতে পায়, তাদের পক্ষে একথা সুস্পষ্ট যে, সমস্ত আনন্দের প্রণেতা হলেন সেই ধর্মময়তার সূর্য। এজন্য নবী দাউদও বলেছিলেন, *ধার্মিকেরা পরমেশ্বরের সম্মুখে উল্লাস করুক, আনন্দে মেতে উঠুক;* আর এক স্থানে বলেছিলেন, *প্রভুতে আনন্দধ্বনি তোল, ধার্মিকজন সকল, ন্যায়নিষ্ঠদের মুখেই প্রশংসাগান সমীচীন।*

শ্লোক সাম ৩৪:৪,৬; কল ১:১২-১৩ দ্রঃ

প্ আমার সঙ্গে প্রভুর মহিমাকীর্তন কর; এসো, আমরা একসঙ্গে তাঁর নাম বন্দনা করি:
উ তাঁর দিকে চেয়ে দেখ, তোমরা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।
প্ যিনি আলোয় তাঁর পবিত্রজনদের স্বত্বাংশে আমাদের অংশীদার করেছেন, ও অন্ধকারের কর্তৃত্ব থেকে আমাদের নিস্তার করেছেন:
উ তাঁর দিকে চেয়ে দেখ, তোমরা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।